বাংলা

বালভারতী

ষষ্ঠ শ্রেণী

টেলি-মানস হেল্পলাইন

Tele MANAS (Tele Mental Health Assistance and Networking Across States)

(১৪৪১৬ / ১৮০০-৮৯-১৪৪১৬)

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে টেলি-মানস, এই কেন্দ্র সরকার সমর্থিত একটি প্রকল্প, যা মহারাষ্ট্র রাজ্য অক্টোবর ২০২২ থেকে কার্যকর হয়েছে। টেলি-মানস কর্মসূচির মাধ্যমে হেল্পলাইন নম্বর ১৪৪১৬ এ ফোন করে ২৪×৭ বিনামূল্য এবং সবার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য পরিসেবা পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন মানসিক সমস্যার জন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। টেলি-মানস হেল্পলাইনে ফোন করার পর যে তথ্য দেওয়া হয় তা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়। তাই শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে তাদের সমস্যা এই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে জানাতে পারে এবং নিজের সমস্যার জন্য সাহায্য চাইতে পারে। অন্যদেরও সাহায্য নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে।

মনোদর্পণ

মনোদর্পণ (৮৪৪৮৪৪০৬৩২) এর মাধ্যমে দূরভাষ পরিসেবা জুলাই ২০২০ থেকে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষাগত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (NCERT) এর মনোদর্পণ কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মানসিক দিকনির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করা হয়। এই পরিসেবা প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত, সপ্তাহের সব দিন উপলব্ধ। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকেরা প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ পাওয়ার জন্য এই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করতে পারে।

প্রদত্ত পাঠ্যপুস্তকটি রাজ্য শিক্ষাগত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, মহারাষ্ট্র, পুণে কর্তৃক পাঠ্যক্রম অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তাদের দ্বারাই পাঠ্যপুস্তকটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। শাসন নির্ণয় ক্রমাঙ্ক : অভ্যাস-2116/(প্র.ক্র.43/16) এসডী-4 তারিখ-25.04.2016 অনুযায়ী স্থাপিত করা সমন্বয় সমিতির তারিখ 19.05.2026-এর সভায় এই পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষাগত বর্ষ 2026–2027 থেকে নির্ধারিত করার জন্য মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

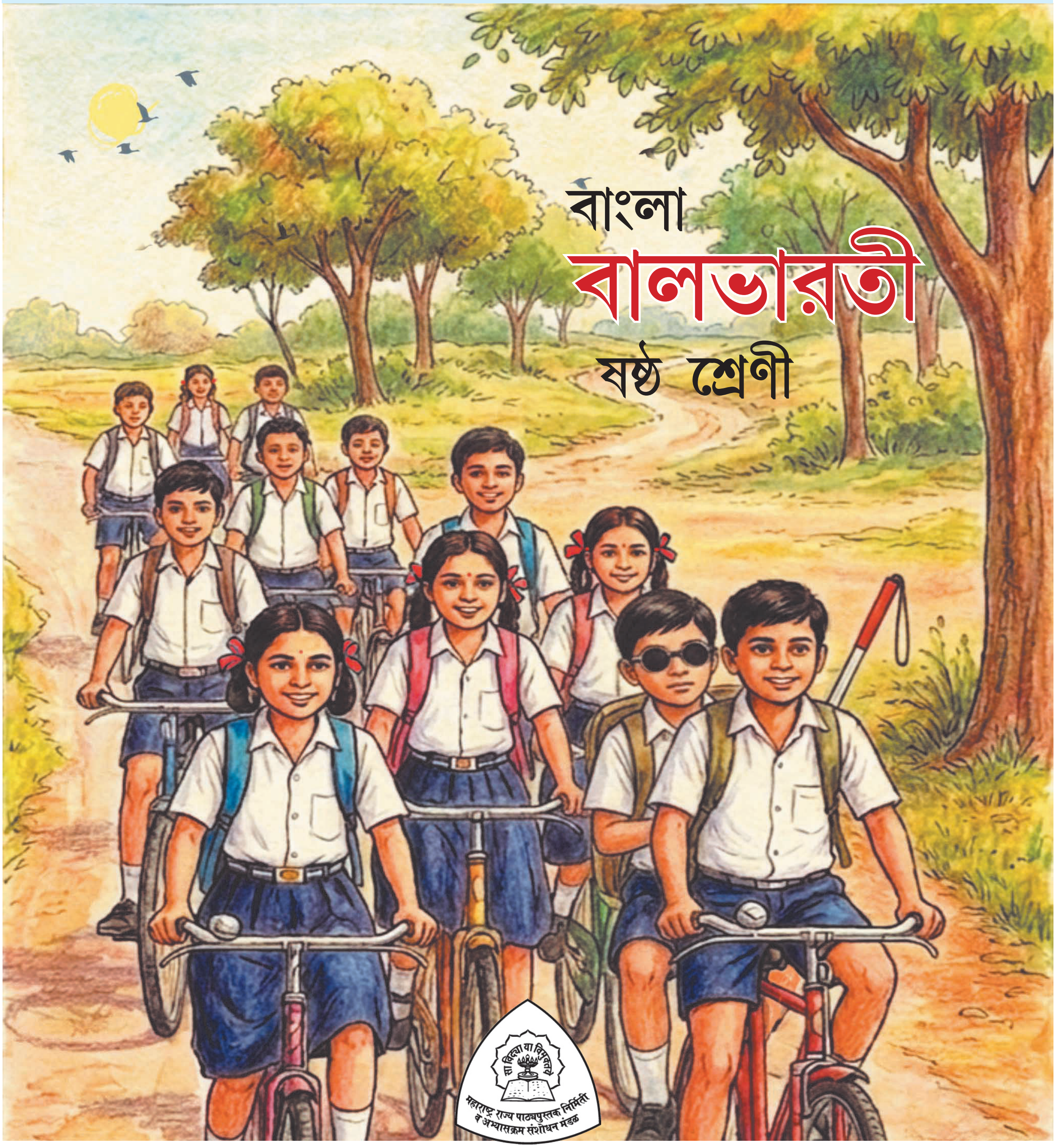

বাংলা
বালভারতী
ষষ্ঠ শ্রেণী

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে-411004

ছকের মধ্যে দেওয়া Q.R.Code টি স্মার্টফোন দ্বারা স্ক্যান করলে তোমার কাছে ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া উপাদানগুলির সাথে সম্পর্কিত দৃশ্য ও শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষণ সামগ্রীও উপলব্ধ হবে।

First Edition : 2026

© মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে-411004

এই পুস্তকের সর্ব অধিকার মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের অধীনে সুরক্ষিত আছে। এই পাঠ্যপুস্তকের কোনো ভাগ সঞ্চালক, মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের লিখিত অনুমতি ছাড়া উদ্ধৃতি করা যাবে না।

✻ বাংলা ভাষা সমিতি ✻

শ্রী মহাদেব শ্যামাপদ মল্লিক (অধ্যক্ষ)

শ্রী দিলীপকুমার অনুকূল রায় (সদস্য)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ মহেন্দ্রনাথ হালদার (সদস্য)

শ্রীমতী বাসন্তী রথীন্দ্রনাথ দাসমণ্ডল (সদস্য)

শ্রী দীপক হরিদাস হালদার (সদস্য)

শ্রীমতী স্বপ্না নিহার হালদার (সদস্য)

শ্রীমতী শ্রীবর্ণা সাহা (সদস্য)

কু. তৃপ্তিলতা প্রমথেশ বিশ্বাস (সদস্য)

শ্রী স্বপন বিশ্বনাথ পাল (সদস্য)

শ্রী কান্তি কালীপদ মণ্ডল (সদস্য)

শ্রী দেবদাস বিপ্রদাস ফৌজদার (সদস্য)

শ্রী বিদুর শিশির অধিকারী (সদস্য)

শ্রী অনিল ধিরেন বাড়ই (সদস্য)

শ্রী রঞ্জিত অমল গাঙ্গুলী (সদস্য)

ডা. স্মিতা মসিদ রায় (সদস্য)

গুণবত্তা সমীক্ষক

শ্রী সোমনাথ মহাপাত্র (গুণমান পরীক্ষক)

অ্যাড. অরুন্ধতী মুখর্জী (আইন বিশেষজ্ঞ)

প্রো. অন্তরা চৌধুরী (CWSN বিশেষজ্ঞ)

বাংলা ভাষা সংযোজক

ডা. অলকা পোতদার
বিশেষাধিকারী হিন্দী ভাষা (বি.কা.)

শ্রী কৃষ্ণপদ গোপাল বিশ্বাস
সহায়ক বিশেষাধিকারী বাংলা (বি.কা.)
মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী মণ্ডল, পুণে

মুখপৃষ্ঠ : শ্রী ভট্টু বাগলে
চিত্রাঙ্কন : শ্রীমতী শিল্পা দীক্ষিত
শ্রী লক্ষ্মীকান্ত কাডে

অক্ষরাঙ্কন- ডিজাইনিং : সমৃদ্ধী, পুণে

কাগজ : 70 জী.এস.এম. ক্রিমবোভ

মুদ্রণাদেশ :

মুদ্রক :

নির্মিতি :
শ্রীমতী মিতালী ম. শিতপ
প্র. মুখ্য নির্মিতি অধিকারী
শ্রী রাজেন্দ্র পাডলোসকর
নির্মিতি অধিকারী

প্রকাশক :
শ্রী হেমন্ত বাবর
প্র. নিয়ন্ত্রক
পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী মণ্ডল,
প্রভাদেবী, মুম্বাই-25

ভারতের সংবিধান

উদ্দেশিকা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়,
বিচার, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম
এবং উপাসনার স্বাধীনতা,
সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন
ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা
এবং তাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য
ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে
তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব

গড়ে ওঠে তার জন্য

সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে, আজ ১৯৪৯, সালের ২৬ শে নভেম্বর, (তিথি মাঘ শুক্ল সপ্তমী, সম্বত দুই হাজার ছয় বিক্রমী) এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

ভারতের সংবিধান

ভাগ ৪ক

নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য

অনুচ্ছেদ ৫১ ক্র.

মৌলিক কর্তব্য - ভারতের প্রতিটি নাগরিকের এই কর্তব্য থাকবে যে তাকে -

(ক) সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে।

(খ) যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে।

(গ) ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য এবং সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে।

(ঘ) দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহুত হলে সাড়া দিতে হবে।

(ঙ) ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের উর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব-বোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদাহানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে।

(চ) আমাদের দেশের বহুমুখী সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যপ্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে।

(ছ) বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে।

(জ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিৎসা, সংস্কারমূলক মনোভাবের প্রসার ঘটাতে হবে।

(ঝ) জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে।

(ঞ) সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উৎকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উৎকর্ষের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

(ট) মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

রাষ্ট্রগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে।।

প্রতিজ্ঞা

ভারত আমার দেশ । সমস্ত ভারতবাসী আমার ভাই-বোন।

আমি আমার দেশকে ভালবাসি। আমার দেশের সমৃদ্ধি এবং বিবিধতায় বিভূষিত পরম্পরার উপর আমার গর্ব।

ওই পরম্পরার সফলতা অনুসারে চলার জন্য আমি সর্বদা ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা করবো।

আমি আমার মা-বাবা, গুরুজন এবং বড়দের প্রতি সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবো।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আমার দেশ ও দেশবাসীর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবো। তাদের কল্যাণ এবং সমৃদ্ধিতেই আমার সুখ নিহিত।

প্রস্তাবনা

প্রিয় শিক্ষার্থীবন্ধু,

তোমাদের সবাইকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে আন্তরিক স্বাগত জানাই ! জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০, জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা ২০২৩ এবং তার ভিত্তিতে তৈরি রাজ্য শিক্ষাক্রম ২০২৪-এর আলোকে প্রস্তুত 'বাংলা বালভারতী' ষষ্ঠ শ্রেণীর এই পাঠ্যপুস্তক তোমাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

পূর্ববর্তী শ্রেণীগুলিতে তোমরা বাংলা ভাষার সব ধরনের দক্ষতা শোনা, বলা, লেখা ও বোঝা শিখে নিয়েছ। এখন এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে তোমাদের আরও অনেক নতুন বিষয় শিখতে হবে।

এই 'বাংলা বালভারতী' বইটিতে চিত্রবর্ণনা, (চিত্রসংযোজন), কবিতা, গান, ধাঁধা, ছোট গল্প, কাহিনী, প্রবন্ধ, পত্র, একাঙ্কিকা, সাক্ষাৎকার, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি নানা ধরনের কার্যকলাপ নতুনভাবে শেখানো হবে। পাঠ্যপুস্তকের বিষয় অনুযায়ী দেওয়া বিভিন্ন ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করে তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারবে। পাঠের অনুশীলনেও বৈচিত্র্য রয়েছে। এই অনুশীলনগুলি কেবল পাঠের উপর ভিত্তি করে নয়, বরং পাঠের বাইরেও চিন্তা করতে সাহায্য করবে। এই ধরনের কার্যকলাপের মাধ্যমে তোমাদের বাংলা ভাষা শেখা আরও আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় হবে।

এই বইয়ের বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় পাঠের মাধ্যমে তোমরা নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে। পাঠে অন্তর্ভূক্ত নানা বিষয় তোমাদের ভাষাগত জ্ঞান বাড়ানোর পাশাপাশি আনন্দও দেবে।

কবিতা ও বিভিন্ন পাঠে দেওয়া অনুশীলন তোমাদের চিন্তাশক্তিকে উন্নত করবে। এসব অনুশীলনের মাধ্যমে তোমরা ভাবার অনেক সুযোগ পাবে। শব্দভাণ্ডারের উপর ভিত্তি করে দেওয়া ধাঁধা, প্রশ্ন ও কার্যকলাপের মাধ্যমে তোমরা অনেক নতুন শব্দ শিখবে। ফলে তোমাদের শব্দভাণ্ডার ও ভাষাগত দক্ষতা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে।

তোমরা সবাই কল্পনাশক্তিসম্পন্ন ও মেধাবী শিক্ষার্থী। এই পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করতে গিয়ে তোমরা নিশ্চয়ই আনন্দ পাবে ।

তোমাদের সকলের জন্য রইল অফুরন্ত শুভকামনা ।

পুণে
তারিখ : 1 লা মে 2026
ভারতীয় সৌর : বৈশাখ শু. 11,
শকে 1948, মহারাষ্ট্র দিন

(অনুরাধা ওক)
সঞ্চালক
মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও
অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে-4

বাংলা বালভারতী : ষষ্ঠ শ্রেণী - অধ্যয়ন ফলাফল

দক্ষতা	অধ্যয়ন ফলাফল	অধ্যয়ন ফলাফল	পৃষ্ঠা নম্বর
C 1.1	1.1.1	শোনা বা পড়া খবরের মূল বিষয় ও সারাংশ বলতে পারে।	45, 48, 65, 98
	1.1.2	বিজ্ঞাপন বুঝে পড়ে এবং বিজ্ঞাপনভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর দেয়।	35, 42, 66
C 1.2		বিভিন্ন ধরনের সাক্ষাৎকার শোনে এবং সাক্ষাৎকারের পরিকল্পনা ও ব্যবহার করে।	
	1.2.1	পরিচিত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার শোনে।তাদের সাক্ষাৎকারের পরিকল্পনা করে ও তার প্রয়োগ করে।	7, 8, 42, 67, 91
C 1.3		উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার করে সামাজিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে গভীর প্রশ্ন করার সক্ষমতা গড়ে তোলে।(মুক্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন, আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক, বিষয় ও বস্তুভিত্তিক প্রশ্ন।	
	1.3.1	উপযুক্ত ভাষার ব্যবহার করে বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে সামাজিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক প্রশ্ন করে।	23, 24, 36, 42, 58, 65, 67, 71, 83, 85, 92, 93, 98
C 1.4		উপযুক্ত শৈলীর ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের চিঠি, প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন বিভিন্ন পাঠকের জন্য লেখে।	
	1.4.1	উপযুক্ত শৈলীর ব্যবহার করে বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য অনানুষ্ঠানিক চিঠি, বর্ণনামূলক প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন রচনা করে।	8, 16, 23, 65, 67, 72, 79, 81, 83, 84, 86, 102
C 1.5		বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও উদ্দেশ্যের জন্য অডিও-ভিজুয়াল (দৃশ্য, দৃশ্যশ্রাব্য) উভয়ের জন্য উপকরণ তৈরি করে।	
	1.5.1	বিষয় ও প্রসঙ্গ অনুযায়ী দৃশ্য, শ্রাব্য এবং দৃশ্যশ্রাব্যের জন্য ঘোষণামূলক বার্তা ও সংলাপ লেখে।	8, 18, 28, 45, 65, 78, 98
C 2.1		বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সময়কালের সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ (গদ্য, পদ্য, নাটক) এবং লেখনশৈলী (কথামূলক, ব্যাখ্যামূলক, বিশ্লেষণমূলক ইত্যাদি) চিহ্নিত করে এবং তার রসাস্বাদন করে।	
	2.1.1	বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সময়কালের বিভিন্ন উপভাষায় লোকসাহিত্যের রূপসমূহ (লোকসাহিত্য,কথামূলক, ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণমূলক) চিহ্নিত করে।	8, 9, 11, 13, 19, 21, 25, 29, 30, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 70, 78, 87, 89, 94, 95
C 2.2		উপমা, রূপক, বক্রোক্তি, অতিশয়োক্তি, অনুপ্রাস ইত্যাদি অলংকার, প্রবাদ, প্রবচন, পাশাপাশি ধাঁধা ইত্যাদি ভাষার বিভিন্ন উপাদান অধ্যয়নের সময় লক্ষ্য রাখে এবং লেখায় সেগুলির প্রয়োগ করে।	

	2.2.1	উপমা, অনুপ্রাস ও শ্লেষ অলংকারের পরিচয় শনাক্ত করে।	6, 16, 27, 36, 45, 64, 74, 75, 77, 78
	2.2.2	পাঠে দেওয়া প্রবাদ ও প্রবাদবাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা করে এবং সেগুলি বাক্যে প্রয়োগ করে। পাশাপাশি বিভিন্ন ধাঁধার সমাধান করে।	5, 27, 36, 45, 59, 77, 85, 92, 98, 100
C 2.3		ভাষণ ও লেখনের মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নিজের মতামত ও চিন্তাভাবনা প্রকাশ করে।	
	2.3.1	ঘর ও আশপাশে পালিত উৎসব, অনুষ্ঠান, বিভিন্ন সামাজিক উৎসব ও সমারোহের ভাষাগত অভিব্যক্তি সাং স্কৃতিক ও সামাজিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ।	24, 27, 32, 37, 38, 61, 82, 86
C 3.1		সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়নের সময় বাক্যগঠন, বিরামচিহ্ন, কাল, লিঙ্গ এবং শব্দভেদ ইত্যাদি মৌলিক ভাষাগত দিকগুলির প্রতি মনোযোগ দেয় এবং লেখনে সেগুলির প্রয়োগ করে।	28, 99
	3.1.1	বিশেষ্য, বিশেষ্যের ভেদ, সর্বনাম, সর্বনামের ভেদ, বিশেষণ ও বিশেষ্যের সম্পর্ক, বিশেষণের ভেদ, ক্রিয়া ও ক্রিয়ার ভেদ, শুদ্ধ লেখনের নিয়ম বা ব্যাকরণগত উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে এবং লেখনে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে।	6, 15, 23, 24, 34, 42, 43, 47, 64, 72, 77, 83, 90, 96, 97, 101, 105
C 3.2		সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা (ললিত, কবিতা, গল্প, একাঙ্কিকা, ভ্রমণকাহিনি, প্রহসন ইত্যাদি)-এর বৈশিষ্ট্য, পার্থক্য, শৈলী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বোঝে।	
	3.2.1	গল্প ও কবিতা প্রভৃতি সাহিত্যধারার বৈশিষ্ট্য, শৈলী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি চিহ্নিত করে।	2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 22, 24, 26, 31, 32, 36, 40, 41, 42, 50, 51, 57, 58, 63, 64, 71, 72, 76, 82, 83, 90, 91, 96, 97
C 3.3		উপযুক্ত শৈলী ও ভাষার ব্যবহার করে গদ্য-পদ্য রচনা করে।	
	3.3.1	নিজের ভাষায় গল্প-কবিতা লেখে।	5, 7, 23, 36, 42, 72, 77
C 4.1		বিভিন্ন শৈলীর কল্পনাপ্রবণ ও বাস্তবধর্মী বই পড়ে, তাতে প্রতিক্রিয়া জানায় এবং পর্যালোচনা করে।	
	4.1.1	বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যগ্রন্থ পড়ে তার সারাংশ বলে ও লেখে।	22, 23, 32, 73, 82
C 4.2		প্রকল্প এবং অন্যান্য কার্যক্রমে সহায়ক গ্রন্থ ও বিভিন্ন উৎসের কার্যকর ব্যবহার করে।	
	4.2.1	প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রমের জন্য শিক্ষকের সহায়তায় সহায়ক সাহিত্য অনুসন্ধান/খুঁজে বের করে।	8, 18, 28, 33, 59, 66, 92, 93

C 4.3		সংবাদপত্র, কিশোর পত্রিকা ও সাময়িকপত্র থেকে আশপাশের চলমান কর্মকাণ্ড পড়তে আগ্রহ দেখায় এবং সে বিষয়ে আলোচনা করে।	
	4.3.1	বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত সামাজিক ঘটনাবলি পড়ে নিজের মতামত প্রকাশ করে।	45, 49, 98
C 5.1		ভাষার বর্ণমালা, ধ্বনি, লিপি, স্বর ও ব্যঞ্জনের সংখ্যা, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের ব্যবহার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বোঝে।	
	5.1.1	ভাষার বর্ণমালার স্বর, ব্যঞ্জন ও উচ্চারণ সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান প্রদান করে।	6, 7, 18, 57
C 5.2		ভাষণ ও লেখাকে আরও আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করে তুলতে ভাষায় বাক্যবিন্যাসে যমক, অনুপ্রাস এবং শব্দখেলার ব্যবহার করে।	
	5.2.1	ভাষাকে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করতে বাক্যবিন্যাসে যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি অলংকারের ব্যবহার করে।	6, 16, 35, 36
C 5.3		ভাষার প্রধান শব্দখেলার পরিচয় দেয়। যেমন- বিপরীত শব্দ (বাক্য একই থাকে, শুরু বা শেষ যেখানেই হোক), শব্দবাজার, ডালডা, অক্ষর বদলে নতুন শব্দ তৈরি করা (স্পুনারিজম), কৌতুকভিত্তিক অন্তাক্ষরী, বিভিন্ন ধরনের শব্দধাঁধা, শব্দখেলা (প্রদত্ত শব্দ থেকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ তৈরি করা) ইত্যাদি।	
	5.3.1	বিভিন্ন ভাষাগত খেলাধুলার সঙ্গে পরিচিত হয়। যেমন:কৌতুক, শব্দের অদলবদল করে নতুন শব্দ তৈরি করা।	24, 26, 32, 35, 36, 44, 48, 51, 58, 97, 99
C 5.4		নিজে সহজ শব্দধাঁধা ও শব্দখেলা তৈরি করে।	
	5.4.1	সহজ শব্দধাঁধা ও শব্দখেলা নিজে তৈরি করে।	7, 33, 35, 47, 97

পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া প্রত্যাশিত অধ্যয়ন ফলাফল অর্জন করানো অপরিহার্য। প্রত্যাশিত অধ্যয়ন ফলাফলের পাশে দেওয়া পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি ছাড়া অন্য পৃষ্ঠাগুলির তথ্যের মাধ্যমেও ঐ অধ্যয়ন ফলাফল অর্জন হতে পারে - এই প্রচেষ্টা শিক্ষকদের করতে হবে।

পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত প্রতীকের পরিচয়

শোনো | বলো | লেখো | পড়ো | চর্চা করো | কৃতি করো | সাংকেতিক ভাষা

শিক্ষক ও অভিভাবকদের জ্ঞাতার্থে...

প্রিয় শিক্ষক / অভিভাবকবৃন্দ,

এই পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানকে মাথায় রেখে ভাষার নতুন ও ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং বিভিন্ন আকর্ষণীয় বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটিকে আরও কার্যকর করার জন্য এটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং সহজ থেকে কঠিনের দিকে ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে। এখানে ভাষাগত দক্ষতার বিকাশের পাশাপাশি অধ্যয়ন ও অধ্যাপন দক্ষতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে স্ব অধ্যয়ন ও আলোচনাকে উৎসাহিত করার জন্য আকর্ষণীয়, সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকে ধারাবাহিক ও স্তরভিত্তিক শিক্ষালাভের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পাঠ্যসামগ্রী, শিক্ষাদান নির্দেশ, অনুশীলন ও কার্যক্রম দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য ললিত কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, সংলাপ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণ ও বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এতে 'শোনো ও আলোচনা করো', 'পড়ো ও বোঝো', 'নিজের মতামত দাও', 'প্রশ্ন তোমাদের উত্তর আমাদের', 'প্রশ্ন আমার উত্তর তোমার', 'পঙক্তিগুলো কিছু বলে', 'নিজেকে যাচাই করো', 'এসো দক্ষতা দেখাও', 'খেলতে খেলতে ভাষা শেখা', 'এক ধাপ ভাষার দিকে', 'এসো কিছু তৈরি করি', 'এই পাঠ থেকে আমি যা বুঝলাম', 'পাঠের বাইরে'- এই ধরনের নানা কার্যক্রম দেওয়া হয়েছে।

পূর্বজ্ঞানভিত্তিক স্মরণশক্তির সঙ্গে বিশ্লেষণ, প্রয়োগ, মূল্যায়ন ও সৃজনশীলতার মতো দক্ষতা বিকাশের জন্য কার্যক্রমগুলো পরিকল্পিত। পাঠের অনুশীলন শুধু পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে 'পাঠের বাইরে' ও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের দিকেও জোর দেওয়া হয়েছে। এই কার্যক্রমগুলিতে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে তা শিক্ষার্থীদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছাতে পারে।

শিক্ষক ও অভিভাবকদের কাছে আশা করা হচ্ছে যে, শিক্ষাদান শুরু করার আগে আপনারা সম্পূর্ণ পাঠ্যপুস্তক, তাতে দেওয়া শিক্ষাদান নির্দেশ ও দিকনির্দেশ ভালোভাবে বুঝে নেবেন। সব কার্যক্রমের পূর্ণ অনুশীলন করাবেন। প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত কার্যক্রম, খেলা ও প্রসঙ্গ অন্তর্ভূক্ত করবেন। পাঠ্যপুস্তকে নির্ধারিত শিক্ষালাভের ফলাফলের বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন প্রত্যাশিত।

আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনারা পাঠ্যপুস্তকটি দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা সৃষ্টি করতে পারবেন এবং তাদের ভাষাগত জ্ঞান বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন।

পঠন পাঠন করার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের (CWSN) জন্য সাংকেতিক চিহ্নের ভাষা এবং অন্য অনুপূরক অধ্যাপন পদ্ধতির ব্যবহার করবেন। তারা যে পদ্ধতিতে ব্যক্ত হতে পারে সেই পদ্ধতিতেই ব্যক্ত হওয়ার সুযোগ দেবেন। মাঝে মাঝে তাদের দিকে নজর রেখে তাদের বিশেষভাবে উৎসাহ দেবেন। এই শিশুদের অধ্যাপন করবার সময় ব্লাকবোর্ডে বা অন্য দৃক শ্রাব্য সাহিত্যের ব্যবহার করবেন।

✿ সূচীপত্র ✿

প্রথম বিভাগ				
অ. ক্র.	পাঠের নাম	লেখক-কবি	প্রকার-বিধা	পৃ. ক্র.
✿	**ছুটির মরশুম**	-----	**চিত্র পঠন**	১
১	জন্মভূমি	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	কবিতা	২
২	কাঠ বিক্রি বুড়ো	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	আখ্যান	৯
৩	তিনবন্ধু	পরিতোষ সরকার	বোধকথা	১৯
৪	পালোয়ান	সুকুমার রায়	মহাপয়ার	২৫
৫	ভিটামিন আবিষ্কার	বিশ্বনাথ রায়	প্রবন্ধ	২৯
৬	ভালোবাসাই ধর্ম	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	আখ্যান	৩৮
৭	নির্ঝরের যাত্রা	যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	পয়ার	৪৬

দ্বিতীয় বিভাগ				
অ. ক্র.	পাঠের নাম	লেখক-কবি	প্রকার-বিধা	পৃ. ক্র.
✿	**উৎসব**	-----	**চিত্র পঠন**	৫২
৮	দেখব এবার জগৎটাকে	কাজী নজরুল ইসলাম	কবিতা	৫৩
৯	মাটির ঘরের দেয়াল চিত্র	তপন কর	প্রবন্ধ	৫৮
১০	শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	সংলাপ	৬৬
১১	ভরদুপুরে	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	কবিতা	৭২
১২	আমাজনের উৎস সন্ধানে	প্রবোধকুমার সান্যাল	ভ্রমণ বর্ণনা	৭৭
১৩	আতিথেয়তা	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	কাহিনী	৮৫
১৪	বাংলা ভাষা	অতুল প্রসাদ সেন	গীত	৯২
*	পরিশিষ্ট	-----	ব্যাকরণ	৯৭

ছুটির মরশুম

খোলা হাওয়া, খোলা আকাশ, খুশিতে ভরা উচ্চ উড়ান।
বিনা মোবাইলে বাড়তে শেখো, খেলার মধ্যে পড়তে শেখো।

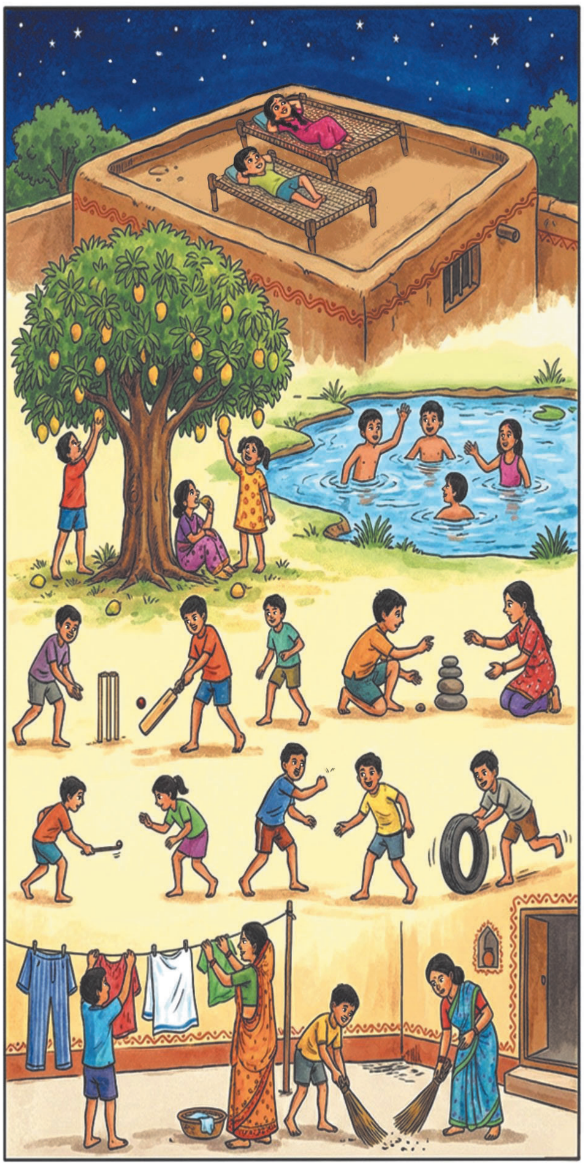

পাঠন পরামর্শ : প্রথমে শিক্ষার্থীদের চিত্রের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করান। শহর ও গ্রামের বাচ্চারা নিজেদের ছুটি কিভাবে কাটায় এই বিষয়ে আলোচনা করবেন। এর উপর শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে উৎসাহিত করবেন। গ্রাম ও শহরে কোন ধরনের খেলা খেলে এর উপর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে চর্চা করবেন এবং ওদের প্রশ্ন তৈরী করতে বলবেন। চিত্রে দেওয়া স্লোগান পড়াবেন। অন্যান্য স্লোগান তৈরী করতে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীদের গ্রাম ও শহরের জীবন শৈলীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের উপর নিজের মতামত ব্যক্ত করার জন্য উৎসাহিত করবেন। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের (CWSN) দিকে নজর দেবেন।

১. জন্মভূমি

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কবি পরিচিতি

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯৩৩) ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট কবি, নাট্যকার ও সঙ্গীতকার। তিনি বিশেষভাবে দেশাত্মবোধক গান, ঐতিহাসিক নাটক এবং ব্যঙ্গরচনার জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁর রচিত নাটকগুলোর মধ্যে 'মেবার পতন', 'নুরজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর গানগুলিকে একত্রে 'দ্বিজেন্দ্রগীতি' বলা হয়। বাংলা সাহিত্য ও সংগীতে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।

ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
ও সে সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

পাঠন পরামর্শ : কবির পরিচয় শিক্ষার্থীদের বলবেন। কবিতাটি পড়ে শিক্ষার্থীদের বানান ও শব্দের অর্থ বুঝিয়ে দেবেন। অন্তমিল শব্দগুলি খুঁজতে বলবেন।

চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা, কোথায় উজল এমন ধারা
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে
তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখির ডাকে জেগে
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
ও সে সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধুম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
ও সে সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখি কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে-
তারা, ফুলের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
ও সে সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার, এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
ও সে সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

শব্দার্থ : ধনধান্য - সম্পদ ও শস্য, পুষ্পভরা - ফুলে ভরা, বসুন্ধরা - পৃথিবী, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি - কল্পনা ও আশা দিয়ে গড়া, উজল ধারা - উজ্জ্বল প্রবাহ বা আলো, শান্তি-কুঞ্জ - শান্তিরস্থান, গুঞ্জরিয়া - গুঞ্জন করতে করতে (শব্দ করা), বক্ষে ধরা - বুকের মধ্যে।

পাঠন পরামর্শ : শ্রেণী কক্ষে কবিতাটি তাল, লয় ও সুরের সাথে শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। শব্দ ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচয় করাবেন। ব্যাকরণে যমক অলংকার সম্পর্কে উদাহরণ সহ বুঝিয়ে বলবেন এরূপ আরও অলংকারের উদাহরণ খুঁজতে বলবেন। ইতিহাসের পাতা থেকে জাতীয় গান ‘বন্দে মাতরম’ এর বাংলা অর্থ বুঝিয়ে দেবেন।

পাঠ থেকে

এসো এখন আমরা এই কবিতার উপরে বিস্তৃত আলোচনা করি, যা নিম্নলিখিত কার্যকলাপে তোমাদের সাহায্য করবে।

আমি যা বুঝলাম

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরের সামনে ✓ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নাঙ্কিত করো।

ক) কবি কার ডাকে জেগে ওঠেন?

- মায়ের ডাকে ☐
- ভাইয়ের ডাকে ☐
- পাখির ডাকে ☐
- বাবার ডাকে ☐

খ) কোন দেশকে সকল দেশের রাণী বলা হয়েছে?

- ভারতবর্ষকে ☐
- আমেরিকাকে ☐
- সুইজারল্যাণ্ডকে ☐
- নিউজিল্যাণ্ডকে ☐

মিলেমিশে জোড়া মিলাই

পাঠ থেকে বেছে নেওয়া কিছু শব্দ নীচে দেওয়া হয়েছে। নিজের দলে এগুলো নিয়ে আলোচনা করো এবং সঠিক অর্থ বা সমার্থকের সঙ্গে মিলিয়ে নাও। এর জন্য তুমি অভিধান, ইন্টারনেট বা তোমার শিক্ষকদের সাহায্য নিতে পারো।

শব্দ	অর্থ
পুষ্প	পৃথিবী
বসুন্ধরা	দল
স্নিগ্ধ	ফুল
পুঞ্জ	কোমল

শব্দঝুড়ি থেকে বিপরীত শব্দ বেছে নিয়ে লেখো।

১. ঘুমিয়ে × ....

২. সেরা × ....

৩. স্নিগ্ধ × ....

৪. দেশে × ....

পঙ্‌ক্তিগুলি নিয়ে আলোচনা

কবিতা থেকে বেছে নেওয়া কিছু পঙ্‌ক্তি নীচে দেওয়া হয়েছে। মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং এগুলো নিয়ে চিন্তা করো। এগুলোর অর্থ তুমি কীভাবে বুঝেছ? তোমার মতামত শ্রেণীতে নিজের দলে চর্চা করে নাও এবং নিজের খাতায় লেখো।

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ/ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি/আমার, এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।

চিন্তাভাবনার জন্য

কবিতাটি আরেকবার মন দিয়ে পড়ো এবং নীচের বিষয়গুলো সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে তোমার খাতায় লেখো।

১. আমাদের বসুন্ধরা কিসে পরিপূর্ণ?

২. আকাশ তলে কি মেশে?

৩. শাখা গুলো কিসে ভরা?

৪. সকল দেশের রাণী কে?

কবিতার রচনা

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখি কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি।

এখানে ‘শাখি’ শব্দটা শাখার জন্য এবং ‘গাহে’ শব্দটা গাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কখনও কখনও কবি কবিতার ছন্দ ও সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য এভাবে শব্দে সামান্য পরিবর্তন করেন। তুমি যদি কবিতাটি একটু আরও মন দিয়ে পড়ো, তবে তোমারও অনেক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। যে বিশেষ বিষয়গুলো তোমার ভালো লাগবে, সেগুলো ক্লাসে সবার সঙ্গে আলোচনা করে নাও এবং লিখে রাখো। যেমন সবচেয়ে উপরে এই কবিতার একটি শিরোনাম আছে।

স্তম্ভ ১ এবং স্তম্ভ ২ তে কিছু পঙ্‌ক্তি দেওয়া আছে, তাদের সঠিক জোড়া মেলাও।

স্তম্ভ -১	উত্তর	স্তম্ভ - ২
১. পুষ্পে পুষ্পে		অ. স্নেহ
২. ভায়ের মায়ের		আ. আসে অলি
৩. খেলে তড়িৎ		ই. ভরা শাখি
৪. গুঞ্জরিয়া		ঈ. কালো মেঘের উপর

অনুমান কিংবা কল্পনা হ'তে

- **শব্দের রূপ**

পুষ্পেপুষ্পে, কুঞ্জে কুঞ্জে

এই ধরনের শব্দকে যুগ্ম শব্দ বলে। প্রদত্ত কবিতা থেকে যুগ্ম শব্দের সারণী তৈরি করো।

- **বাক্য গঠন করো :**

ক. বসুন্ধরা – ....

খ. চন্দ্র – ....

গ. পাহাড় – ....

ঘ. পাখি – ....

পাঠের ব্যতিরেক

ব্যাকরণ:

একই ধ্বনিগুচ্ছ নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে অথবা একাধিক বার উচ্চারিত হলে যে শ্রুতি মাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তাকে যমক অলংকার বলে। যেমন ঃ- ''ঘন বনতলে এসো ঘননীল বসনা''- এখানে প্রথম ঘন-নিবিড়, ঘন-মেঘ... এরূপ উদাহরণ ইন্টারনেট বা পুস্তকের সাহায্যে আরও পাঁচটি খুঁজে বের করো।

১)..

২)..

৩)..

৪)..

৫)..

নিজের কথা

(ক) এই কবিতায় জন্মভূমি ভারতবর্ষের সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। তুমি ভারতবর্ষের কোন স্থানে থাকো? ওখানকার বিশেষতা নিজের ভাষায় লেখো।

(সংকেত ঃ প্রকৃতি, খাদ্যাভ্যাস, আবহাওয়া, প্রসিদ্ধ স্থান ইত্যাদি)

(খ) তোমার পরিবারের কোনো সদস্য বা বন্ধুর বিষয়ে লেখো। তার কোন কোন কথা/বিষয় তোমার ভালো লাগে?

(গ) কাকলি-পাখির ডাক

তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখির ডাকে জেগে। তোমার জানা কোন কোন পাখির ডাকে আমাদের সকলেরই সকাল বেলার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তার সারণী তৈরি করো।

নীচে দেওয়া শব্দজাল থেকে পাখির নাম খুঁজে লেখো।

শা	ক	রা	মু	কো
লি	ম	য়ু	র	কি
ক	ব	ক	গী	ল
হাঁ	স	চে	প	ট

আজকের ধাঁধা

আজ আমরা তোমাদের জন্য একটি মজার ধাঁধা এনেছি। নীচে কিছু অক্ষর দেওয়া আছে। সেগুলো মিলিয়ে অর্থবহ শব্দ তৈরি করো। অক্ষরগুলো আগেপিছে পরিবর্তন করা যেতে পারে, অর্থাৎ তাদের ক্রম বদলানো যেতে পারে। তুমি ইচ্ছামতো কোনো অক্ষরের সঙ্গে মাত্রা ও ফলা যোগ করতে পারো। প্রথম শব্দটি আমরা তোমাদের জন্য আগেই তৈরি করে দিয়েছি।

অ.ক্র.	অক্ষর	শব্দ
১	র ত হ	তাহার
২	ত র হ গ	
৩	ল উ জ	
৪	আ শ ক	
৫	আ দ ম র	

পত্র লেখন :

অসুস্থতার কারণে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হেতু প্রধান শিক্ষক কিংবা শিক্ষিকার নিকট এক দিনের ছুটি চেয়ে একটি আবেদন পত্র লেখো।

- **কৃতি : তোমাদের আশেপাশে ঘটিত ঘটনার সারাংশ বলো।**

ইতিহাসের পাতা থেকে

তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের বিদ্যালয়ে 'বন্দে মাতরম' গান গেয়ে থাকো। 'বন্দে মাতরম' গানটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন। এই গানটি স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মানুষের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস ছিল। ভারতে এর স্থান 'জন গণ মন'-এর মতোই গুরুত্বপূর্ণ। তুমি কি এর অর্থ জানো ও বোঝো? এসো, আজ আমরা প্রথমে এর অর্থ বুঝে নেবো, তারপর দলে দলে আলোচনা করবো।

বন্দে মাতরম্ - বাংলা অর্থ :

- বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্ - হে মাতা, আমি তোমাকে প্রণাম করি
- সুজলাম, সুফলাম - তুমি জলে পূর্ণ, ফলফসলে সমৃদ্ধ
- মলয়জ শীতলম - মলয় পর্বত থেকে আসা শীতল বাতাস তোমাকে স্নিগ্ধতা দান করে
- শষ্যশ্যামলাং মাতরম্ - হে সবুজ শ্যামল মাতা
- শুভ্রজ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্ - যার চাঁদের আলোয় রাত্রি শোভিত হয়
- ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্ - ফুটে থাকা ফুলে ভরা গাছপালায় তুমি সুশোভিত
- সুহাসিনীম্, সুমধুর ভাষিণীম্ - তুমি সদা হাস্যময়, মধুর ভাষায় কথা বলো
- সুখদাং বরদাং, মাতরম্ - সুখ দানকারী, বরদানকারী মা
- বন্দে মাতরম্ বন্দেমাতরম্ - হে-মা, আমি তোমাকে বারবার প্রণাম করি

ইউট্যুবের (YouTube) সাহায্যে তোমরা এই গানটা শুনে গাওয়ার চেষ্টা করো।

ইউট্যুবের সাহায্যে তোমার পছন্দের যেকোন একজন সেলিব্রেটির সাক্ষাৎকার শোনো।

২. কাঠবিক্রি বুড়ো

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

জীবন পথের পাঁচালিকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর বনগ্রামে জন্মগ্রহন করেন। পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা মৃণালিনী দেবী। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন। তারপর তিনি কলকাতার রিপন কলেজে ভর্তি হন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে আই এ পাশ করেন এবং ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ডিস্টিংশন সহ বি. এ. পাশ করেন। প্রকৃতি প্রেমিক এই লেখক কর্মজীবনে শিক্ষকতাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল 'অপরাজিত', 'দৃষ্টি প্রদীপ', 'আরণ্যক' প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি 'মেঘমল্লার', 'যাত্রাবদল', 'নবাগত' ইত্যাদি। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তাঁর জীবনাবসান হয়।

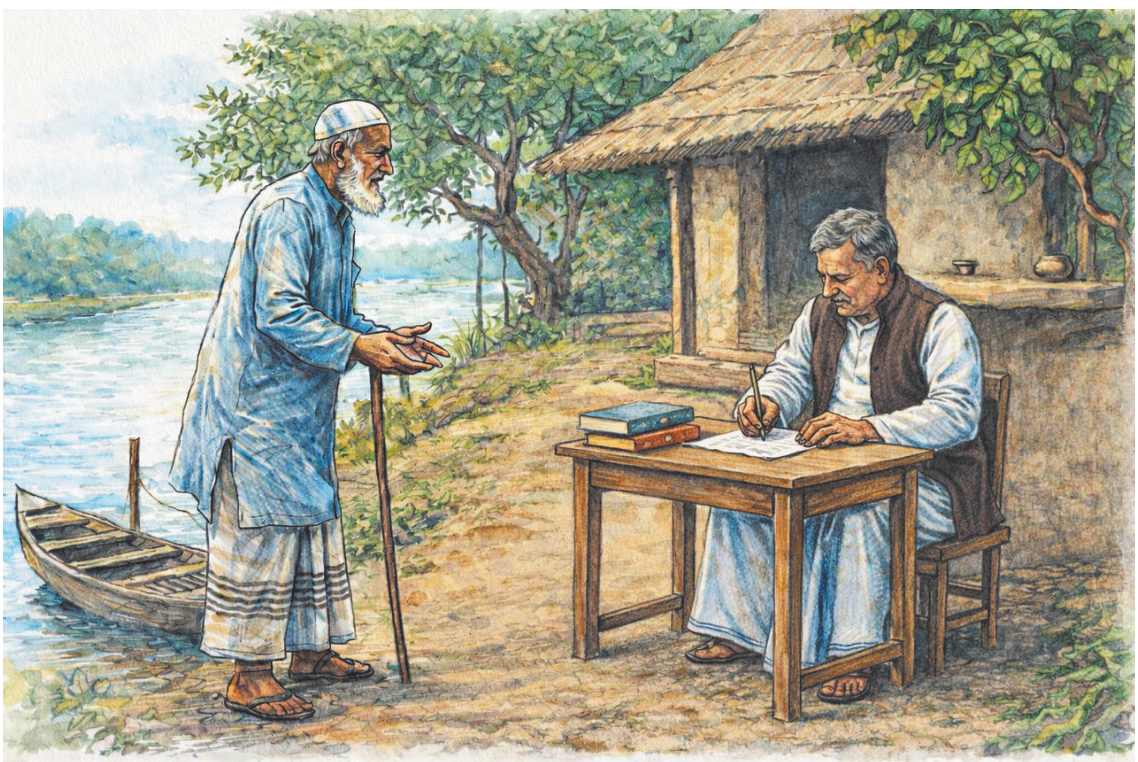

আমি গাছ বিক্রি পছন্দ করি না। কোনো গাছ যদি কেউ কাটে তবে আমার বড়ো কষ্ট হয়। লোককে পরামর্শ দিই গাছপালা দেশের সম্পদ, ধরণীর শ্রী ওরা বাড়িয়েচে ফুলে, ফলে, ছায়ায় সৌন্দর্য্যে, ওদেরই ডালে ডালে দিনরাত কত বিহগ কাকলি, ওদের কেটে নষ্ট কোরো না। সুতরাং যখন গ্রামের ঘাটে কাঠের নৌকো এসে লাগল, আমি সেটা পছন্দ করিনি।

পাঠন পরামর্শ : শিক্ষার্থীদের লেখক সম্পর্কে বলবেন। শিক্ষার্থীদের শ্রেণীতে মৌন পাঠ করতে বলবেন। পাঠ সম্পর্কিত তথ্য গুলি চর্চা করতে বলবেন। শব্দের অর্থ বলে দিন।

একদিন সকালে বসে লিখছি, একজন দাড়িওয়ালা বুড়ো মুসলমান এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে আমায় সেলাম করলো হাত তুলে।

বললাম, ‘‘কী চাই?’’

‘‘বাবুর গাছ বিক্রি আছে, বিক্রি করবেন?’’

‘‘কী গাছ?’’

বাবুর বাড়ির পেছনে বিলিতি চটকা আছে, বাগানে শিশু আছে, কলুচটকা আছে। লোকটার কথায় দক্ষিণের টান বললাম- ‘‘বাড়ি দক্ষিণে?’’

‘‘হ্যাঁ বাবু, বসিরহাটের ওপার। টাকি শ্রীপুর।’’

‘‘গাছ কিনতে এসেচ নাকি?’’

‘‘বাবু, আমাদের নৌকো এসেচে ঘাটে। কাঠ বোঝাই হয়ে কলকাতায় যাবে। আপনার এদিকে যদি বাগানটাগান পাওয়া যায় কিনব।’’ বাগান কেনা শুনে আমি আগেই চটেচি, সুতরাং লোকটার সঙ্গে ভালো করে কথা বললাম না।

ও বললো, ‘‘বাবু, গাছ বেচবেন?’’

‘‘না।’’

‘‘ভালো দর দেবো বাবু।’’

‘‘কী রকম দর শুনি?’’

‘‘তা বাবু আপনার বড়ো চটকা গাছটা চল্লিশ টাকা দর দেব।’’

আমি আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। এ অঞ্চলে ও গাছের দাম যুদ্ধের আগে একজন বলেছিল ছটাকা। যুদ্ধের মধ্যে ওর দাম উঠল চোদ্দ টাকা। ওটাকেই সর্বোচ্চ দাম বলে আমি ভেবেছিলাম। একটা বুনো চটকা গাছের দাম চোদ্দ টাকাও যথেষ্ট। আশাতিরিক্ত দর। আর এখন এ বলে কী !

চল্লিশ টাকা একটা চটকা গাছের দাম এ কথা পাঁচ বছর আগেও কেউ কানে শোনেনি। আমার বাগান সংলগ্ন জমিতে এরকম চটকা গাছ পাঁচছটা আছে, বেশ মোটা পয়সা পেতে পারি দেখচি গাছ কটা বিক্রি করলে।

হঠাৎ মনে পড়ল। নেপল্‌স উপসাগরের তীরে কোনো এক বড়ো গাছতলায় গ্লিনি বসে বই লিখতেন, নীল জলরাশি তাঁর চোখের সামনে দূর স্বপ্নজগতের বাণী ভাসিয়ে আনত, দৃশ্যমান জগতের ওপারে যে বৃহত্তর স্বপ্নজগৎ দিক থেকে দিগন্তরে বিস্তৃত। আমি একটা রঙিন ছবিতে

নেপল্‌স উপসাগর তীরে এই ধরনের গাছের ছবি দেখেছিলাম। চটকা গাছগুলো দেখতে ঠিক তেমনি। মনে মনে আমি ওদের নাম দিয়েছিলাম প্লিনির গাছ। টাকার জন্যে সে গাছগুলো কেটে উড়িয়ে দেব?

লোকটাকে বললাম, ''না হে, ও গাছ বিক্রি হবে না।''

সেই থেকেই কাঠের নৌকা নিয়ে লোকটা আমাদের গ্রামের ঘাটে রয়ে গেল। দু তিনটি বড়ো বড়ো বাগান কিনে তার সমস্ত গাছ কাটিয়ে গুঁড়িগুলো নৌকা বোঝাই করতে লাগল ডালপালা সস্তাদরে গ্রামের লোকজন জ্বালানির জন্যে কিনে নিলো ওর কাছ থেকে। রায়দের চণ্ডীমণ্ডপটা অনেকদিন থেকে পোড়ো, ভূতের বাসা হয়ে আছে কারণ একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি ছাড়া রায়বাড়িতে বর্তমানে আর কেউ থাকে না। লোকটা রায় কাকাকে বলে সেই চণ্ডীমণ্ডপের একপাশে আছে, আরও দুটি সঙ্গী নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের উত্তর দেওয়ালের গায়ে বাইরের দিকে একখানা খেজুরপাতার চালা উঠিয়ে নিয়ে সেখানেই রান্না করে খায়। একটা বাঁশের তিক্‌ড়িতে হাঁড়িকুড়ি রাখে।

গাছগুলো কেটে ফেলচে গ্রামের ছায়াসম্পদ ও শ্রীকে নষ্ট করে এজন্যে কাঠবিক্রি বুড়োকে আমি পছন্দ করতাম না। ওর সঙ্গে বেশি কথাও বলতাম না।

নদীর ধারে ওদের নৌকো থাকে, যেখানে নদীর পাড় খুব ঢালু, বড়ো বড়ো উলু ঘাসের বন, ভাঁট বন, পটপটি গাছ সেখানে ওদেরই কাটা এক কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে থাকি বিকেলে, বেশ ফাঁকা জায়গা, অনেক দূর পর্যন্ত আকাশ দেখা যায়। নীল আকাশের নিঃশব্দ বাণীর মতো নেমে আসে অপরাহ্নের শান্তি। কাঠবিক্রি বুড়ো আমার কাছে আসে নৌকো থেকে নেমে।আমি বলি, ''আর, কতদিন আছ? গাছগুলো তো দেশের সাবড়ালে।'' আমি কী বলচি ও বুঝতে পারে না। গাছগুলো সাবাড় করলে ক্ষতি যে কী, তা ওর বোঝবার বুদ্ধি নেই। ও বললে, ''না বাবু, কী আর এমন লাভই বা হবে, বড্ড খরচ পড়ে যাচ্ছে।''

''কীসের খরচ?''

''এই জনখরচ, কাটাই খরচ।''

''কলকাতায় কী দরে বিক্রি হবে?''

''আজ্ঞে সাড়ে তিন টাকা কিউবিক ফুট। মিথ্যে কথা বলব না আপনার কাছে।''

লোকটা আর কিছু ইংরেজি জানুক আর না জানুক কিউবিক ফুটের মাপটা জানে। কারণ ওই

পাঠন পরামর্শ : শিক্ষার্থীদের অনুচ্ছেদ আরোহী অবরোহী পদ্ধতিতে উচ্চস্বরে পড়তে বলবেন, শব্দের অর্থ বুঝতে সাহায্য করবেন ছোট ছোট প্রশ্ন অনুচ্ছেদ থেকে তৈরী করতে বলবেন।

করেই খায়। তাছাড়া ওকে দেখে আমার মনে হয় লোকটা সরল, সাদাসিদে। কুটিল, ধূর্ত ব্যবসাদার নয়। ও আমায় তামাক সেজে এক একদিন খাওয়ায়। সুখ দুঃখের দুটো কথা বলে। ক্রমে যত দেখি বুড়ো বড়ো বাগান কেটে উড়িয়ে দিচ্ছে, ততই ওর ওপর আমার বিতৃষ্ণা জন্মে। পয়সার জন্যে এরা সব পারে।

রাস্তাঘাটে দেখা হলে ভালো করে কথা বলি না।

বুড়ো কিন্তু যেচে কথা বলতে আসে আমার সঙ্গে। প্রায় তিন চার মাসের বেশি আমাদের গ্রামে আছে, গ্রামের সকলের নামধাম ভালো করেই জেনে ফেলেছে। কে কোথায় কাজ করে, কত মাইনে পায়, কার কীরকম অবস্থা এ সব ওর জানা হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে আমার বাড়ি এসে সন্ধ্যার সময় বসে। তামাক খায়, প্রতিবেশীর মতো গল্প করে। একদিন আমায় বললে, ''বাবু বুঝি বই লেখেন?''

''হ্যাঁ।''

''বই ছাপান কোথায়?''

''কলকাতায়।''

''কত খরচ পড়ে?''

''পাঁচছশো, হাজার।''

''তা বাবু আপনার মতো আমাদের যদি হত। চিরজীবনটা কষ্ট করেই কাটল। একটা ছেলে আছে, জমিদারি কাছারিতে কাজ করে টাকির বাবুদের। আট টাকা মাইনে পায়। বাবুরা ওকে বড়ো ভালোবাসে। আবদুল না হলে কোনো কাজ হবে না নায়েববাবুর। সাইকেলের পিছনে তুলে নিয়ে সাতক্ষীরে যায় মোকদ্দমার দিন থাকলি। আর বছর পূজোর সময় বাড়ি এল, তা ডিম এনেলো চার কুড়ি। আর গাওয়া ঘি।''

বুড়ো দিব্যি গল্প জমিয়ে বসে। তামাক খায়। কিছুক্ষণ পরে আবার চলে যায়।মাঝে মাঝে ওকে জিজ্ঞাসা করি, ''কেমন লাভ হবে এবার?''

''কী জানি বাবু?''

''অনেক গাছ তো কাটলে?''

''ওতে কী হয় বাবু এখনো অনেক গাছ কাটতি হবে।''

''মোটা টাকা লাভ করবে এবার।''

''দোয়া করুন বাবু, তাই যেন হয়। কনটোলের কাপড় একখানা দিতে পারেন বাবু, নইলে ন্যাংটা হতি হবে।'' অনেকদিন ধরে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। বুড়োও নিজের কাজে ব্যস্ত

থাকে, আমিও থাকি নিজের কাজে ব্যস্ত। এমনকি ওর কাছে কিছু ডালপালা কিনেছিলাম জ্বালানির জন্যে,তার দাম নিতেও এল না।এই সময় আমাদের গ্রামে আমাদের এক তরুণ প্রতিবেশী টাইফয়েড জ্বরে পড়ল। তার চাষবাস আছে, বাজারে ছোটো একখানা ফলের দোকান আছে, স্ত্রী ও পাঁচটি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে আছে। রোগ দিন দিন বেড়ে ক্রমে বাঁকা পথ ধরল। আমরা পাড়ার সবাই রাত জেগে দেখাশুনো করি, দু তিনটি ছোকরা আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী দূরের থেকে কখনো ওষুধ, কখনো ডাক্তার, কখনো ফল, কখনো বরফ আনতে দিনে রাতে চার পাঁচবার ছুটোছুটি করে। তরুণী স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে গুলির মুখেরদিকে চেয়ে গ্রামের লোকেরা কোনো কষ্টকেই কষ্ট বলে গ্রহণ করে না।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। চব্বিশ দিন জ্বরভোগের পর রোগী মারা গেল। গ্রামের মেয়েরা চার পাঁচ দিন ধরে ব্যস্ত রইল সদ্য বিধবা মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিতে। পুরুষেরা ব্যবস্থা করতে লাগলেন ওদের বিষয়-আশয় কী হবে, চাষবাসের কী বন্দোবস্ত করা যায়।

কান্নাকাটির গোলমালে দিন দশ বারো কেটে গেলে একদিন সন্ধ্যাবেলায় একটা দৃশ্য দেখলুম, যা আমার কাছে এত ভালো লাগল যে শুধুই যেন সেই ঘটনাটার কথা বলতেই এ গল্পের অবতারণা। বেলা আর নেই, ছিপগুলি নিয়ে পুকুর থেকে ফিরচি মাছ ধরে, ওদেরই বাড়ির পাশ দিয়ে। দেখি যে সেই কাঠ বিক্রি বুড়ো মুসলমান ওদের উঠোনে বসে তরুণী বিধবাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। রাস্তার ধারেই ওদের রান্নাঘরের ছেঁচতলা, প্রতিবেশীর স্ত্রীটি বসে কী কাজ করচে রান্নাঘরের দাওয়ায় আর বুড়ো বসে আছে ছেঁচতলায়। শুনলাম ও বলচে, ‘‘সব দিকই দেখুন মা ঠাকরোন, বেঁচে চেরকাল কেউ থাকে না। তিনি অল্প বয়সে গিয়েচেন এই হল আসল কষ্ট। তা আপনার বাচ্চাকাচ্চাদের মুখির দিকে চেয়ে আপনি কোমর বাঁধুন। নইলি আজ আপনি অস্থির হলি, ওরা কোথায় দাঁড়াবে মা ঠাকরোন? চোকির জল আর ফ্যালবেন না, আপনার চোকি জল দেখলি বুক ফেটে যায়।’’ আমি ততক্ষনে দাঁড়িয়ে গিয়েচি। দেখি যে বুড়ো মুসলমান ময়লা গামছার খুঁটে নিজের চোখের জল মুছে ফেলচে।এর চেয়ে কোনো অপূর্বতর দৃশ্যের কল্পনা আমি করতে পারিনে। সেই সন্ধ্যায় একটি অতি মধুর গীতি কাব্যের মতো মনে হল এর উদার আবেদন।

শব্দার্থ : বিক্রি - বেচা, পরামর্শ - উপদেশ, সম্পদ - মূল্যবান জিনিস, ছায়া-রোদথেকে বাঁচার আশ্রয়, নষ্টকরা - ধ্বংস করা, দোলাতে - নাড়াতে/দোল খাওয়ানো, সেলাম - অভিবাদন। নমস্কার বাবু - ভদ্রলোক/সম্মানসূচক সম্বোধন, বিলিতি - বিদেশি (ইংরেজি) কড়কড়া - নতুন ও শক্ত (টাকার ক্ষেত্রে), দরকষাকষি-দাম নিয়ে আলোচনা, রাজি- সম্মত।

পাঠন পরামর্শ : এই গল্পের মূল বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন। ব্যাকরণের অংশগুলি যেমন বিশেষণ ও ক্রিয়ার প্রকার ভেদ উদাহরণ সহ বুঝিয়ে বলবেন। বিশেষ্য ও সর্বনাম চিনতে সাহায্য করবেন। গাছপালার উপকারীতা বিষয়ে বলবেন। গাছ বেড়ে ওঠার পর্যবেক্ষনের কাজে সহায়তা করবেন। গল্পে প্রদত্ত আঞ্চলিক ভাষার রস উপলব্ধি করাবেন।

পাঠ থেকে

এসো এখন আমরা এই পাঠের উপরে বিস্তৃত আলোচনা করি, যা নিম্নলিখিত কার্যকলাপে তোমাদের সাহায্য করবে।

আমি যা বুঝলাম

নীচে দেওয়া প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর কোনটি? তার পাশে তারা (*) চিহ্ন দাও

(ক) কে বাঁশের তিকড়িতে হাঁড়িকুড়ি রাখে?

- লেখক
- বৃদ্ধ মুসলমান
- বৃদ্ধ মহিলা
- গাঁয়ের ছোট ছোট বালকেরা।

(খ) গল্প কথক যা পছন্দ করছেন না - তা কী?

- পুকুর বোজানো।
- গাছ বিক্রি করা।
- খেলার মাঠ নোংরা করা।
- জমি বিক্রি করা।

এখন তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করো এবং কারণ লেখো,তুমি কেন এই উত্তরগুলো বেছে নিয়েছ।

পঙ্‌ক্তি নিয়ে আলোচনা

পাঠ থেকে বেছে নেওয়া পঙ্‌ক্তি নীচে দেওয়া হয়েছে। মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং এগুলো নিয়ে ভাবো। এর অর্থ তুমি কী বুঝেছ? নিজের মতামত দলে আলোচনা করে নাও এবং লেখার খাতায় লেখো।

- আমি ততক্ষণে দাঁড়িয়ে গিয়েছি। দেখি যে বুড়ো মুসলমান ময়লা গামছার খুঁটে নিজের চোখের জল মুছে ফেলছে।

নিম্নলিখিত লিঙ্গ পরিবর্তন গুলি পাঠ থেকে খুঁজে লেখো ।

ক) বুড়ি .... খ) মুসলমানী ....

গ) তরুণ .... ঘ) স্বামী ....

ঙ) মেয়ে ....

বিশেষণ : যেপদ অন্য কোন পদের গুণ, দোষ, অবস্থা, প্রকার, পরিমান ভাব ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাহাকে বলা হয় বিশেষণ।

যেমন- ভালো ছেলে, খারাপ কাজ, মেঘলা দিন।

বিশেষণ পদকে পাঁচটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

১) নাম বিশেষণ	২) বিশেষণের বিশেষণ
৩) ক্রিয়া বিশেষণ	৪) ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ
৫) অব্যয়ের বিশেষণ	

ক্রিয়া : যে পদ দ্বারা কোনো কিছু করা বা হওয়া বোঝায় তাকে ক্রিয়া বা ক্রিয়াপদ বলে।

যেমন- লেখা, পড়া, খাওয়া ইত্যাদি।

ক্রিয়ার ভাগ- ক্রিয়াকে প্রধান নয়টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. ক্রিয়াবাচক ক্রিয়া	২. ভাববাচক ক্রিয়া
৩. অব্যয়বাচক ক্রিয়া/অবস্থাবাচক ক্রিয়া	৪. সাকার ক্রিয়া
৫. নিরাকার ক্রিয়া	৬. সকর্মক ক্রিয়া
৭. অকর্মক ক্রিয়া	৮. পরবর্তী ক্রিয়া
৯. সাহায্যকারী ক্রিয়া	

নিম্নলিখিত পদগুলি থেকে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদ পৃথক করে লেখো।

আমি, আনারস, রাম, হিমালয়, ছাত্রবৃন্দ, তুই, ওকে, এটা, কি, কে, গরু, ছাগল।

বিশেষ্য	সর্বনাম

শ্লেষ :

এক বাক্যের একাধিক অর্থ হলে শ্লেষ অলংকার হয়।

যেমন - কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর, যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।

ঈশ্বর- ভগবান অথবা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

প্রভায়- আলোতে অথবা প্রতিভায়।

প্রভাকর- সূর্য অথবা পত্রিকা।

চিন্তা- ভাবনার জন্য

পাঠটি আবার পড়ো, খুঁজে দেখো এবং লেখো।

- কার উপর লেখকের বিতৃষ্ণা জন্মে এবং কেন?

লেখা সম্পর্কে

- লেখাটিতে লেখক একের পর এক ভাবকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। 'লেখক প্রদত্ত গল্পে একজন কাঠ বিক্রি বৃদ্ধের গাছপালা ধ্বংস করার নির্মমতা যেমন দেখিয়েছেন তেমনি তারই পাশাপাশি সে বৃদ্ধের একটি গভীর মানবিক মুখের ছবিও ফুটিয়ে তুলেছেন।'

- যেমন- লেখক 'কাঠ বিক্রেতা'র কথা বলেছেন, তেমনই তুমি তোমার আশপাশের জিনিস দেখো এবং যেকোনো একটি বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন লেখো ¯ যেমন- 'সবজি বিক্রেতা', এটি শ্রেণী কক্ষে সবার সঙ্গে আলোচনা করে নাও।

অনুমান বা কল্পনা থেকে

গাছপালা সম্পর্কে লেখকের আগ্রহ কীভাবে জাগ্রত হয়েছে? তা আলোচনা করে লেখো :-

....

....

....

....

ফ্লো চার্ট - বীজ থেকে গাছ পর্যন্ত যাত্রার রেখাচিত্র (ফ্লো চার্ট) সম্পূর্ণ করো :-

ফ্লো চার্ট

পর্যবেক্ষণ কাজ

- একটি টব বা পাত্রে মাটি ভরে তাতে সরষে বা ছোলা জাতীয় ৪-৫ টি বীজ বপন করো। হালকা করে জল ছিটিয়ে দাও।
- ৩-৪ দিন ধরে অল্প অল্প জল দাও।
- এবার এতে হওয়া পরিবর্তন লেখার খাতায় লেখো।
- ইঙ্গিত-
- এক দিনে গাছ কতটা বড় হচ্ছে, কতগুলো পাতা বেরোচ্ছে, আলো কোন্ দিক থেকে আসছে, গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে কি না ইত্যাদি লক্ষ্য করো।

শব্দের রূপ

নীচে 'মাটি' সম্পর্কিত কিছু শব্দ দেওয়া হয়েছে, যা তার বৈশিষ্ট্য বোঝায়। এখন তুমি গাছ, নদী, সূর্য ইত্যাদি শব্দের বৈশিষ্ট্য বোঝায় এমন শব্দের ছক তৈরি করো।

মাটি- কাদা, ধুলো, পলি ইত্যাদি।

পাঠের পর - আমার প্রিয়

নীচে দেওয়া ছক প্রত্যেকটির জন্য তোমার পছন্দের তিনটি করে নাম লেখো।

ফল	পাখি	গাছ	বই	খেলা

অনুসন্ধানের জন্য

ইন্টারনেটের সাহায্যে তুমি মহান বিজ্ঞানী স্যার জগদীশচন্দ্র বসু সম্পর্কে আরও জানতে ও বুঝতে পারো।

'পরিবেশ দিবস' উপলক্ষে স্লোগান তৈরি করো এবং তোমাদের বিদ্যালয়ে উদ্‌যাপিত 'পরিবেশ দিবস' উপলক্ষে তোমার মতামত প্রকাশ করো।

....

....

....

শুধু পড়ার জন্য

প্রকৃতি

গ্রামের পথে সূর্য ওঠে,
পাখির কূজন বাজে,
নরম বাতাস গাল ছুঁয়ে
মিষ্টি সুরে সাজে,
মাটির ঘ্রাণে মন ভরে,
চোখে শান্তির ছোঁয়া
প্রকৃতির কোলে মেলে
জীবনের মায়াময় দোয়া।

শব্দার্থ : ধরণী - পৃথিবী, কাকলি - পাখির ডাক, আশাতিরিক্ত - আশার চেয়েও বেশি, বাঁশের তিকড়ি - বাঁশের তৈরি একপ্রকার খাঁচা, এগুলি গোল তিনকোনা বা চারকোনা হয়, অপরাহ্ণে - বিকেলে, সাবড়ালে - শেষ করে দিল, কাছারি - অফিস আদালতের কাজের জায়গা, কনটোল- 'কনট্রোল' কথাটি আঞ্চলিক গ্রাম্য উচ্চারণে 'কনটোল' হয়েছে- এর অর্থ রেশনের দোকান, বন্দোবস্ত - ব্যবস্থা করা, সান্ত্বনা-আশ্বাস দেওয়া।

৩. তিন বন্ধু

পরিতোষ সরকার

লেখক পরিচিতি

লেখক পরিতোষ সরকারের জন্ম ১৯৬৫ সালের ৬ ই জানুয়ারী সোনাপুর, বালিয়াকান্দি, ঢাকা, বাংলাদেশ। পিতার নাম বিশ্বনাথ সরকার, মাতা নির্মলা রানী সরকার-তিনি শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত এবং বর্তমানে নাজনীন স্কুল এণ্ড কলেজের সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন।তিনি রাজবাড়ী বাংলাদেশের বাসিন্দা, তাঁর লেখা 'আমার দাদা পবিত্র সরকার' (প্রবন্ধ) একটি উল্লেখ যোগ্য বই, তিনি ছোটদের জন্য বহু পুস্তক রচনা করেছেন, তার মধ্যে ছোটদের জাতক কাহিনী অন্যতম।

এক হরিণ সরোবরের ধারে জঙ্গলে বাস করত। সেই সরোবরের পাড়ে একটি উঁচু গাছ। সেই গাছের মাথায় এক বক থাকত। আর সরোবরের জলে থাকত একটি কচ্ছপ। এই তিনজনের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব ছিল। একে অন্যের সুখে দুঃখে আপদে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ত। গভীর বন্ধুত্ব যাকে বলে। হঠাৎ একদিন এক ব্যাধ বনের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে সরোবরের কাছে এল। সেখানে সে হরিণের পায়ের চিহ্ন দেখতে পেল। পায়ের চিহ্ন দেখে মনে মনে খুশি হল। সরোবরের পাড়ে যেখানে হরিণের পায়ের দাগ দেখেছিল সেখানে ফাঁদ পেতে রাখল। চামড়ার তৈরি লোহার মত শক্ত সে ফাঁদ। শিকারি বনের সীমানায় বাড়ি ফিরে গেল। হরিণটি ভোর রাতে জল খেতে এল। সরোবরের জল খেতে এসেই

পাঠন পরামর্শ : লেখকের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। পাঠের প্রথম অনুচ্ছেদ উচ্চস্বরে পড়ে শোনাবেন। শিক্ষার্থীদেরও এক এক করে পড়তে বলবেন। কঠিন শব্দের বানান ও অর্থ স্পষ্ট করে দেবেন। প্রত্যেক অনুচ্ছেদের সারমর্ম বলতে বলবেন।

ফাঁদে আটকে গেল। শক্ত ফাঁদে পড়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। চিৎকারের শব্দ শুনেই গাছ থেকে বক ছুটে এল। সরোবরের জল থেকে কচ্ছপ চলে এল।

বন্ধুর এই বিপদ দেখে খুবই চিন্তিত হল। মন খারাপ হল। কিন্তু বন্ধুকে উদ্ধার করতে হবে। বক কচ্ছপের সঙ্গে পরামর্শ করে বলল বন্ধু তোমার তো দাঁত আছে। তুমি দাঁত দিয়ে এই ফাঁদের দড়িগুলি কেটে ফেল। আমি শিকারির বাড়ি যাই। সে যাতে এখানে আসতে না পারে তার ব্যবস্থা করি। আমাদের দুজনের যা শক্তি রয়েছে তা দিয়ে একটা উপায় বের হবে। বন্ধুরও প্রাণ বাঁচাতে পারব। বকের কথামত কচ্ছপ হরিণের কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দিল। তারপর ফাঁদের চামড়ার দড়িগুলি কাটতে শুরু করল। বক এদিকে সেই ব্যাধের বাড়ি উড়ে গেল।

ব্যাধ ভোরেই শিকারের আশায় অস্ত্র নিয়ে বাড়ি থেকে বের হল। কিন্তু যখন সে সামনের দরজা দিয়ে বের হতে যাবে অমনি বক তার ঠোঁট আর পাখা দিয়ে শিকারির মুখে আঘাত করল। শিকারির মনে হল কোনও অলুক্ষণে পাখি তার মুখে আঘাত করছে। তখন সে একটু ভয় পেল। তারপর ঘরে ছোটদের জাতক কাহিনী নিয়ে শুয়ে রইল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে অস্ত্র নিয়ে বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি হল। বক মনে মনে ভাবল, ব্যাধ প্রথম বার সামনের দরজা দিয়ে বের হয়েছিল। এবার নিশ্চয় পেছনের দরজা দিয়ে বের হবে। এ ভেবে বক পেছনের দরজার কাছেই অপেক্ষা করতে লাগল। ব্যাধও ভেবে দেখল প্রথমবার সামনের দরজা দিয়ে বের হওয়ার সময় অপয়া পাখিটা বাধা দিয়েছে। এবার পেছনের দরজা দিয়েই বেরিয়ে যাব। কিন্তু শিকারি যেই পেছনের দরজা দিয়ে বের হতে যাবে, অমনি বক চিৎকার করে পাখা আর ঠোঁট দিয়ে তার মুখে আঘাত করল। এবারও শিকারি ভাবল অপয়া পাখিটা দেখছি আমাকে ঘর থেকে বের হতে দেবে না। সে পুনরায় ঘরে ফিরে গেল। শুয়ে পড়ল আবার। তখনও সূর্য ওঠেনি। ভোরের আলো ফুটতে দেরি আছে। সূর্য ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ভাবল।

এই সুযোগে বক দ্রুত উড়ে গিয়ে হরিণকে খবর দিল। ব্যাধ আসছে এখবর কচ্ছপও জানল। এর মধ্যে একটা মাত্র দড়ি ছাড়া বাদবাকি দড়ি কচ্ছপ দাঁত দিয়ে কেটে ফেলেছে। ফাঁদের দড়ি কাটতে কাটতে কচ্ছপের দাঁতে খুব ব্যথা শুরু হল। তার মনে হল দাঁতগুলি সব পড়ে যাবে। কচ্ছপের মুখ রক্তে লাল হয়ে গেল।

সূর্য আকাশে দেখা গেল। হরিণ দেখল দূরে ব্যাধ অস্ত্র হাতে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসছে তার দিকে। হরিণ তখন শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দড়িটা ছিঁড়ে বনের দিকে পালিয়ে গেল। বক উড়ে গিয়ে গাছের আগায় বসল। কিন্তু কচ্ছপ তখন এমনি কাহিল হয়ে পড়েছিল যে চলার শক্তি

ছিল না। সেখানেই পড়ে থাকল। ব্যাধ এসে দেখল হরিণ ফাঁদ ছিড়ে পালিয়েছে। শিকার ফসকে যাওয়ায় হতাশ হল। কিন্তু সামনেই কচ্ছপকে দেখে তাকে তুলে নিল। ব্যাগের মধ্যে ভরে একটা গাছের গুড়িতে বেঁধে রাখল। হরিণ পেছনে তাকিয়ে বুঝতে পারল কচ্ছপ ধরা পড়েছে। এবার কচ্ছপের সামনে বিপদ। যে করেই হোক বন্ধুকে বাঁচাতে হবে। হরিণ প্রতিজ্ঞা করল। হরিণ তখন একটা ফন্দি করল। সে এমন ভাব দেখাল যেন সে খুবই দুর্বল। কাহিল হয়ে পড়েছে। এই ভান করে এগিয়ে এল যাতে ব্যাধের চোখে পড়ে। ব্যাধ হরিণকে দেখে আর লোভ সামলাতে পারল না সে ভাবল হরিণটা অত্যন্ত দুর্বল মনে হচ্ছে। একে সহজেই মারা যাবে। এই আশায় ব্যাধ হরিণের পেছন পেছন ধাওয়া করল। হরিণ এমনভাবে চলতে লাগল যেন শিকারির কাছেও না, আবার দূরেও না। এভাবে শিকারিকে বনের দিকে নিয়ে গেল। দেখল অনেকটা দূরে চলে এসেছে। এবার সে শিকারির চোখে ধুলো দিয়ে অন্য পথ ধরল। দূরন্ত গতিতে যেখানে কচ্ছপকে বেঁধে রেখেছিল সেই গাছের গুড়ির কাছে এল। শিং দিয়ে ব্যাগটাকে তুলে মাটিতে ফেলল। তারপর ব্যাগটাকে ছিঁড়ে কচ্ছপটাকে বার করল। এ দেখে বকও গাছ থেকে নামল। হরিণ তখন বক আর কচ্ছপকে উদ্দেশ্যে করে বলল তোমাদের জন্যই আমার প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। তোমরা সাহায্য না করলে ব্যাধের হাতে আমার আজ মৃত্যু হত। আমার জীবন বাঁচিয়ে তোমরা দুজন প্রকৃত বন্ধুরই কাজ করেছ। ব্যাধ কিন্তু এখনই এসে পড়বে। সুতরাং বন্ধু বক, তুমি এক্ষুনি তোমার পরিবার সন্তানদের নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাও। ভাই কচ্ছপ, তুমিও গিয়ে সরোবরের জলে লুকিয়ে পড়। পরে আবার দেখা হবে। বক এবং কচ্ছপ হরিণের পরামর্শ মতো তাই করল। কিছুক্ষণ পরই ব্যাধ সেখানে এসে পৌঁছোয়। এসে দেখে সেখানে কেউ নেই। কেবল ছেঁড়া ব্যাগটা পড়ে রয়েছে। ছেঁড়া ব্যাগটা তুলে মনের দুঃখে বাড়ির পথে পা বাড়াল। তারপর থেকে হরিণ বক আর কচ্ছপ এই তিনবন্ধু নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক রেখে মনের আনন্দে বাস করতে লাগল। (কুরঙ্গ মৃগ জাতক)

শব্দার্থ : সরোবর - পুকুর/জলাশয়, কচ্ছপ - জলজ প্রাণী (কাঁকড়া নয়, খোলসযুক্ত ধীর প্রাণী), বন্ধুত্ব-বন্ধুর সম্পর্ক, শিকারি - যে পশু-পাখি ধরে বা মারে, ফাঁদ-ধরার জন্য পাতা জাল বা কৌশল, চিৎকার-জোরে ডাকা/ আর্তনাদ, কৌশল- বুদ্ধি করে কাজ করার উপায়, পরামর্শ-উপদেশ, ব্যবস্থা করা-আয়োজন করা, শান্তি-স্বস্তি/নিশ্চিন্ত অবস্থা, অজ্ঞান হওয়া-জ্ঞান হারানো, পেছনের দরজা-বাড়ির পিছনের পথ।

পাঠন পরামর্শ : এটি একটি জাতকের গল্প, তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন। জাতক গল্পের উপর বিশেষ চর্চা করবেন। শব্দ ভাণ্ডারের উপর জোর দেবেন। জাতক কাহিনীর অন্যান্য গল্প শোনাবেন।

পাঠ থেকে

এসো এখন আমরা এই পাঠের উপরে বিস্তৃত আলোচনা করি। যা নিম্নলিখিত কার্যকলাপে তোমাদের সাহায্য করবে।

আমি যা বুঝলাম

নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলির সঠিক উত্তরের সামনে (✓) বানাও।

১. সরোবরের ধারে জঙ্গলে বাস করত যে হরিণটি তার কাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল?

- ময়ূর এবং মাছের সঙ্গে ☐
- সারস এবং কুমীরের সঙ্গে ☐
- বক এবং কচ্ছপের সঙ্গে ☐

২. ব্যাধ হরিণকে ধরবার জন্য যে ফাঁদ পেতেছিল সেটি কিসের তৈরি ছিল?

- সুতোর তৈরি ☐
- চামড়ার তৈরি ☐
- তারের তৈরি ☐

শীর্ষক

(ক) দলগত চর্চা করে বলো যে লেখক কেন এই পাঠটির নাম 'তিন বন্ধু' রেখেছেন? উত্তরের কারণটিও লেখো।

(খ) এই কাহিনীর অন্য নাম দিতে হলে তুমি কোন নাম দেবে? এবং এই নাম কেন ভেবেছো বলো।

(গ) ব্যাধের হাত থেকে জীবন বাঁচাতে হরিণ বক ও কচ্ছপকে কি পরামর্শ দিল?

পঙ্‌ক্তি বিশ্লেষণ

পাঠ থেকে কিছু বাক্য নীচে দেওয়া হল, বাক্যগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়ো, বোঝো এবং বিশ্লেষণ করো।

- শক্ত ফাঁদে পড়ে যন্ত্রনায় চিৎকার করে উঠল।
- শিকারির মনে হল কোনও অলুক্ষণে পাখি তার মুখে আঘাত করছে।
- তোমরা সাহায্য না করলে ব্যাধের হাতে আজ আমার মৃত্যু হতো।
- বিবেচনা করবার জন্য

পাঠটি পুনরায় পাঠ করো এবং নিম্নলিখিত লাইন গুলির বিষয়ে জেনে লেখো।

(অ) এখানে দুজন বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে?

(আ) কে কার জীবন বাঁচিয়েছে?

দিনচর্চা। দৈনন্দিন রুটিন

(অ) পাঠটি পড়ে এবং কিছু তোমার কল্পনার সাহায্য নিয়ে শিকারীর দিনচর্চা লেখো।
(আ) তুমি তোমার দিনচর্চাও লেখো।
(ই) দরিদ্র কৃষক - রাজহাঁস - সোনার ডিম - এই - সংকেতের সাহায্যে ত্রকটি গল্প লেখো।

প্রবন্ধ রচনা

(ক) এই পাঠটিতে তোমার কোন কোন কথা ভালো লেগেছে? নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।
(খ) এই গল্পের সংলাপ সম্পর্কে তোমার মতামত লেখো।

বাক্য গঠন

নিম্নলিখিত শব্দগুলির সাহায্যে বাক্য গঠন করো।

১ সরোবর – ....
২. চিৎকার – ....
৩. শিকারি – ....
৪. অপয়া – ....
৫. প্রতিজ্ঞা – ....

ব্যাকরণ

শুদ্ধ বানান

নিম্নলিখিত শব্দগুলির বানান শুদ্ধ করে লেখো

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
দিন দরিদ্র	
কালীদাস	
প্রতিযোগীতা	
পরিক্ষা	
কৌতুহল	

উপযোজিত লেখন

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে পাঁচটি প্রশ্ন তৈরী করো যার উত্তর অনুচ্ছেদে পাওয়া যাবে।

- ছাত্রদের নিজস্ব কিছু কর্তব্য আছে। নিজেদের প্রতি ছাত্রদের যেমন কর্তব্য আছে তেমনি পিতা মাতা, আত্মীয়পরিজনের প্রতি, দেশের প্রতি এবং সামগ্রিকভাবে মানবতার প্রতিও তাদের কর্তব্য আছে। ছাত্রজীবনেই জীবনের বীজ বপনের সময় সুতরাং একজন ছাত্রের উচিত তার দেহ গঠন করা সুঅভ্যাস তৈরী করা এবং শিষ্ট ব্যবহার চর্চা করা, জীবনে ভালো এবং বড়ো হওয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথ হল পিতামাতা ও শিক্ষকের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং মনীষীদের জীবনী পাঠ করা।

কী ধরনের বিশেষতা।

এই গল্পে দেওয়া চরিত্রের বিশেষতা পাঠ থেকে খুঁজে লেখো।

ক) তিনবন্ধুর বন্ধুত্ব কেমন ছিল?

খ) চামড়ার তৈরি ফাঁদটি কিসের মতো শক্ত ?

গ) শিকারি পাখিটাকে কি বলে সম্বোধন করেছিল?

ঘ) ব্যাধ অবশেষে কেমন ব্যাগ তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরল?

তুমি উত্তরে যে শব্দ লিখেছো, সে শব্দগুলি কারো বিশেষতা, গুণ বা প্রকৃতি প্রকাশ করতে ব্যবহার করা হয়। এমন শব্দগুলিকে বিশেষণ বলা হয়।

পাঠ থেকে খুঁজে সমার্থক শব্দ লেখো

শব্দ	সমার্থক শব্দ
বিশ্রাম	
সূর্য	
ব্যাধ	
অশ্রু	
সরোবার	
জঙ্গল	

পাঠ ব্যতিরিক্ত

ক) তুমি এবং তোমার প্রিয় বন্ধু জঙ্গলে ঘুরতে গেলে, তোমার বন্ধু বিপদে পড়লে তুমি কি করতে।

মনের অনুভূতি :

খ) পাঠ থেকে বেছে কিছু শব্দ নীচে দেওয়া হলো, বলো গল্পে কে কখন এমন অনুভব করছিল

- যন্ত্রনায় চিৎকার
- মনে মনে খুশি
- দাঁতে খুব ব্যাথা
- মনের দুঃখে

গ) তুমি উপরোক্ত অনুভূতি গুলি কখন কখন অনুভব করো, লেখো।

কৃতি : তোমাদের বিদ্যালয়ে যে পত্রিকা আসে তা পড়ো এবং কোনো এক ঘটনার সম্বন্ধে দলগতভাবে আলোচনা করো এবং তোমার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করো।

৪. পালোয়ান

সুকুমার রায়

কবি পরিচিতি

সুকুমার রায় (জন্ম ৩০ অক্টোবর ১৮৮৭ - মৃত্যু ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৩) ছিলেন একজন বাঙালি জনপ্রিয় শিশু সাহিত্যিক ও ভারতীয় সাহিত্যে 'ননসেন্স ছড়া'র প্রবর্তক। তিনি একাধারে লেখক, ছড়াকার, রম্য রচনাকার, প্রাবন্ধিক, শিশু সাহিত্যিক, নাট্যকার ও সম্পাদক। তাঁর লেখা কবিতার বই - 'আবোল তাবোল', গল্প- 'হ য ব র ল', গল্প সংকলন- 'পাগলা দাশু' এবং নাটক 'চলচ্চিত্তচঞ্চরী'। বিশ্ব সাহিত্যে সর্ব যুগের সেরা 'ননসেন্স' ধরনের ব্যাঙ্গাত্মক শিশু সাহিত্যের অন্যতম বলে মনে করা হয়।

খেলার ছলে ষষ্ঠিচরণ হাতি লোফেন যখন-তখন,
দেহের ওজন উনিশটি মণ, শক্ত যেন লোহার গঠন।
একদিন এক গুণ্ডা তাকে, বাঁশ লাগিয়ে মারলো বেগে-
ভাঙলো সে বাঁশ শোলার মতো, মট্ ক'রে তাঁর কনুই লেগে।
এই তো সেদিন রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে দৈববশে,
উপর থেকে প্রকাণ্ড ইঁট পড়ল তাহার মাথায় খ'সে।
মুণ্ডুতে তার যেম্‌নি ঠোকা অম্‌নি সে ইট এক নিমেষে
গুড়িয়ে হ'ল ধুলোর মতো, ষষ্ঠি চলে মুচকি হেসে।
ষষ্ঠী যখন ধমক হাঁকে কাঁপতে থাকে দালান বাড়ি,
ফুঁয়ের জোরে পথের মোড়ে উল্টে পড়ে গরুর গাড়ি।
ধুম্‌সো কাঠের তক্তা ছেঁড়ে মোচড় মেরে মুহূর্তেকে,
একশো জালা জল ঢালে রোজ স্নানের সময় পুকুর থেকে।
সকাল বেলায় জলপানি তার তিনটি ধামা পেস্তা মেওয়া,
সঙ্গে তারি চৌদ্দ হাঁড়ি দই কি মালাই মুড়কি দেওয়া।
দুপুর হ'লে খাবার আসে কাতার দিয়ে ডেক্‌চি ভ'রে,
বরফ দেওয়া উনিশ কুঁজো সরবতে তার তৃষ্ণা হরে।
বিকাল বেলা খায় না কিছু গণ্ডা দশেক মণ্ডা ছাড়া,
সন্ধ্যা হ'লে লাগায় তেড়ে দিস্তা দিস্তা লুচির তাড়া।
রাত্রে সে তার হাতপা টেপায়, দশটি চেলা মজুত থাকে,
দুম্‌দুমাদুম্ সবাই মিলে মুগুর দিয়ে পেটায় তাকে।
বল্‌লে বেশি ভাববে শেষে এসব কথা বানিয়ে বলা
দেখবে যদি আপন চোখে, যাও না কেন বেনিয়াটোলা।

শব্দার্থ : রঙচঙে-আকর্ষণীয়/বাহারি, শক্ত-মজবুত, লোহার গঠন-খুব দৃঢ় শরীর, দেবদেবী-ঈশ্বর, প্রকাণ্ড - খুব বড়, মুহূর্তে- সঙ্গে সঙ্গে, অচেতন-জ্ঞানহীন, জালা- জল রাখার জন্য মাটির বড়ো পাত্র, তৃষ্ণা-পিপাসা, লাঠি-কাঠের দণ্ড।

পাঠন পরামর্শ : কবিতাটি তাল, লয় ও অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে পড়ে শোনাবেন যাতে শিক্ষার্থীরা কবিতায় নিহিত হাস্যরস উপলব্ধি করতে পারে। সমস্ত শিক্ষার্থীদের কবিতাটি আবৃত্তি করার সুযোগ দেবেন। কবিতার অর্থ বিস্তৃত করে লিখতে উৎসাহিত করবেন।

আমি যা বুঝলাম

প্রদত্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর কোনটি? সঠিক উত্তরের সামনে (✓) চিহ্ন দাও-

১) ষষ্ঠীচরণের দেহের ওজন-

বাইশ মণ ☐ উনিশ মণ ☐

চব্বিশ মণ ☐ দু মণ ☐

২) স্নানের সময় জল ঢালে-

পাঁচ জালা ☐ দশ জালা ☐

একশো জালা ☐ দু'শো জালা ☐

৩) ষষ্ঠীচরণ থাকে-

কলুটোলা ☐ নীমতলা ☐

তালতলা ☐ বেনিয়াটোলা ☐

(খ) শব্দঝুড়ি থেকে বিপরীত শব্দ বেছে নিয়ে লেখো-

১. ভাঙা × ....

২. উপর × ....

৩. সন্ধ্যা × ....

৪. আপন × ....

৫. প্রকাণ্ড × ....

গ) মিলেমিশে জোড়া মিলোও

নীচে পাঠ সম্বন্ধিত শব্দগুলির সাথে জোড়া মিলাও

স্তম্ভ - ১	স্তম্ভ - ২
চৌদ্দ হাড়ি	মন্ডা
হাথি লোফে	পেটায় তাকে
গণ্ডা দশেক	দই
মুগুর দিয়ে	যখন তখন
একশো জালা	জল ঢালে

পাঠ থেকে খুঁজে নিম্নলিখিত শব্দগুলির সমার্থক শব্দ লেখো-

১) নাস্তা - ....

২) শুকনো ফল - ....

৩) পিপাসা - ....

৪) কৌশল - ....

নীচে দেওয়া সমোচ্চারিত শব্দের অর্থ লেখো-

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
মন		মণ	
তারা		তাড়া	
জ্বালা		জালা	

চিন্তা ভাবনার জন্য-

ক) ‘পালোয়ান’ কবিতায় ষষ্ঠীচরণ কী কী করে?

খ) পালোয়ান কখন কী খায়?

গ) সন্ধ্যা হলে ষষ্ঠীচরন কী করে?

ঘ) ষষ্ঠীচরণ রোজ স্নানের সময় কী করত?

অলংকার নির্ণয় করে লেখো :

ক) শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ। ....

খ) আমার পুত্রবধুই আমার মেয়ে। ....

গ) ডাক দিলে তবে ডাক পাব। ....

ঘ) চাঁদ উঠতেই উঠল হাসি। ....

ত) বাঁশ বনে বাজে বাঁশির সুর। ....

থ) মেঘ মৃদু মৃদু মাখে মন। ....

নিম্নলিখিত শব্দগুলি বর্ণানুক্রমিক অনুসারে সাজিয়ে লেখো।

বাঁশ, লোহা, পাথর, লুচি

....

কৃতি :-

ক) গনতন্ত্র দিনের যে কোন চারটি স্লোগান তৈরি করো।

১. ....

২. ....

৩. ....

৪. ....

খ) পালোয়ান হতে গেলে অনেক পরিমানে ভালো খাবার খেতে হয়- এ বিষয়ে তোমার অভিমত লেখো।

অর্থ অনুযায়ী বাক্যের প্রকার :

ক) সারাটা বছর তাকে পদ্মার মাছের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে।

খ) সব সময় সত্য কথা বলবো।

গ) তোমার বাড়ী কোথায়?

ঘ) মা আমায় মানুষ করো।

ঙ) তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার!

উপরোক্ত বাক্য গুলি ক্রমশ : নির্দেশক, অনুজ্ঞাপক, প্রশ্নবোধক ইচ্ছাবোধক ও উচ্ছ্বাসক বাক্য।

এই উদাহরণগুলির ভিত্তিতে প্রতিটি প্রকারের পাঁচ-পাঁচটি বাক্য লেখো।

প্রকল্প - বিশ্ব বিখ্যাত যে কোনো দশজন খেলোয়াড়ের ছবি সংগ্রহ করো এবং তাঁদের জীবনী লেখো।

৫. ভিটামিন আবিষ্কার

বিশ্বনাথ রায়

লেখক পরিচিতি

লেখক বিশ্বনাথ রায় পেশায় একজন চিকিৎসক। তিনি একজন সাহিত্য প্রেমী, সাহিত্যের সাধনা করে সাহিত্য জগতে সুপরিচিত হয়ে উঠেছেন, বহু উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন। বর্তমানে দেব সাহিত্য কুটির প্রকাশিত নবকল্লোল, শুকতারা পত্রিকায় তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত বহুবিধ উপন্যাস গল্প লিখে পাঠকের মনোরঞ্জন করেছেন। বয়স্কদের সাথে সাথে শিশুদের জন্য তিনি লিখে থাকেন।

ডাক্তার হল্ট এসে বললেন "একটা রোগ আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।"

ডাক্তার এমেট হল্ট শিশু রোগ বিশারদ। তাঁর দরদী মন আছে এবং প্রত্যেক রোগের কারণ বিশ্লেষণে তাঁর অসীম উৎসাহ।

"কি রোগ?" রোগটা কি ঠিক বুঝতে পারছি না। শিশুদের হাড় শক্ত হয় না। নরম হাড় নিয়ে হামাগুড়ি দিতে পারে না, হাঁটতেও পারে না। পঙ্গু হয়ে যায়। চোখের সামনে ভেসে উঠল আমার শিশুকাল। সমস্ত গা ফেটে রক্ত ঝরছে। যন্ত্রণায় ছটফট করছি। মা কেঁদে আকুল, ঠিক আমারই মায়ের মত পঙ্গু শিশুকে কোলে নিয়ে তার মা'ও চোখের জল ফেলছেন। ওই চোখের জল আমাকে মুছিয়ে দিতে হবে। এই আমার কর্তব্য।

"একটা কাজ করবেন ডাক্তার হল্ট? কি?"

"পঙ্গু শিশুদের মলমূত্র আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন? পরীক্ষা করে দেখবো।"

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।"

আমার কথামত ডাক্তার হল্ট পঙ্গু শিশুদের মলমূত্র পাঠিয়ে দিলেন। আমি পরীক্ষা শুরু করে দিলাম। পরীক্ষা করতে করতে দেখলাম, শিশুদের মলে এবং স্বাস্থ্যবান ইঁদুরের লিভারে একই জাতীয় পদার্থ পাচ্ছি। আমার দৃঢ় ধারণা হল, এই পদার্থ শিশুদের শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বলেই ওদের হাড় অত নরম, কি সেই পদার্থ দিনরাত সেই পদার্থ নিয়ে বিশ্লেষণ করতে লাগলাম। মাখন, চর্বি, মাছের তেল থেকেও একই রকমের পদার্থ পেলাম, সমস্ত পদার্থগুলিকেই বিশদভাবে বিশ্লেষণ করলাম। দীর্ঘদিন রিসার্চ করার পর পদার্থটিকে আলাদা করতে সমর্থ হলাম। ডেভিসের (সহকর্মী বন্ধু) মুখে হাসি ফুটল। সে বলল কি নাম দেবে এই পদার্থের। আমি বললাম এই পদার্থটি অত্যন্ত জরুরী অর্থাৎ ভাইটাল। ডেভিস হেসে উত্তর দিল-অ্যামাইন কথার মানেও কিন্তু প্রয়োজনীয়।

বেশ। আমি রফা করে বললাম-তোমার কথাও থাক, আমার কথাও থাক। দুটো কথাকে সন্ধি করে দিই তাহলে কি হবে? ভাইটাল-অ্যামাইন।

পাঠন পরামর্শ : লেখকের পরিচয় বিস্তারিত ভাবে শিক্ষার্থীদের বলবেন। অনুচ্ছেদের প্রথম ভাগ পড়ে শোনাবেন এবং তার সারমর্ম বুঝিয়ে বলবেন। শিক্ষার্থীদের তার সারমর্ম বলার চেষ্টা করতে বলবেন, কঠিন শব্দের অর্থ বুঝিয়ে দেবেন। শিক্ষার্থীদের বাকি অনুচ্ছেদ পড়তে বলবেন এবং তার সারমর্ম বলার চেষ্টা করতে বলবেন।

সন্ধি করতে গেলে উভয় পক্ষের কিছু ছাড়তে হয়। আমার কথার শেষ অক্ষর আর তোমার কথার প্রথম অক্ষর ছেড়ে দাও। -তাহলে ভাইটা মাইন।

-দ্যাটস রাইট। ভাইটামিন।

-ভাইটামিন অথবা ভিটামিন। ডেভিস উত্তর দিল-শুধু ভিটামিন বললে কি সবটা বোঝাবে?

-প্রথম আবিস্কার করেছি, তাই এর নাম 'ভিটামিনএ' থাক। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ই. ভি. ম্যাক্‌কলাম, প্রথম 'ভিটামিনএ' আবিস্কার করেন, এর দু বছর পরে আর একটি ভিটামিন আবিস্কার করেন। তার নাম দেন 'ভিটামিন বি '।

আমেরিকার সরকার প্রথমেই এই ভিটামিন মানুষকে খেতে দিতে ইতস্ততঃ করেন। প্রথমে পশুদের খেতে দেওয়া হয়। পশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষ্য করেই ক্রমশঃ মানুষদেরও খেতে দেন এবং পরবর্তী কালে খাদ্যের মধ্যেও মিশিয়ে দেওয়া হত।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জন হপকিন্সের হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ্ ইনস্টিটিউটের সভ্য হন। এই সময়ে সমস্ত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরা ডাক্তার ম্যাক্‌কলামকে খুবই সহযোগিতা করেন। তাঁরা নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। এই সময়ে ডাক্তার ম্যাক্‌কলাম 'ভিটামিন ডি' তৈরী করে বলেন, 'ভিটামিন ডি' নিশ্চিতভাবে রিকেট রোগ সারিয়ে দেয়, হাড়কে শক্ত করে তোলে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে ম্যাক্‌কলাম হাইজিন ইনস্টিটিউট থেকে অবসর গ্রহণ করলেন, এমন সময় মিঃ প্রাট নামে এক ভদ্রলোক বহু অর্থ এনে বললেন চলুন ডাক্তার ম্যাক্‌কলাম, আমরা একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি। এই প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি আরও অনেক কিছু আবিস্কার করতে পারবেন।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌কলাম প্রাট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হল। হাইজিন ইনস্টিটিউট ম্যাক্‌কলামের কাছে এসে বলল-আপনি ইনস্টিটিউট একেবারে ছেড়ে দেবেন, তা হবে না। আপনাকে যেতে হবে এবং তরুণ বৈজ্ঞানিকদের পথ দেখাতে হবে।

বেশ তাই হবে। ম্যাক্‌কলাম মৃদু হেসে উত্তর দিলেন।

বৃদ্ধের জন্য হাইজিন ইনস্টিটিউটের এক পাশে একটি ল্যাবরেটরী তৈরী হল। তিনি সেখানে রিসার্চ করেন, পড়াশোনা করেন। নবীন বৈজ্ঞানিকদের কোন অসুবিধা হলে তিনি সমাধান করে দেন।

কেউ কোন কারণে বৃদ্ধকে অভিনন্দিত করতে এলে, তিনি ছল ছল নয়নে মৃদু হেসে বলেন-আমাকে নয় আপনি আমার মাকে অভিনন্দন দিন। আমি তাঁরই প্রতিনিধি।

কেউ যদি প্রশ্ন করেন-আপনি কি ধরনের রিসার্চ ভালবাসেন? ম্যাক্‌কলাম বলেন-যে রিসার্চের মধ্যে মানুষের কল্যাণ আছে, তা যে রকমেরই হোক না কেন, আমি শ্রদ্ধা করি। আমি প্রাণপনে সাহায্য করি যাতে সেই বৈজ্ঞানিক আবিস্কার করতে পারেন, যাতে মানুষের মুখে হাসি ফোটে।

শব্দার্থ : রোগ নিবারণ-রোগ দূরকরা, গবেষণা-খোঁজ খবর নিয়ে বিশ্লেষণ করা, উপসর্গ-রোগের লক্ষণ, নির্ণয়-ঠিক করে জানা/সিদ্ধান্তে পৌছানো, পরীক্ষা-যাচাই করা, উৎস-উৎপত্তিস্থল, বিশ্লেষণ-খুঁচিয়ে পরীক্ষা করা, চর্বি-ফ্যাট, রিসার্চ-গবেষণা, আবিস্কার-নতুন কিছু খুঁজে পাওয়া, ইনস্টিটিউট-গবেষনা কেন্দ্র / প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞানী-বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করেন যিনি, প্রতিভা-বিশেষ যোগ্যতা।

পাঠন পরামর্শ : শিক্ষার্থীদের ভিটামিনের বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলবেন। ওদের মনে বিজ্ঞান বিষয়ে রুচি নির্মান করার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ ও আন্তরজালের সাহায্যে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের আবিস্কার নিয়ে আলোচনা করবেন এবং আরও অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে উৎসাহিত করবেন। সারাংশ লেখনের পদ্ধতি বুঝিয়ে সারাংশ লিখিয়ে নেবেন। শিক্ষার্থীদের সব কিছুই মনোযোগ সহকারে শুনতে বলবেন।

পাঠ থেকে

এসো, এখন আমরা এই পাঠটির কার্যকলাপ বুঝে নিই। নিম্নে প্রদত্ত কার্যকলাপ তোমাদের বুঝতে সাহায্য করবে। এসো এই কার্যকলাপ পূর্ণ করি।

আমি যা বুঝলাম

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরের সামনে (✓) চিহ্ন বসাও।

- দিন রাত সেই পদার্থ নিয়ে বিশ্লেষণ করতে লাগলাম। পদার্থটি হল

১) শিশুদের মলমূত্র ☐ ২) ইঁদুরের লিভার ☐

৩) ভিটামিন ☐ ৪) খাদ্য পদার্থ ☐

- ''আমি তারই প্রতিনিধি'' বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক যাঁর প্রতিনিধি।

১) বাবা ☐ ২) মা ☐

৩) দাদা ☐ ৪) কাকা ☐

এসো সবাই মিলে জোড়া লাগাই-

বামদিকের বাক্যাংশের সাথে ডানদিকের সঠিক বাক্যাংশের জোড়া মেলাও-

বাম দিক	ডান দিক
শিশুদের হাড়	দিয়ে বিশ্লেষণ করতে লাগলাম।
ওই চোখের জল	অর্থাৎ ভাইটাল।
দিন রাত সেই পদার্থ	কিছু ছাড়তে হয়।
এই পদার্থটি অত্যন্ত জরুরী	শক্ত হয়না।
সন্ধি করতে গেলে উভয় পক্ষের	আমাকে মুছিয়ে দিতে হবে।

পঙ্‌ক্তি বিশ্লেষণ

নীচে পাঠ থেকে কিছু লাইন দেওয়া হয়েছে, সেগুলির অর্থ বুঝে তোমার মতামত খাতায় লেখো।

১) চোখের জল আমাকে মুছিয়ে দিতে হবে।

২) সন্ধি করতে হলে উভয় পক্ষের কিছু ছাড়তে হয়।

৩) যাতে মানুষের মুখে হাসি ফোটে।

বিপরীত শব্দ খোঁজ

পাঠ থেকে কিছু শব্দ দেওয়া আছে, শব্দগুলির বিপরীত শব্দ লেখো।

শিশু × .... উত্তর × .... মৃদু × ....

সহযোগীতা × .... সমাধান ×..................... শক্ত × ....

ভাবার জন্য

১) ডাক্তার হল্টকে কোন বিষয় ভাবিয়ে তুলেছিল এবং কেন? তা পুনরায় একবার পড়ে নিজের ভাষায় উত্তর লেখো।

২) ডাক্তার ম্যাক্‌কলাম কি ধরনের রিসার্চ ভালোবাসতেন তা পাঠ পড়ে উত্তর লেখো।

পাঠ ব্যতিরিক্ত

নিজের কথা-

ক) ডাক্তার ম্যাক্‌কলামের পরিবর্তে যদি তুমি হতে তো কোন ধরনের আবিষ্কার তুমি করতে?

খ) তুমি কোন্ কোন্ ভারতীয় বিজ্ঞানীর নাম জানো, সবচাইতে বেশী কাকে পছন্দ করো এবং কেন?

ডায়রী লেখা শুরু

কোন কোন ব্যক্তি প্রতিদিন কিছু কিছু কথা লেখে। যা চিন্তা করে বা যে ঘটনা দিনে ঘটতে দেখে তা সততার সাথে লেখে তাকে ডাইরী লেখা বলে। তুমি কি তোমার চিন্তাভাবনা এবং ধারনা লিখতে চাও তাহলে শুরু করো।

- লেখার মাধ্যম বেছে নোট বুকে লিখতে হবে।
- প্রতিদিন, কয়েকদিন পর পর যা লিখতে চাও লিখতে পারো।
- শব্দের বা বাক্যের কোন সীমা নেই, তা দুটি বাক্য হোক বা দু-পৃষ্ঠাই হোক। যা মনে চাইবে তা উচিত ও শালীন শব্দে লিখতে হবে।

আজকের ধাঁধা

নীচে কিছু মনোরঞ্জক ধাঁধা দেওয়া আছে তা বুঝে তোমাকে উত্তর খুঁজে লিখতে হবে।

(পেন্সিল, সমুদ্র, পেঁয়াজ, বক)

১) দুধ সাদা, তুলো সাদা আর সাদা কে?
জলে নেমে হেঁটে হেঁটে মাছ খোঁজে যে।

২) তিন অক্ষরের জিনিসটা, কি নাম তার বলনা,
মাথা কাটলে চলে, মাথা না কাটলে চলেনা।

৩) জল জল জল চারিদিকে জল।
তবুও খাওয়ার জন্য নেই এতটুকু জল,
বলো দেখি বলো এ কেমন জল?

৪) শহর থেকে এল সাহেব কোট প্যান্ট পরে,
কোট প্যান্ট খোলার পর চোখ জ্বালা করে।

জানালা থেকে

ভিটামিন আবিষ্কার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারলাম। এখন আমরা গাছের প্রাণ আছে এই বিষয়ে কিছু জানবো।

আন্তরজালের সাহায্যে একটি প্রকল্প তৈরি করো যাতে বোঝা যাবে যে গাছেরও প্রাণ আছে।

গাছের প্রাণ আছে এই সত্যটি ভারতীয় বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রথম প্রমাণ করেন ১৯০১ সালে। ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্র ব্যবহার করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে গাছপালা উদ্দীপনায় সাড়া দিতে পারে যেমন আলো শব্দ ও স্পর্শে, যা প্রমাণ করে তাদের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে।

মূল বিষয়-

- আবিষ্কারক- স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু।
- সাল - ১৯০১ সাল।
- যন্ত্র - ক্রেসকোগ্রাফ (Crescograph)
- কিভাবে প্রমাণ করলেন - ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে গাছের বৃদ্ধি ও বাহ্যিক উদ্দীপনায় তাদের প্রতিক্রিয়া রেকর্ড করে তিনি দেখিয়েছেন যে উদ্ভিদেরও একটি নির্দিষ্ট জীবন চক্র, প্রজনন ব্যবস্থা আছে এবং তারা পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন।
- গুরুত্ব - তাঁর এই আবিষ্কার প্রমাণ করে যে প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে অনেক মিল আছে যা বিজ্ঞানের জগতে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে,
বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা
রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা
মাতেরে কোন তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে,
সকল ধরা হেসে ওঠে -
অঘ্রাণেরই সোনার রোদে, পূর্ণিমারই চন্দ্রে ।

- **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

নিম্নলিখিত লিঙ্গ পরিবর্তনগুলি পাঠ থেকে খুঁজে লেখো।

ক) বাবা .... খ) তরুন ....

গ) ভদ্রমহিলা .... ঘ) নবীনা ....

নিম্নলিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য রচনা করো

ক) দরদী – ....

খ) উৎসাহ – ....

গ) অসীম – ....

ঘ) সহযোগীতা – ....

নীচে দেওয়া ছকের মধ্যে এলোমেলো অক্ষরগুলি দিয়ে উপযুক্ত শব্দ তৈরি কারো।

আ	প্রা	ক	ল	চ	ত	ব
বি	ডে	ট	স	ড়	ক	ন
স্ক	ভি	টা	মি	ন	জি	প
র	স	দ	খ	ই	দূ	র
ছা	তা	র	হা	উ	ঝ	গ

বৃক্ষরোপণ দিবসে 'বৃক্ষের মহত্ব' নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রস্তুত করো।

বিজ্ঞাপন নির্মিতি

জেলা পরিষদ পূর্বমাধ্যমিক বিদ্যালয় সুন্দরনগর পোলিও টিকাকরণ অনুষ্ঠানের জন্য কমপক্ষে ৫০ শব্দের মধ্যে একটি আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন তৈরী করো।

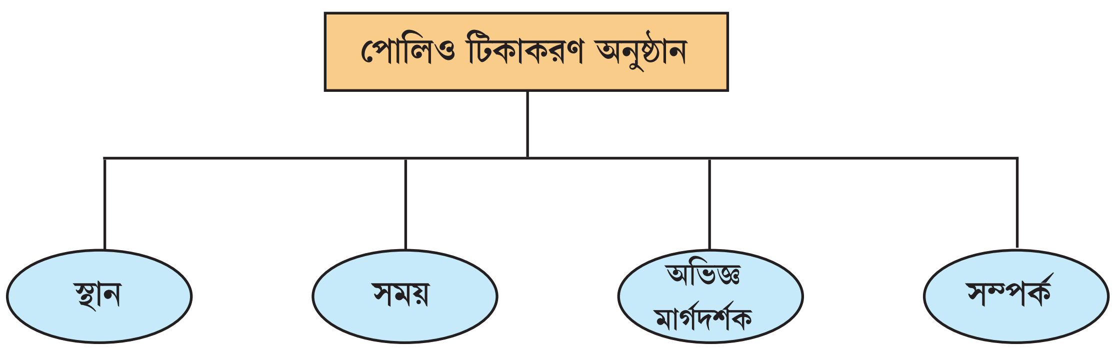

কারণ লেখো।

ক) দিন রাত সেই পদার্থ নিয়ে বিশ্লেষণ করতে লাগলাম।

খ) এই সময়ে ডাক্তার ম্যাক্‌কলাম ভিটামিন ডি তৈরী করেন।

গ) আপনি ইনস্টিটিউট একেবারে ছেড়ে দেবেন তা হবেনা।

কে কাকে বলেছে তা লেখো।

ক) পঙ্গু শিশুদের মলমূত্র আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন পরীক্ষা করে দেখবো।

খ) আপনাকে যেতে হবে এবং তরুণ বৈজ্ঞানিকদের পথ দেখাতে হবে।

গ) অ্যামাইন কথার মানেও কিন্তু প্রয়োজনীয়।

সমার্থক শব্দ

নীচের শব্দগুলির সমার্থক শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে লেখো।

অ) সমব্যাথী .... আ) আগ্রহ ....

ই) মীমাংসা .... ঈ) স্থাপন করা ....

বিপরীত শব্দগুলি পাঠ থেকে খুঁজে লেখা।

ক) অনুৎসাহ × .... খ) সহযোগ × ....

গ) শেষ × .... ঘ) শত্রু × ....

পদ পরিবর্তন করো।

ক) বিশ্লেষণ .... খ) সহযোগ ....

গ) আবিষ্কৃত .... ঘ) দৃঢ়তা ....

একই প্রকার ব্যঞ্জনবর্ণের পুনঃ পুনঃ বিন্যাসকে ''অনুপ্রাস অলংকার'' বলে।

যথা- কাক কালো, কোকিল কালো, কালো কন্যার কেশ।

অভিমতমূলক প্রশ্ন

তোমার নিকটবর্তী কোন হাসপাতাল পরিদর্শন করে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উওর দাও।

ক) রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য শাকসব্জী খাওয়া খুবই জরুরী-এ ব্যাপারে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

খ) খাবারের শুধু পরিমান নয় গুনমানের দিকেও নজর রাখতে হয়-এ সম্বন্ধে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

সত্য অথবা মিথ্যা লেখো।

ক) ডাক্তার এমেট হল্ট চক্ষু বিশারদ। ....

খ) অ্যামাইন কথার মানে প্রয়োজনীয় বস্তু। ....

গ) ডাক্তার ই. ভি ম্যাক্‌কলাম প্রথম ভিটামিন এ অবিস্কার করেন ....

ঘ) ভিটামিন বি রিকেট রোগ সারিয়ে দেয়। ....

ঙ) ১৯৪৮ খৃস্টাব্দে 'ম্যাক্‌কলাম প্রাট ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হয়। ....

অপূর্ণ বাক্য পূর্ণ করো।

ক) রোগটা কি ঠিক ....

খ) চোখের সামনে ভেসে উঠল ....

গ) দিনরাত সেই পদার্থ নিজে ....

ঘ) সন্ধি করতে গেলে ....

ঙ) আমাকে নয় আমার ....

এক বাক্যে উত্তর লেখো

ক) ডাক্তার এমেট হল্ট কোন রোগ বিশারদ ছিলেন?

খ) 'ভিটামিনএ' কারা আবিষ্কার করেন?

গ) 'ভিটামিন ডি' কোন রোগ সারাতে সাহায্য করে?

ঘ) কত খৃষ্টাব্দে 'ম্যাক্‌কলাম প্রাট ইনষ্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হয়?

উ) ম্যাক্‌কলাম কার প্রতিনিধি?

রুগ্নবাহিকা

৬. ভালোবাসাই ধর্ম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)- কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে কবির জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতার নাম সারদা দেবী। অল্প বয়স থেকে কবিতা লিখতে শুরু করেন। অচিরেই তিনি বিরাট কবি হিসাবে পরিচিত হন। বাংলা তথা ভারতের ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। শুধু তাই নয় ইনি বিশ্বকবি নামেও পূজিত হন। ইনি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থখানির জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান অতুলনীয়। ইনি একাধারে কবিতা, গান, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। ইনি স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। ইনি নতুন ধারায় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করার জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইনি বাংলার গৌরব এবং সৌরভ। এই মহাকবি ১৯৪১ খ্রীঃ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

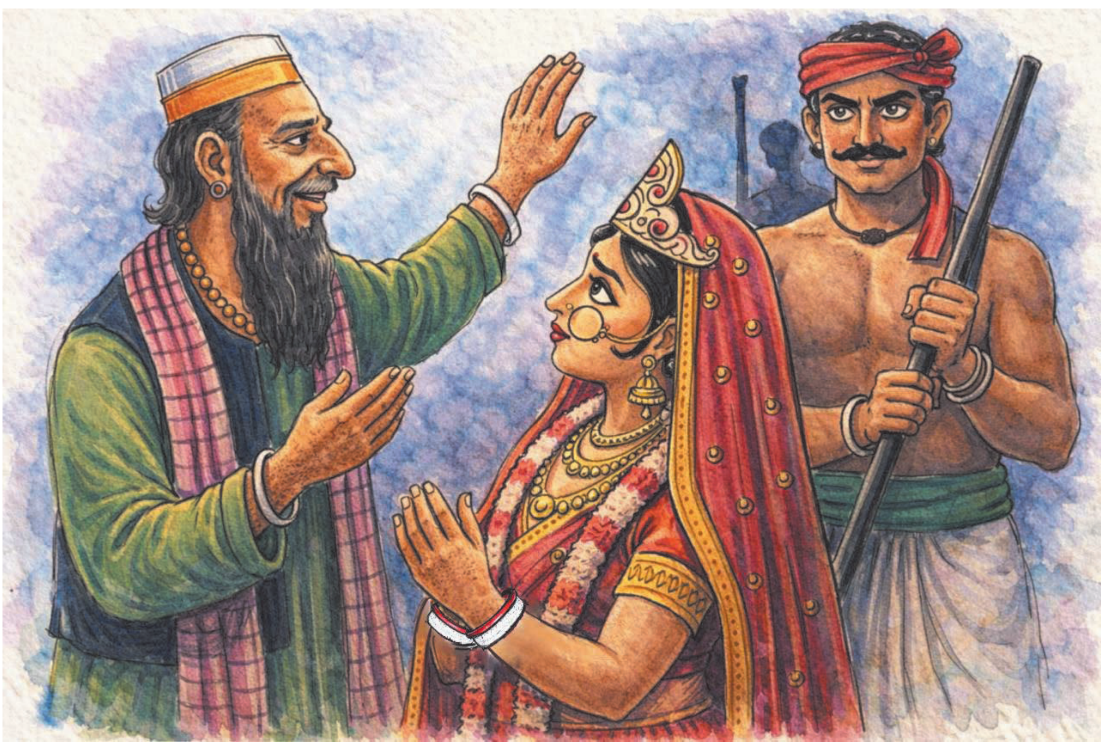

কমলা ছিল মেলা সুন্দরী, তার বাপ গিয়েছিল মারা, সে ও বিদায় নিলেই পরিবার নিশ্চিন্ত হত। কিন্তু তা হল না, তার কাকা বংশী অত্যন্ত স্নেহে অত্যন্ত সতর্কভাবে এতকাল তাকে পালন করে এসেছে। তার কাকি কিন্তু প্রতিবেশিনীদের কাছে প্রায়ই বলত, 'দেখ তো ভাই, মা বাপ ওকে রেখে গেল কেবল আমাদের মাথায় সর্বনাশ চাপিয়ে, কোন সময়ে কী হয় বলা যায় না। আমার এই ছেলেপিলের ঘর, তারই মাঝখানে ও যেন সর্বনাশের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছে, চারিদিক থেকে কেবল দুষ্ট লোকের দৃষ্টি এসে পড়ে। ওই একলা ওকে নিয়ে আমার

পাঠন পরামর্শ : লেখকের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা শিক্ষার্থীদের সামনে করবেন। অনুচ্ছেদ পাঠ করে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের অন্যান্য অনুচ্ছেদ পাঠ করতে বলবেন। পাঠের চরিত্র গুলির আলোচনা করবেন। শব্দার্থ বুঝতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন।

ভরাডুবি হবে কোনদিন, সেই ভয়ে আমার ঘুম হয় না। এতদিন চলে যাচ্ছিল একরকম করে, এখন আবার বিয়ের সম্বন্ধ এল। সেই ধুমধামের মধ্যে আর তো ওকে লুকিয়ে রাখা চলবে না। ওর কাকা বলত, সেইজন্যই আমি এমন ঘরে পাত্র সন্ধান করছি যারা মেয়েকে রক্ষা করতে পারবে। ছেলেটি মোচাখালির পরমানন্দ শেঠের মেজো ছেলে। অনেক টাকার তবিল চেপে বসে আছে, বাপ মলেই তার চিহ্ন পাওয়া যাবে না।

ছেলেটি ছিল বেজায় শৌখিন বাজপাখি উড়িয়ে, জুয়ো খেলে, বুলবুলির লড়াই দিয়ে খুব বুক ঠুকেই টাকা ওড়াবার পথ খোলসা করেছিল। নিজের সম্পদের গর্ব ছিল তার খুব মোটা মোটা ভোজপুরি পালোয়ান ছিল, সব বিখ্যাত লাঠিয়াল। সে বলে বেড়াত, সমস্ত তল্লাটে কোন ভগ্নীপতির পুত্র আছে যে ওর গায়ে হাত দিতে পারে, সন্ধানে মেয়েদের সম্বন্ধে সে ছেলেটি বেশ একটু শৌখিন ছিল, তার এক স্ত্রী আছে, আর একটি নবীন বয়সের সে ফিরছে কমলার রূপের কথা তার কানে উঠলো শেঠ বংশ খুব ধনী, খুব প্রবল। ওকে ঘরে নেবে এই হল তাদের পণ। কমলা কেঁদে বলে, 'কাকামণি, কোথায় আমাকে ভাসিয়ে দিচ্ছ?' তোমাকে রক্ষা করবার শক্তি থাকলে চিরদিন তোমাকে বুকে করে রাখতুম, জানো তো মা বিবাহের সম্বন্ধ যখন হল তখন ছেলেটা খুব বুক ফুলিয়ে এল আসরে, বাজনাবাদ্দি সমারোহের অন্ত ছিল না। কাকা হাতজোড় করে বললে, 'বাবাজি, এত ধূমধাম করা ভালো হচ্ছে না, সময় খুব খারাপ।'

শুনে সে আবার ভগ্নীপতির পুত্রদের আস্পর্ধা করে বললে, 'দেখা যাবে কেমন করে সে কাছে ঘেঁষে।' কাকা বললে, 'বিবাহ অনুষ্ঠান পর্যন্ত মেয়ের দায় আমাদের, তারপর মেয়ে যখন তোমার তুমি ওকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছোবার দায় নাও। আমরা এ দায় নেবার যোগ্য নই, আমরা দুর্বল'। ও বুক ফুলিয়ে বললে, 'কোনো ভয় নেই। ভোজপুরি দারোয়ানরা গোঁফ চাড়া দিয়ে দাঁড়ালো সব লাঠিহাতে। কন্যা নিয়ে চললেন বর সেই বিখ্যাত মাঠের মধ্যে, তালতড়ির মাঠ। মধুমোল্লা ছিল ডাকাতের সর্দার। সে তার দলবল নিয়ে রাত্রি যখন দুই প্রহর হবে, মশাল জ্বালিয়ে হাঁক দিয়ে এসে পড়ল। তখন ভোজপুরিদের বড়ো কেউ বাকি রইল না। মধুমোল্লা ছিল বিখ্যাত ডাকাত, তার হাতে লাঠি পড়লে পরিত্রান নেই।

কমলা ভয়ে চতুর্দোলা ছেড়ে ঝোপের মধ্যে লুকোতে যাচ্ছিল এমন সময়ে পিছনে এসে দাঁড়াল বৃদ্ধ হবির খাঁ, তাকে সবাই পয়গম্বরের মতোই ভক্তি করত। হবির সোজা দাঁড়িয়ে বললে, 'বাবা সকল তফাত যাও, আমি হবির খাঁ। ডাকাতরা বললে, 'খাঁ সাহেব, আপনাকে তো কিছু বলতে পারব না, কিন্তু আমাদের ব্যাবসা মাটি করলেন কেনো? যাই হোক তাদের ভঙ্গ দিতেই হল। হবির এসে কমলাকে বললে, 'তুমি আমার কন্যা তোমার কোনো ভয় নেই, এখন এই বিপদের জায়গা থেকে চলো আমার ঘরে, কমলা অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে উঠল। হবির বললে, 'বুঝেছি, তুমি হিন্দুব্রাহ্মণের মেয়ে, মুসলমানের ঘরে যেতে সংকোচ হচ্ছে কিন্তু একটা কথা মনে রেখো যারা যথার্থ মুসলমান, তারা ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেও সম্মান করে, আমার ঘরে তুমি হিন্দু বাড়ির মেয়ের মতোই থাকবে। আমার নাম হবির খাঁ। আমার বাড়ি খুব নিকটে, তুমি চলো তোমাকে আমি খুব নিরাপদে রেখে দেব'।

কমলা ব্রাহ্মণের মেয়ে, সংকোচ কিছুতে যেতে চায় না। সেই দেখে হবির বলল, 'দেখো, আমি বেঁচে থাকতে এই তল্লাটে কেউ নেই যে তোমার ধর্মে হাত দিতে পারে। তুমি এসো আমার সঙ্গে, ভয় কোরো না। হবির খাঁ কমলাকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। আশ্চর্য এই, মুসলমান বাড়ির আটমহলা বাড়ির এক মহলে আছে

শিবের মন্দির আর হিন্দুয়ানির সমস্ত ব্যবস্থা।

এক বৃদ্ধ হিন্দু ব্রাহ্মণ এল। সে বললে, ''মা, হিন্দুর ঘরের মতো এ জায়গা তুমি জেনো, এখানে তোমার জাত রক্ষা হবে।'' কমলা কেঁদে বললে, ''দয়া করে কাকাকে খবর দাও, তিনি নিয়ে যাবেন।'' হবির বললে, ''বাছা, ভুল করছ, আজ তোমার বাড়িতে কেউ তোমাকে ফিরে নেবে না, তোমাকে পথের মধ্যে ফেলে দিয়ে যাবে। না হয় একবার পরীক্ষা করে দেখো। হবির খাঁ কমলাকে তার কাকার খিড়কির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বললে, আমি এখানেই অপেক্ষা করে রইলুম।'' বাড়ির ভিতর গিয়ে কাকার গলা জড়িয়ে ধরে কমলা বললে, ''কাকামণি, আমাকে তুমি ত্যাগ কোরো না।'' কাকার দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কাকি এসে দেখে বলে উঠল, ''দূর করে দাও, দূর করে দাও অলক্ষ্মীকে। সর্বনাশিনী, বেজাতের ঘর থেকে ফিরে এসেছিস আবার, তোর লজ্জা নেই!'' কাকা বললে, ''উপায় নেই মা। আমাদের যে হিন্দুর ঘর, এখানে তোমাকে কেউ ফিরে নেবে না, মাঝের থেকে আমাদেরও জাত যাবে।'' মাথা হেঁট করে রইল কমলা কিছুক্ষণ, তারপর ধীর পদক্ষেপে খিড়কির দরজা পার হয়ে হবিরের সঙ্গে চলে গেল। চিরদিনের মতো বন্ধ হল তার কাকার ঘরে ফেরার কপাট।

কমলা তাঁদের কাছে যা পেল তা সে নিজের বাড়িতে কোনোদিন পেত না। সেখানে কাকি তাকে 'দূর ছাই' করত, কেবলই শুনত সে অলক্ষ্মী, সে সর্বনাশী, সঙ্গে এনেছে সে দুর্ভাগ্য, সে মলেই বংশ উদ্ধার হয়। তার কাকা তাকে লুকিয়ে মাঝে মাঝে কাপড়চোপড় কিছু দিতেন, কিন্তু কাকির ভয়ে সেটা গোপন করতে হত। এখানে এসে সে যেন মহিষীর পদ পেল। এখানে তার আদরের অন্ত ছিল না। চারিদিকে তার দাসদাসী, সবই হিন্দু ঘরের ছিল।

সে হবির খাঁকে একদিন বললে, 'বাবা আমার ধর্ম নেই, আমি যাকে ভালোবাসি সেই ভাগ্যবানই আমার ধর্ম। যেধর্ম চিরদিন আমাকে জীবনের সব ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে, অবজ্ঞার আস্তাকুঁড়ের পাশে আমাকে ফেলে রেখে দিয়েছে, সে ধর্মের মধ্যে আমি তো দেবতার প্রসন্নতা কোনো দিন দেখতে পেলুম না। সেখানকার দেবতা আমাকে প্রতিদিন অপমানিত করেছে সেকথা আজও আমি ভুলতে পারিনে। আমি প্রথম ভালোবাসা পেলুম বাপজান, তোমার ঘরে জানতে পারলুম হতভাগিনী মেয়েরও জীবনের মূল্য আছে। যে দেবতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন সেই ভালোবাসার সম্মানের মধ্যে তাঁকেই আমি পূজো করি, তিনিই আমার দেবতা তিনি হিন্দুও নন, মুসলমানও নন।'

শব্দার্থ : মৌলবি-মুসলিম ধর্মগুরু, মাথায় পড়া- দায়িত্ব এসে পড়া, দৃষ্টি- নজর, পরামর্শ- উপদেশ, বেহারা-পাল্কি বাহক/ চাকর, ধনসম্পদ-টাকা-পয়সা ও সম্পত্তি, গর্ব-অহংকার, দলবল- সঙ্গীসাথী, শয়তান-দুষ্ট ব্যক্তি, অপমান-অসম্মান, আদেশ-নির্দেশ, সঙ্কোচ-লজ্জা, দ্বিধা, সহায়তা-সাহায্য, নিরাপদ-নিরাপত্তাযুক্ত।

পাঠন পরামর্শ : শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভালোবাসাই মানুষের মূলধর্ম, জাতি ও ধর্মের উর্দ্ধে ভালোবাসা একথা বুঝিয়ে বলবেন। নানা গল্প ও উদাহরণের মাধ্যমে সাম্প্রদায়ীকতা মুছে ফেলার প্রেরণা দেবেন। দূরদর্শন ও আন্তরজালের সাহায্য নিয়ে পরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার এবং বিজ্ঞাপন তৈরী করতে সাহায্য করবেন।

আমি যা বুঝলাম

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরের পাশে ☑ চিহ্ন বসাও।

১) কমলার কাকার নাম

ক) কেষ্ট ☐ খ) বংশী ☐
গ) দেবু ☐ ঘ) হরিহর ☐

২) পরমানন্দ শেঠের মেজোছেলে ছিল

ক) ভবঘুরে ☐ খ) উন্মাদ ☐
গ) শৌখিন ☐ ঘ) উদাসীন ☐

৩) যারা যথার্থ মুসলমান, তারা সম্মান করে

ক) ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ☐ খ) নিজের ধর্মের মানুষকে ☐
গ) সকলকে ☐ ঘ) অন্যজাতির মানুষকে ☐

শিরোনাম

(ক) এই গল্পের নাম 'ভালোবাসাই ধর্ম', তোমার দলে চর্চা করে এই গল্পের নামকরণ ঠিক কিনা তোমার উত্তরের সপক্ষে মতামত লেখো।

(খ) যদি তুমি এই গল্পের অন্য কোনো নাম দাও তো, কি নাম ভেবেছ, কেন ভেবেছ তাও বলো।

গল্পের লাইনের উপর আলোচনা

গল্প থেকে বেছে কিছু লাইন দেওয়া হয়েছে এ গুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ে এর উপর বিচার বিমর্ষ করো। তোমার মতামত দলে আলোচনা করো।

(ক) খাঁ সাহেব, আপনাকে তো কিছু বলতে পারব না, কিন্তু আমাদের ব্যবসা মাটি করলেন কেন?

(খ) তিনিই আমার দেবতা তিনি হিন্দুও নন, মুসুলমানও নন।

চিন্তা ভাবনার জন্য

গল্পটি একবার পুনরায় পড়ো। নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তির বিষয়ে লেখো।

১) 'বাবা আমার ধর্ম নেই, আমি যাকে ভালোবাসি সেই ভাগ্যবানই আমার ধর্ম'।

২) 'যারা যথার্থ মুসলমান, তারা ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মনকেও সম্মান করে'।

৩) চিরদিনের মতো বন্ধ হলো তার কাকার ঘরে ফেরার কপাট।

সমস্যা ও সমাধান

এই গল্পে কিছু সমস্যা আছে তার সমাধানও আছে। গল্পটি পড়ে সেই সমস্যার সমাধান খোঁজো।

১) কিসের ভয়ে কমলার কাকির ঘুম হতো না?

২) কমলা অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে উঠল।

৩) চিরদিনের মতো বন্ধ হলো তার কাকার ঘরে ফেরার কপাট।

মনের ভাবনা

স্বার্থ ছিল, মমতা ছিল, কিন্তু উদারতা আর স্নেহের নামও ছিলনা।

এই বাক্যে কিছু শব্দের নীচে দাগ টানা হয়েছে এ গুলো সবই বিশেষ্য। এগুলো মনের ভাবের নাম। গল্প থেকে এই ধরনের আরও ভাবের নাম খুঁজে আকৃতির ফাঁকা জায়গায় বসাও।

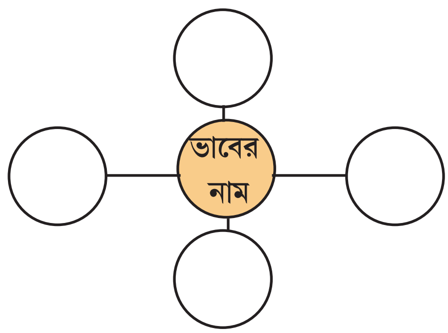

বিজ্ঞাপন

- মধু মোল্লা ছিল ডাকাতের সর্দার, সে তার দলবল নিয়ে রাত্রি যখন দুই প্রহর হবে মশাল জ্বালিয়ে হাঁক দিয়ে এসে পড়ল।
- গল্পের বিষয় অনুযায়ী ডাকাত সর্দারকে ধরবার জন্য একটি বিজ্ঞাপন তৈরী করো।
- বিজ্ঞাপন তৈরীর জন্য আশপাশের দেওয়ালে, সংবাদপত্রে, মোবাইলে বিজ্ঞাপন দেখে যে কোন পছন্দের বিজ্ঞাপন মনে করো এবং তা বানাও।

তোমার পরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্নাবলী তৈরী করো।

গল্পের পরবর্তী অংশ

ভালোবাসাই ধর্ম যেখানে শেষ হয়েছে তারপরে কী ঘটেছিলো? কল্পনার সাহায্যে গল্পের পরবর্তী অংশ লেখো।

তোমার কথা

যদি গল্পে হবির খাঁর জায়গায় তুমি হতে তো তুমি কমলাকে নিয়ে কি করতে?

নতুন পুরাতন

আমাদের আশেপাশে অনেক জিনিস আছে যা নতুন বা পুরানো ফ্যাশন বলে প্রচলিত। নীচে দেওয়া তালিকাটি নতুন ও পুরানো ফ্যাশন অনুযায়ী পূর্ণ কারো।

আমার জন্য নতুন জিনিষ।	আমার জন্য পুরানো জিনিষ।	বড়োদের জন্য নতুন জিনিষ।	বড়োদের জন্য পুরানো জিনিষ।

ব্যাকরণ

- বানান

নীচে দেওয়া অশুদ্ধ শব্দগুলি শুদ্ধ করে লেখো।

জটীল	
বিসম	
আবিস্কার	
বন্দু	
অত্যাধিক	
বুদ্ধিজীবি	

- সংযোজক চিহ্ন (-)

দুটি শব্দকে যুক্ত করতে বা শব্দের অংশ বোঝাতে সংযোজকচিহ্ন/হাইফেনের (-) ব্যবহার হয়। যেমন 'মা-বাবা, জন্ম-মৃত্যু এরূপ আরো পাঁচটি উদাহরণ লেখো।

১) ....

২) ....

৩) ....

৪) ....

৫) ....

বিপরীতার্থক শব্দ

নীচে কিছু বিপরীতার্থক শব্দ দেওয়া আছে। লাইন টেনে বিপরীতার্থক শব্দগুলির সঠিক জোড়া তৈরী করো

স্তম্ভ - ১	স্তম্ভ - ২
দুর্ভাগ্য	কুখ্যাত
গোপন	সৌভাগ্য
নবীন	প্রকাশ্যে
সংকুচিত	প্রসারিত
বিখ্যাত	প্রবীন

প্রবাদ বাক্য এমন বাক্য যে গুলো মানুষের নিজের কথাকে আরও বেশী প্রভাবশালী করার জন্য ব্যবহার করে। নীচে কয়েকটি প্রবাদ ও তার অর্থ দেওয়া হল এবং বার-বার পড়ো।

এগুলো বাক্যে ব্যবহার করে নিজের খাতায় লেখো।

১) ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় - যেখানে ইচ্ছা সেখানে উপায়।

২) অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী - যে নিজের অল্প জ্ঞান নিয়ে বড়াই করে।

৩) চাচা আপন প্রাণ বাঁচা - বিপদের সময় নিজের স্বার্থ দেখাটাই প্রধান।

৪) অভাবে স্বভাব নষ্ট - অভাবের তাড়নায় ভালোগুণ নষ্ট হয়ে যাওয়া।

৫) মাথা নাই তার মাথা ব্যাথা - অহেতুক চিন্তা।

৬) বিনা মেঘে বজ্রপাত - অপ্রত্যাশিত ভাবে কোন বিপদের সংঘটনা।

৭) গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজা - যার জিনিষ তাকেই দান করা।

৮) পটল তোলা - মারা যাওয়া।

তর্কবিতর্ক

"ফুটবল খেলাও একটি বিদ্যা"

ফুটবল খেলার মতো খেলাও কি বিদ্যা? এই বিষয়ে একটি তর্কবিতর্কমূলক কার্যকলাপের আয়োজন করো। এই আয়োজন করার জন্য কিছু প্রস্তাব নীচে দেওয়া হলো।

- প্রথমে শ্রেণীতে কয়েকটি দল তৈরী করতে হবে। তারপর চিরকুট তুলে ঠিক করতে হবে কোন দল পক্ষে ও কোন দল বিপক্ষে বলবে।
- অর্ধেক দল বিষয়টির পক্ষে যুক্তি দেবে আর অর্ধেক দল বিপক্ষে যুক্তি দেবে।
- সব দলকে কথা বলার জন্য ৫-৫ মিনিট সময় দেওয়া হবে।
- খেয়াল রাখতে হবে প্রতিটি দলের প্রতিটি সদস্য আলোচনা করা, যুক্তি দেওয়া ইত্যাদি কাজে অবশ্যই অংশ নেবে।

মনোযোগ দিয়ে খবরটি পড়ো এবং সারাংশ বলো।

বাংলা ভাষা, আদিবাসীদের অধিকার

মহারাষ্ট্রে লড়ছেন বাঁশদ্রোণীর পারমিতা

সব্যসাচী সরকার

বাঁশদ্রোনীর পারমিতা গোস্বামীকে চেনেন? কলকাতা থেকে ২২০০ কিমি দুরে মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুর জেলা। পাশের জেলা গড়চিরোলি। আদিবাসীদের দখল হওয়া জমি ফিরিয়ে দেওয়া, যত্রতত্র বেআইনি মদের ব্যবসা বন্ধ করা এবং শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর লড়াইয়ের এক নাম পারমিতা। চন্দ্রপুরে ১৯৯৯ সালে ইউনিসেফের হয়ে কাজ শুরু করেন। এরপর আদিবাসীদের জমির অধিকার ফিরিয়ে দিতে এবং বনভুমি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তিনি হয়ে ওঠেন সেই অঞ্চলের ত্রাতা। শ্রমিক এলগার নামে সংগঠন তৈরি করেছেন। যেখানে অধিকার বুঝে নেওয়ার জন্য একজোট করেছিলেন স্থানীয় মানুষকে। শুধু তা–ই নয়, চন্দ্রপুর ও গড়চিরোলিতে ৪৬টি উদ্বাস্তু বাঙালিদের গ্রাম আছে। ২০০০ সালে মহারাষ্ট্র সরকার কৌশল করেছিল স্কুলের বাংলা বই না ছাপিয়ে বাংলা ভাষার পাঠ্যপাঠনই বন্ধ করে দেওয়ার। পারমিতার তৈরি সংগঠন লড়াই করে বাঙালিদের বাসস্থান ও মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার ফিরিয়ে এনেছে। এখন ৪৬টি গ্রামেই প্রাথমিকে বাংলা ভাষায় পাঠ্যপাঠন হয়।

পারমিতা গোস্বামী

কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজেরই ছাত্রী ছিলেন এই ছাত্রী মানুষের ভালবাসার শক্তিতে ভর করে ক্রমশ নিজেকে সেই অঞ্চলের কাজের জগতে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে টনক নড়ে গিয়েছিল যোদ সরকার সরকারেরও। কারণ, তিনি আদিবাসী মহিলাদের স্বনির্ভরী সক্ষা এবং আদিবাসীদের দখল হয়ে যাওয়া মাইন মাইন জমি পাটা হিসেবে তাঁদের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এ জন্য তাঁকে বারবার হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে। তিনি সেই অঞ্চলে প্রথম বাঙালি মহিলা, যিনি আদিবাসীদের ভাষা শিখে দিয়েছিলেন প্রশাসনের কাছে। গত ২৫ বছর ধরে জমি– মাফিয়ারা ভয় দেখিয়ে আদিবাসীদের জমি কেড়ে রেখেছিল। পারমিতা ৫০–৬০টি আদিবাসী গ্রামে বহু প্রাচীন মানচিত্র খুঁজে বের করে, সার্ভে করিয়ে, মাপজোক করে তাদের হাতে জমি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

অনাদিকে, তাঁর লড়াই ছিল মদের বিরুদ্ধে।

● এরপর ৮ পাতায়

আগত অর্ধবার্ষিকী পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে রাম ও কবিতার মধ্যেএকটি সংলাপ তৈরি করো।

- প্রদত্ত চিত্র দুটি থেকে কমপক্ষে তিনটি পার্থক্য খুঁজে বের করো।

চিত্র ধাঁধা

৭. নির্ঝরের যাত্রা

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কবি পরিচিতি

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত জন্মঃ ২৬ জুন, ১৮৮৭ সাল, মৃত্যুঃ ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ সাল। পৈতৃক নিবাস নদিয়া জেলার শান্তিপুরের নিকটবর্তী হরিপুর গ্রাম। পিতা দ্বারকানাথ সেনগুপ্ত। লেখাপড়ায় বরাবরই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে তিনি প্রথমে নদিয়া জেলা বোর্ড এবং পরে কাশিমবাজার রাজ এস্টেটের ইঞ্জিনিয়ার হন। কর্মজগৎ ভিন্ন হলেও যতীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভায় তাতে ছেদ পড়েনি, তিনি নিজের কর্মজগৎকে অটুট রেখেও কাব্যচর্চায় রত থেকেছেন সারাজীবন। তাঁর কবিতার ভাব, ভাষা এ প্রকাশভঙ্গি একদিকে যেমন ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, অন্যদিকে ছিল স্বাতন্ত্র্য মণ্ডিত। আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতে পেরেছিলেন বলেই আজও যতীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক স্মরণীয় কবি হিসেবে গণ্য হন। যতীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি সমাজের শোষিত, নিপীড়িত ও অবহেলিত মানুষের প্রতি গভীর মমতায় পূর্ণ দুঃখদানকারী নিষ্ঠুর বিধাতার কাছে তিনি এদের হয়ে অভিযোগ পেশ করেছেন বারবার। প্রকৃতির রূপশোভা বর্ণনাতেও নৈপুণ্যের ছাপ পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'ত্রিযামা', 'নিশান্তিকা', 'অনুপূর্বা', 'সায়ম' ও 'মরুমায়া' প্রভৃতি।

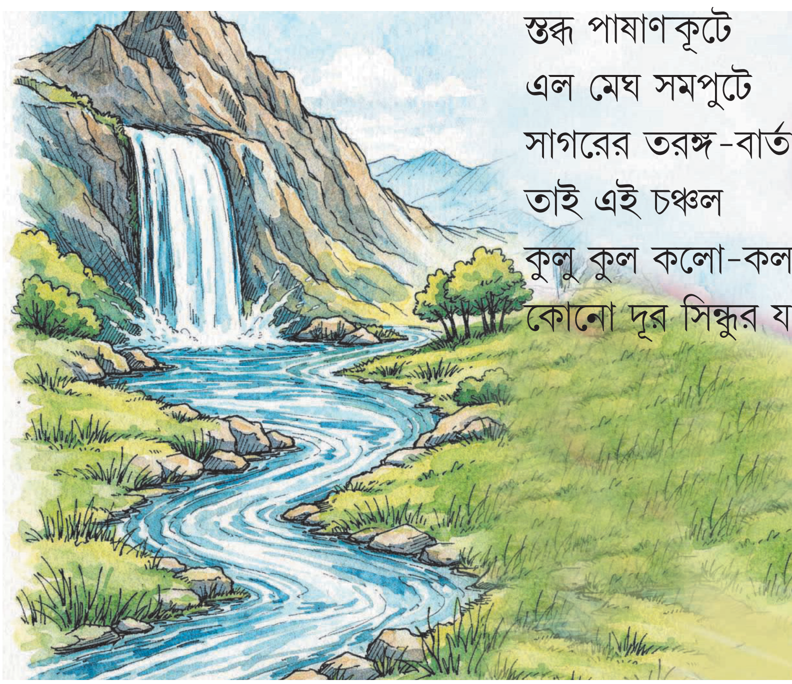

স্তব্ধ পাষাণকূটে
এল মেঘ সমপুটে
সাগরের তরঙ্গ-বার্তা
তাই এই চঞ্চল
কুলু কুল কলো-কল
কোনো দূর সিন্ধুর যাত্রা।

পাহাড়ের দূত মোরা
সাগরের যাত্রী-
উল্লাসে উচ্ছ্বাসে
চলি দিবা রাত্রি।

দু হাতে পাথর কেটে
চল চল চলি তাই,
তরুলতা গুল্মেরে,
উন্মসি দলি যাই।

জানি, পথ দুর্গম,
জানি, পথ বন্ধুর,
দেখি, যদি দেখা পাই সিন্ধুর।

শব্দার্থ : যাত্রা-চলা / গমন, সাগর-সমুদ্র, বার্তা-খবর / সংকেত, চঞ্চল - অস্থির / চপল, কুলু কুলু কল কল-জলের শব্দ, উচ্ছ্বাসে-আনন্দ ও উদ্দীপনায়, দুর্বার-অপ্রতিরোধ্য, উপত্যকা-পাহাড়ের মাঝের নিচুস্থান, উল্লাস-আনন্দ, দলি যাই-ভেঙে এগিয়ে যাই।

পাঠন পরামর্শ : কবিতাটি তাল, লয় ও অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে আবৃত্তি করে শোনাবেন ও শিক্ষার্থীদেরও আবৃত্তি করতে প্রেরিত করবেন। শব্দ ছকের সমাধান খুঁজে বের করতে বলবেন ও শব্দছক তৈরী করতে উদ্বুদ্ধ করবেন। পাঠ ব্যতিরিক্ত কার্যকলাপ সফল করার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।

পাঠ থেকে

এসো, এখন আমরা এই পাঠটির কার্যকলাপ বুঝে নিই। নিম্নে প্রদত্ত কার্যকলাপ তোমাদের বুঝতে সাহায্য করবে। এসো এই কার্যকলাপ পূর্ণ করি।

- **অনেক শব্দের জন্য এক শব্দ**

- জানি পথ দুর্গম- এই কবিতার পঙ্‌ক্তিতে দুর্গম শব্দ এসেছে। দুর্গম শব্দ হল যেখানে সহজে যাওয়া যায় না এ রকম শব্দকে এক কথায় প্রকাশ বা বাক্য সংকোচন বলে।

নীচের শব্দসমূহগুলি একশব্দে পরিণত করো।

১. অসমতল জমি → ....

২. উন্মীলিত করে যে → ....

শব্দ ছক থেকে খুঁজে নিম্নলিখিত শব্দগুলির সমার্থক শব্দ লেখো

ত	র	ঙ্গ	ক
রু	পা	থ	র
ল	ব	ন্ধু	র
তা	সি	ল	ছ

গাছপালা	
পাষান	
অসমতল	
সমুদ্র	
ঢেউ	

বাক্য রচনা কৌশল

নীচে দেওয়া শব্দগুলি দিয়ে বাক্য রচনা করো।

১) তরুলতা → ....

২) স্তব্ধ → ....

৩) তরঙ্গ → ....

৪) বার্তা → ....

ব্যাকরণ

নিম্নলিখিত পদ্যরূপ শব্দগুলির গদ্যরূপ লেখো।

মোরা	
দলি	
দিবা	
আজি	
করি	
চপল	
মম	
তব	

পূর্ববর্তী শব্দের শেষ অক্ষর দিয়ে শুরু হওয়া বিশেষ্যের শব্দ শৃঙ্খলাটি পূর্ণ করো।

যেমন- লীলা .... লতা .... তরমুজ .... জমি .... ময়ূর,

১) গোলাপ ....

২) হরিণ ....

৩) নাগপুর ....

৪) পুস্তক ....

পাঠ ব্যতিরিক্ত

তোমার অভিমত

জলই জীবন- এ সম্পর্কে তোমার মতামত নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

জল কোন ঋতুতে বেশী পাওয়া যায় এবং কেন? ব্যাখ্যা করো।

সংবাদপত্রের মাধ্যমে।

- সংবাদপত্রে বিভিন্ন সংবাদ থাকে, সাংবাদিক কখনও বন্যা তো কখনও খরা বা শীতের খবর ছাপায়। তোমরাও সাংবাদিক হতে পারো।
- অত্যধিক গরম, বর্ষা অথবা ঠাণ্ডার পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করে তার বিবরণ শ্রেণীতে উপস্থাপন করো।

এসো আমরা রামধনু আঁকি

বৃষ্টির ফোঁটা কেবল প্রাণীদের জন্য নয়, পৃথিবীকেও সবুজ করে তোলে। কখনো কখনো এই ফোঁটা সূর্যকিরণ পেয়ে আকাশে বহু রঙের রঙ তৈরী করে, যাকে রামধনু বলে। নিজেরা একটি সুন্দর রামধনু তৈরী করো এবং একটি ছোট কবিতা নামসহ লেখো।

পড়ার জন্য

খোলামেলা দিনগুলি

মহানগরীর হট্টগোল থেকে দূরে এসে, বাঁধাধরা স্কুলজীবনের ছক কাটা জীবনযাত্রার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বরিশালের এই মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকৃতি যেন আমার চারপাশে নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে এল। বাবাকে শৈশবাবধি দেখেছি প্রকৃতির পূজারি। শুধু কাব্য বা দর্শনে নয়, মাটির ধুলার সঙ্গে তাঁর একান্ত প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠতা। নিজের হাতে খুরপি সহযোগে মাটি তৈরি করে, জলের ঝারি হাতে পুকুর থেকে জল তুলে চারাগাছগুলিতে সকাল সন্ধ্যা নিয়মিত জলসেচন দ্বারা ফুলের বাগানে ও ফসলের ক্ষেতে কী অপূর্ব সুন্দর করেই না আমাদের বাড়িখানা তিনি সাজিয়েছিলেন। সেই অনুরাগ বোধহয় আমাদেরও রক্তের ধারায় বয়ে এসেছে। সে আজ অবকাশ পেয়ে আমার মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল যেন সভ্যতার দমবন্ধ করা অবরোধ এখানে এসে যেন একবারে হালকা হয়ে গেছে। এখানে শুধুই খোলা দরজার আহবান। আর কচিপাতার ও দুর্বাঘাসের শ্যামলিমায়, ফুলের হাসিতে ও পাখির গানে, সেই উন্মুক্ত অবকাশগুলি নিরন্তর পূর্ণ হয়ে উঠছে। দক্ষিণের দরজার পাশেই ছোটো একটুকরো বাগান সেখানে শিউলি, গন্ধরাজ আর হাসনুহানার গাছ সৌরভ ছড়ায়, তার মাঝখানে একটি বসোরা গোলাপের চারা। একটি স্তবকে দুটি গোলাপ ফুল ফুটেছিল সেদিন, আমি দোর খুলেই থমকে দাঁড়ালাম, সকল সত্ত্বা যেন আটকে গেল ওই স্তবকে, আমি দেখতেই লাগলাম, দেখা আর ফুরোয় না। আমাদের আর ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাড়ির মাঝখানে যে নালাটি বাইরের খাল নদীর জল বহন করে বর্ষার মরশুমে পুকুরে এনে ফেলে, সেখানে অনেক বড়ো বড়ো শিঙি, মাগুর মাছের আনাগোনা।

বাবা প্রায়ই সেখানে ছিপ ফেলে বসেন। আমি অনেক সময় গিয়ে দাঁড়াই। পাশে একটি 'গনিয়ারি' গাছ ও একটি ঝুমকো জবার গাছ পাশাপাশি জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। ঝুমকো গাছটি রাশি রাশি লাল ফুলে ভরা। চোখ আকর্ষণ করে নেয় তাদের সুষমা, তাদের সোহাগ বন্ধন যেন রাধাকৃষ্ণ। বাড়ির চাকর আনন্দ যখন দেশে যায়, তখন প্রাতরাশের পর বাসনপত্র নিয়ে খিড়কির পুকুরঘাটে মাজতে যাই, আর দেখতে থাকি পুকুরের শান্ত জল, রক্তশাপলা ও শ্বেতশাপলার ফুলে ফুলে কী অপূর্ব শোভায় সেজেছে। আয়নার মতো স্বচ্ছ তার জলরাশি, মুখ নীচু করে তাকিয়ে দেখি - শাপলার বৃন্তগুলি সাপের মতো এঁকেবেঁকে গভীর থেকে আরও গভীরে নেমে গেছে। কোন অতলে পৌঁছেছে? সে কি রূপবতী রাজকন্যার পাতালপুরীতে নিজের মুখখানার প্রতিবিম্ব জলে ভেসে উঠল চমকে ভাবলাম, এই কি সেই রাজকন্যা। শরীরে পুলক জাগে, মনে নেমে আসে স্বপ্নাবেশ।

- **শান্তিসুধা ঘোষ**

আমি যা বুঝলাম

নীচে দেওয়া প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরের পাশে ✓ চিহ্ন লাগাও

১ ঝর্নার উৎপত্তি যেখানে

অরণ্যে ☐ নদীতে ☐

সমুদ্রে ☐ পর্বতে ☐

২) নির্ঝর দিবা রাত্রি যেভাবে চলছে

কুলু কুল কলোকল ☐ গুরু গুরু গর্জনে ☐

শন শন নির্ঝরে ☐ মর মর মর্মরে ☐

৩) পাহাড়ের দূত মোরা .... যাত্রী

পথের ☐ বাগানের ☐

সুরের ☐ সাগরের। ☐

জোড়া মিলানো

অধোরেখাঙ্কিত শব্দের অর্থের সাথে জোড়া মেলাও।

পঙ্‌ক্তি	উত্তর	অর্থ
সাগরের তরঙ্গ বার্তা		সমুদ্রের
তরুলতা গুল্মেরে		অসমতল
জানি পথ বন্ধুর		গাছপালা
যদি দেখা পাই সিন্ধুর		ঢেউ

পঙ্‌ক্তির আলোচনা

কবিতা থেকে কিছু পঙ্‌ক্তি বেছে নেওয়া হয়েছে, এই পঙ্‌ক্তি গুলির অর্থ বুঝে নিজের দলে আলোচনা করো এবং মতামত খাতায় লেখো।

উল্লাসে উচ্ছ্বাসে
    চলি দিবা রাত্রী।
জানি, পথ দুর্গম,
    জানি, পথ বন্ধুর
দেখি, যদি দেখা পাই সিন্ধুর।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি বর্ণানুক্রম অনুসারে লেখো।

১. স্বপন ২. দিলীপ ৩. দীপক ৪. সূজন

চিন্তা ভাবনার জন্য

- ঝর্না কীভাবে কোন পথে সিন্ধুর দিকে যাত্রা করে?
- এই কবিতাটির মূলভাব সংক্ষেপে ব্যক্ত করো।

একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ

'যদি দেখা পাই সিন্ধুর'। সিন্ধু শব্দের অর্থ নদীর নাম সিন্ধু শব্দ সমুদ্রকে বোঝায়, এটি একটি সঙ্গীতের রাগের নাম। এরূপ একই শব্দের অনেক প্রকার ব্যবহার করা যায়।

তোমার দেখা যে কোন একটা নদীর বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো।

তোমার পড়া যে কোন একটি সহায়ক বই সম্বন্ধে তোমার মতামত প্রকাশ করো।

উৎসব

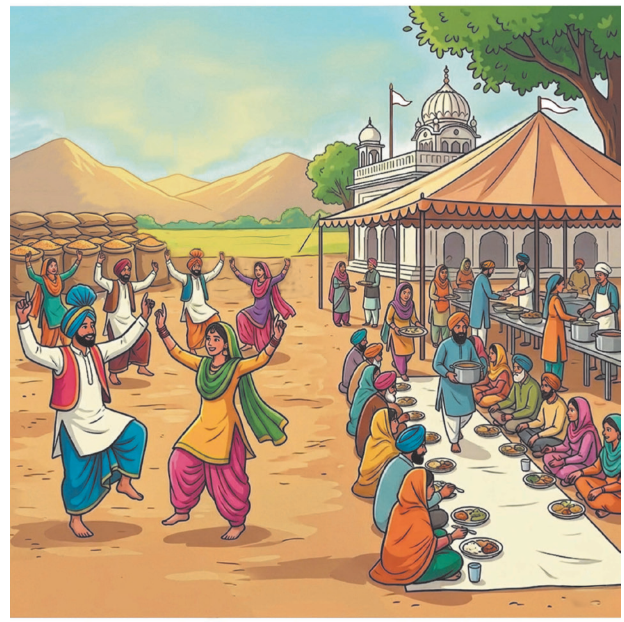

পাঠন পরামর্শ : চিত্রে দেওয়া উৎসব ও তা পালন করার রীতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে চর্চা করবেন। উৎসবের বৈশিষ্ট্য বলবেন। সকল উৎসবের মূল উদ্দেশ্য বলে, সকলে মিলে উৎসব পালন করার জন্য উৎসাহিত করবেন। নিজের প্রিয় উৎসবের অনুভব এবং উৎসব পালন করার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোনের উপর বলার জন্য সুযোগ করে দেবেন। ভারতের অন্য ধর্মের উৎসব যেমন- বৌদ্ধ, জৈন, পারসী ইত্যাদির সম্বন্ধে ওদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

৮. দেখব এবার জগৎটাকে

কাজী নজরুল ইসলাম

কবি পরিচিতি

বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি একজন মহান কবি, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতকার ছিলেন। তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। তাঁর কবিতায় বিদ্রোহ, মানবতা, সাম্য ও প্রেমের বাণী প্রকাশ পেয়েছে। নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৪শে মে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তিনি কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং অসংখ্য গান রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' আজও পাঠকদের অনুপ্রাণিত করে। ১৯৭৬ সালে ২৬ আগষ্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে
কেমন ক'রে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হ'তে দেশ-দেশান্তরে
ছুটছে তারা কেমন ক'রে,
কিসের নেশায় কেমন ক'রে, মরছে যে বীর লাখে লাখে,
কিসের আশায় করছে তারা, বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে।

পাঠন পরামর্শ : শিক্ষার্থীদের কাছে কবির জন্ম পরিচয় তুলে ধরবেন। কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিষয়ে আলোচনা করবেন। চিত্রটির ব্যাখ্যা করে শিক্ষার্থীদের চিত্র বিষয়ে সম্যক ধারণা দেবেন। কবিতাটি তাল ও লয়ের সঙ্গে নিজে পড়বেন সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।

কেমন ক'রে বীর ডুবুরী, সিন্ধু সেঁচে মুক্তা আনে,
কেমন ক'রে দুঃসাহসী চলছে উড়ে স্বর্গপানে।
জাপটে ধ'রে ঢেউয়ের ঝুঁটি
যুদ্ধ জাহাজ চলছে ছুটি,
কেমন ক'রে আনছে মানিক, বোঝাই ক'রে সিন্ধুযানে,
কেমন জোরে টানলে সাগর, উথলে ওঠে জোয়ার বানে।

কেমন ক'রে মথলে পাথার, লক্ষ্মী ওঠেন পাতাল ফুঁড়ে,
কিসের অভিযানে মানুষ চলছে হিমালয়ের চূড়ে,
তুহিন মেরু পার হয়ে যায়,
সন্ধানীরা কিসের আশায়?
হাউই চ'ড়ে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিনপুরে
শুনব আমি ইঙ্গিত কোন্, মঙ্গল হ'তে আসছে উড়ে।

রইব নাকো বদ্ধ খাঁচায়, দেখব এ সব ভুবন ঘুরে,
আকাশ বাতাস চন্দ্র তারায়, সাগর-জলে পাহাড় চূড়ে।
আমার সীমার বাঁধন টুটে
দশদিকেতে পড়বে লুটে,
পাতাল ফেড়ে নামব নীচে, উঠব আবার আকাশ ফুঁড়ে
বিশ্ব জগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে ।।

শব্দার্থ : জগৎ-পৃথিবী, ঘুরপাকে - ঘুরতে থাকা, দেখা-পর্যবেক্ষণ করা, কোলাহল-হৈচৈ, বীর-সাহসী ব্যক্তি, সৈন্য- যোদ্ধা, সপ্তসাগর-সাত সমুদ্র, তরঙ্গ-ঢেউ, সাধ হলে-ইচ্ছা হলে অচিনপুরে - অচেনা জায়গা, ডুবুরি - জলতলে যারা যেতে পারে, সিন্ধুযান - জলজাহাজ, পাহাড় চুড়া - পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচুস্থান।

পাঠন পরামর্শ : শিক্ষার্থীদের সম্মুখে কবি নজরুলের নানাবিধ প্রতিভার কথা তুলে ধরবেন যাতে ওরা কবির ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। কবিতাটি তাল, লয় ও অঙ্গভঙ্গীর সাথে আবৃত্তি করে শোনাবেন ও শিক্ষার্থীদেরও আবৃত্তি করতে বলবেন। পাঠ সম্পর্কিত কৃতি সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দেবেন। পাঠ ব্যতিরিক্ত কৃতি সম্পন্ন করার জন্য ওদের উৎসাহিত করবেন।

আমি যা বুঝলাম

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরের সামনে (✓) চিহ্ন বসাও।

- বীর ডুবুরী সিন্ধু সেঁচে কি আনে?

১) সোনা ☐ ২) হীরা ☐
৩) রুপা ☐ ৪) মুক্তা ☐

- হাউই চড়ে কে কোন অচিনপুরে যেতে চায়?

১) স্বর্গলোক ☐ ২) চন্দ্রলোক ☐
৩) আলোক ☐ ৪) পাতাললোক ☐

- নতুন কিছু আবিস্কারের জন্য কারা যাত্রা করে?

১) সেনাবাহিনীরা ☐ ২) সন্ধানীরা। ☐
৩) বৈজ্ঞানিকগণ ☐ ৪) নৌবাহিনীরা। ☐

- নিম্নলিখিত শব্দগুলি বর্ণানুক্রমিক ক্রমে লেখো।
মথলে, উথলে, মানিক, সাগর

পঙ্‌ক্তির উপর আলোচনা

নিম্নে পাঠ থেকে কিছু নির্বাচিত লাইন দেওয়া হল, এগুলি পড়ে, বুঝে চিন্তাভাবনাটি শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করে নাও এবং নিজের খাতায় লেখো।

(ক) ‘কেমন করে দুঃসাহসী চলছে উড়ে স্বর্গ পানে।’

(খ) ‘পাতাল ফেড়ে নামব নীচে, উঠব আবার আকাশ ফুঁড়ে বিশ জগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠায় পুরে।’

মিলেমিশে জোড়া মেলাও

কবিতা থেকে কিছু নির্বাচিত পঙ্‌ক্তি দেওয়া হল, তোমরা দলে আলোচনা করো এবং সঠিক অর্থের সাথে জোড়া মেলাও প্রয়োজনে শব্দকোষ এবং শিক্ষকদের সহায়তা নিতে পারো।

পঙ্‌ক্তি	ভাবার্থ
থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে	এই পঙ্‌ক্তিতে শক্তি, বীরত্ব ও অদম্য অগ্রগতির ভাব প্রকাশ পেয়েছে।
জাপটে ধরে ঢেউয়ের ঝুঁটি যুদ্ধ জাহাজ চলছে ছুটি।	জগতের আসল রূপকে নিজের বিবেচনা ও চেতনার মধ্যে ধারন করার দৃঢ় সংকল্প।
তুহিন মেরু পার হয়ে যায়, সন্ধানীরা কিসের আশায়?	বদ্ধ ঘরের সীমা ভেঙে মুক্ত আকাশের নীচে বেরিয়ে এসে বিশাল পৃথিবীকে নতুন ভাবে দেখব।
বিশ্বজগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে।	তীব্র শীত ও বিপদের প্রতীক তুষারাচ্ছন্ন মেরু অঞ্চলেও মানুষ কোন লাভের আশায় নয় বরং অজানাকে জানার আশায় এগিয়ে যায় ।

শিরোনাম

এই কবিতাটি কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া, এখানে কবিতাটির 'দেখব এবার জগৎটাকে' শিরোনাম দেওয়া হয়েছে, তুমি এটিকে কী শিরোনাম দেবে এবং কেন?

কবিতার রচনা

জাপটে ধরে ঢেউয়ের ঝুঁটি
যুদ্ধ, জাহাজ চলছে ছুটি

অধোরেখাঙ্কিত করা শব্দগুলোর দিকে মনোযোগ দাও, এই শব্দগুলো কথ্য এবং লিখিত আকারে কিছুটা একই রকম। এই ধরনের ছন্দবদ্ধতা প্রায়শই কবিতায় পাওয়া যায়, কখনও কখনও কবিতা অছন্দযুক্তও হয়, এই কবিতার ছন্দবদ্ধ শব্দের একটি তালিকা তৈরি করো।

শব্দের মধ্যে শব্দ

দেশ হতে দেশ - দেশান্তরে

'দেশান্তরে' শব্দের মধ্যে কোন্ কোন্ শব্দ লুকিয়ে আছে? দেশ, শান্ত, রন, দশা, দন্ত, দশ, শত ইত্যাদি। এবার একইভাবে, কবিতা থেকে যে কোন চারটি শব্দ বেছে নিয়ে তাদের মধ্যে থাকা শব্দগুলি খুঁজে বের করো।

পাঠের ব্যতিরিক্ত

তোমাদের কথা

শুনব আমি ইঙ্গিত কোন, 'মঙ্গল' হতে আসছে উড়ে।

ক) এই পঙ্ক্তিতে আশা, প্রত্যাশা ও শুভ পরিবর্তনের আকাঙ্খা প্রকাশ পেয়েছে। কবিতাকে প্রভাবশালী বানাতে এধরনের পঙ্ক্তি কবি ব্যবহার করে থাকেন।

কবিতা থেকে এধরনের প্রভাবশালী লাইন খুঁজে বের করো, পরস্পর আলোচনা করো।

খ) এ বিশ্ব বিস্ময়ে ভরা' ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে সব দেখতে মন চায় কি? পরস্পরে আলোচনা করো ।

সমার্থক শব্দ-

কিছু শব্দ একই রকম অর্থের হয়ে থাকে, যেমন- বরন, গ্রহণ, স্বীকার, স্বাগত মেনে নেওয়া, এদের সমার্থক শব্দ বলা হয়।

নিম্নে দেওয়া শব্দছকের শব্দগুলি থেকে যে শব্দটি সমার্থক নয় সেটিকে গোল দাগ দাও।

ঢেউ	লহর	ধাক্কা	তরঙ্গ
সিন্ধু	সমুদ্র	সাগর	পুকুর
ভূবন	দেশ	জগৎ	বিশ্ব
আকাশ	নব	নভ	গগন
বাঁধন	বন্ধন	রন্ধন	নিয়ন্ত্রণ

আজকের ধাঁধা-

- আমি রাতে আছি দিনে নই, আমি প্রদীপের নীচে আছি উপরে নই, বলো, বলো। আমি কে?
- রাস্তা আছে কিন্তু যানবাহন নেই, বন আছে কিন্তু গাছ নেই, শহর আছে কিন্তু ঘর নেই, সমুদ্র আছে কিন্তু জল নেই।
- আমার ভেতরে থাকে ফল, ফুল আর মিষ্টি, দেখে সবার জিভে জল আসে ভাই, এ কেমন সৃষ্টি।
- আমার নামে তিনটি অক্ষর, সামনে পিছনে একই রকম, আমি দিনে জেগে থাকি আর রাতে ঘুমোই, এটাই আমার পরিচয়।

(অন্ধকার, নয়ন, গোলাপজাম, মানচিত্র)

জানবার জন্য-

১. কল্পনা চাওলা কে ছিলেন? তার সম্বন্ধে গ্রন্থালয় বা ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে লেখো।

২. এই কবিতায় হিমালয় পর্বতের নাম রয়েছে, এমনি পর্বত শৃঙ্খলা খোঁজো এবং তার বর্ণনা চিত্র তোমার শ্রেণী কক্ষের দেয়ালে লাগাও।

কৃতি ঃ- ১) তোমাদের বিদ্যালয়ের গ্রাম শিক্ষক সমিতির অধ্যক্ষ মহাশয়-মহাশয়ার সাক্ষাৎকার নাও।

২) 'শিশু দিবস' উপলক্ষে স্লোগান তৈরি করো।

৩) 'শিশু দিবস' উপলক্ষে একটা ভাষণ লিখে দেখাও।

৪) 'সংবিধান দিবস' উপলক্ষে একটা দেশাত্মবোধক কবিতা লেখো।

৫) ৪-৫ পঙ্ক্তির এমন একটি অনুচ্ছেদ লেখো যাতে যমক ও অনুপ্রাস অলংকারের উদাহরণ থাকবে।

৯. মাটির ঘরে দেয়ালচিত্র

তপন কর

লেখক পরিচিতি

তপন কর (জন্ম- ১৯৫৪) - হাওড়ায় বসবাস করেন। সরকারি 'চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়' থেকে ১৯৭৫ সালে স্নাতক হন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর, বর্তমান শিল্প বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষক। তার রচিত উল্লেখযোগ্য বই অসামান্য, মানভূম, ছবি আঁকতে শেখা প্রভৃতি। 'মাটির ঘরে দেয়ালচিত্র' রচনাংশটি লেখকের 'মাটির ঘরে দেয়াল চিত্র' প্রবন্ধের একটি সংকলিত ও সংক্ষেপিত অংশ।

দেয়ালচিত্র এঁকে থাকেন সাধারণত গ্রামের মেয়েরাই। সেই চিত্রণের বিষয়বস্তু যেমন নিজেরা নির্বাচন করেন, তেমনি তার উপাদানও নিজেরাই সংগ্রহ করেন। আর এর জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও তারা বের করে নেন সংসারের নিজস্ব নিয়মিত কাজগুলির মধ্যেই।

পাঠন পরামর্শ : লেখকের পরিচয় বিস্তারিত ভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরবেন। প্রদত্ত চিত্র ছাড়াও আরও বিবিধ প্রকারের চিত্র শৈলী সম্পর্কে আলোচনা করবেন। পাঠটি পড়ে শোনাবেন। শিক্ষার্থীদের একে একে পড়তে বলবেন। শুদ্ধ উচ্চারণ ও বানানের দিকে খেয়াল রাখবেন। পাঠের সারাংশ বুঝিয়ে দেবেন। শিক্ষার্থীদের সারাংশ বলতে বলবেন। দিব্যাঙ্গ (CWSN) শিশুদের প্রতি নজর রাখবেন।

লোকে যাকে চলতি ভাষায় পুরুল্যা বলেন, সাধুভাষায় বলেন পুরুলিয়া, সেই জেলাকে কেন্দ্র করে একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে লোকসমাজে দেয়ালে ছবি আঁকার চল আছে। পূর্বতন মানভূম জেলার ভৌগোলিক সীমানাটিকে বাংলার দেয়ালচিত্র চর্চার পীঠস্থান বলা যায়। এর সঙ্গে সংলগ্ন জেলা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান জেলার পশ্চিম অংশ, বীরভূম জেলাতে প্রচুর দেয়ালচিত্রণ হয়ে থাকে।

মানভূমে সাঁওতাল, হো, অসুর, ভূমিজ, মুন্ডা, ওঁরাও, খেড়িয়া, শবর, কোল, বীরহড় প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষের বসবাস থাকলেও এদের মধ্যে মাটির ঘর তৈরি তথা দেয়ালচিত্রের ক্ষেত্রে সাঁওতালরাই অগ্রসর। পাশাপাশি ভূমিজ ও খেড়িয়াদের চিত্রণও যথেষ্ট উন্নত। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই মাটি সুলভ হওয়ায় মানুষ গৃহনির্মাণের প্রধান উপকরণ হিসাবে মাটি বেছে নিয়েছে। মাটির ঘরের দেয়ালের এই চিত্রণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এগুলি অস্থায়ী। সাধারনত আশ্বিনের দুর্গাপূজা ও কার্তিকের অমাবস্যা বা দীপাবলি, এই দুই উৎসব কালকে উপলক্ষ করে দেয়ালচিত্রগুলি রচিত হয়। চিত্রণগুলি গৃহের সৌন্দর্যের জন্য অলংকার হিসেবে করা হয়। সাধারণত লালচে 'গিরিমাটি' বা গৈরিক বর্ণের মৃত্তিকায় 'গিরিফল' চুবিয়ে গৃহদ্বারের শীর্ষে ও দুইপাশে ছাপ দেওয়ার প্রথা বাংলার কৃষিজীবী সমাজে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়।

সাঁওতাল ভূমিজ, মাহাত বা কুর্মি, বাউরি, শবর ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলি কালীপূজা অর্থাৎ কার্তিক অমাবস্যাকেই গৃহমার্জনা ও অলংকরণের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। এই তিথিতেই রাঢ়বঙ্গের কৃষি সমাজের প্রাচীন উৎসব গো বন্দনা, অলক্ষ্মী বিদায়, কাঁড়াখুঁটা, গোরুখুঁটা প্রভৃতি পালিত ঘরবাড়ি মেরামতি, লেপা মোছা করার পর গৃহাঙ্গনের প্রবেশদ্বার থেকে উঠান, গোহাল, ধানের গোলা বা মরাই এবং মূল বাসগৃহ, সর্বত্র আলপনা দিয়ে সাজানো হয়।

মূলত জ্যামিতিক আকারআশ্রিত বর্ণ সমাবেশেই রচিত হয় সাঁওতালি দেয়ালচিত্র। এতে দেখা যায় চওড়া রঙিন ফিতের মতো সমান্তরাল রেখা তেমনি থাকে চতুষ্কোণ ও ত্রিভূজের ছড় চতুষ্কোণের ভিতর চতুষ্কোণ বসিয়ে করা হয় নকশা কিংবা ত্রিভূজের ভিতর বসানো হয় আরও। সাধারণত ঘরের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে থাকা মূল বেদিটিকে করা হয় কালো। তার সমান্তরালে টানা বিঘতখানেক চওড়া গেরুয়া রঙের একটি রেখা, আবার তার উপর সমান ছাড় দিয়ে আর একটি সমান কালো রেখা। এর উপরে সাদা, আকাশি, গেরুয়া বা হলদে রঙের রেখা দিয়ে চতুষ্কোণ বা ত্রিভুজগুলি আঁকে সেগুলি পাশাপাশি বসে দেয়ালটিকে ভরিয়ে তোলে। সাধারণত এভাবে মাটি থেকে ছফুট পর্যন্ত উচ্চতায় চিত্রণটি বিস্তৃত হয়।

সাঁওতাল ব্যতীত অন্যদের মধ্যে ভূমিজ, কুর্মি বা অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষেরা যে চিত্রণ করে থাকেন তার সাধারণ লক্ষণ হল পদ্ম। একটা বৃত্তের পরিধিতে যেকোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে

আরেকটি বৃত্ত টানলে পরিধির উপর যে ছেদবিন্দুদ্বয় পাওয়া যায় তার উপর পুনরায় কেন্দ্র করে ক্রমাগত বৃত্ত টানতে থাকলে ক্রমে একটি পদ্মের রেখাচিত্র পাওয়া যায়। এই পদ্মের পাপড়িগুলি বিচিত্র বর্ণে ভরে দেওয়া হয়। কখনো কখনো দেখা যায় একটা টব বা কলস থেকে ফুলের গাছটি উঠে আসছে এবং দুপাশে শাখা ছড়িয়ে শাখার আগায় ফুল ফোটাচ্ছে। সেখানেও বিকশিত পুষ্পটি শতদল বলেই বোঝা যায়। এই পদ্মটিকে মানভূমী দেয়ালচিত্রের প্রতীক বলা হয়।

এর পাশাপাশি অপর যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলো 'মোরগঝুঁটি'। এটি খুবই জনপ্রিয় এবং বিশেষত্বপূর্ণ। যখন মোরগঝুঁটিকে চালচিত্রের মধ্যে স্থাপন করে অন্যান্য মোটিফ সংযুক্ত করে জড়োয়া সাজ করা হয় তখন বলা হয় মোরগঝুঁটির ঝাড় বা মুরগা ঝাড়। চালচিত্রটির ধারে ধারে সারিবদ্ধ থাকে উদীয়মান সূর্যের নকশা। সূর্যগুলির ফাঁকে ফাঁকে উঠে আসে একটি করে আধফোটা পদ্ম। এর বাইরে যে শূন্যস্থান পড়ে থাকে সেখানে বসানো হয় নানারকমের ছোটো ছোটো মোটিফ। সেগুলির মধ্যে পদ্ম তো থাকেই, তার সঙ্গে ইস্কাবন, হরতনের চিহ্ন ও সাধারণ লতাপাতা, পাখি, ময়ূর ইত্যাদিও থাকে। উল্লেখ্য, এই ধরনের বিস্তৃত আকারের ছবি যেমন লাল, নীল, সাদা, গেরুয়া ইত্যাদি বিচিত্র বর্ণের সমাবেশে আঁকা হয়, তেমনি বর্ণ ছাড়াও আঁকা হয়।

অত্যন্ত মসৃণভাবে নিকানো দেয়ালে অপেক্ষাকৃত হালকা রঙের বেলেমাটির গোলা দিয়ে নাতা দেওয়া হয়। এই মাটির রং ঈষৎ হরিদ্রাভ ও সাদাটে। সাদাটে বলেই এ মাটির স্থানীয় নাম 'দুধেমাটি'। এই মাটির প্রলেপটি ভিজে থাকতে থাকতেই এর উপর হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে দাগ টেনে এঁকে দেয় ছবি।

বিষয় হিসেবে পূর্বে বর্ণিত মোরগঝুঁটির ঝাড় তো থাকেই, তার সঙ্গে 'কদমঝাড়', 'শালুকলতা'-ও প্রায়শ চোখে পড়ে।

এই চিত্রকলা কোনো গোপন স্থান বা আড়াল করার রীতি নেই, বরং দূর থেকে দৃশ্য হিসেবে মানানসই হবে এমনভাবেই দেয়াল নির্বাচন করা হয়। সেজন্য শুধু বাসগৃহের দেয়াল নয়, প্রাচীরগাত্র কিংবা অন্য যেকোনো রকম ঘরের দেয়ালও নির্বাচিত হয়।

শব্দার্থ : আদিবাসী - প্রাচীনকাল থেকে বসবাসকারী মানুষ, দেওয়াল চিত্র - দেয়ালে আঁকা ছবি, সাজসজ্জা অলংকরণ। সাজানো। উপকরণ - কাজের জন্য ব্যবহৃত বস্তু, অনুষ্ঠান - বিশেষ কাজ বা উৎসব, দীপাবলি - আলোর উৎসব, আলপনা - মাটিতে বা দেয়ালে নকশা আঁকা, মোটিফ - উদ্দেশ্য / কারণ / অভিপ্রায়।

পাঠন পরামর্শ : বিদ্যার্থীদের মাটির ঘরের দেওয়াল চিত্র সম্বন্ধে ধারনা স্পষ্ট করে দেবেন। এই বিষয়ে বিভিন্ন দেওয়াল চিত্রের নমুনা দেখাবেন। চিত্র অংকনের জন্য উৎসাহিত করতে হবে। ভাষা অধ্যয়নের বিভিন্ন বিভাগগুলো আয়ত্ব করার জন্য সহায়তা করবেন। পাঠের অন্যান্য বিষয়গুলোর উপরে জোর দেবেন যাতে শিক্ষার্থীদের পঠনে সাহায্য হয়।

পাঠ থেকে

চলো, এবার আমরা এই পাঠটি একটু আরও বিস্তারিতভাবে বুঝে নিই। সামনে দেওয়া কার্যক্রমগুলো এতে তোমাদের সাহায্য করবে।

আমার পড়া ও বোঝা থেকে মিলাই

(ক) নীচে দেওয়া প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর কোনটি? তার সামনে তারকা (*) চিহ্ন দাও।

- দেয়ালচিত্র এঁকে থাকেন সাধারণত কারা?

১) শহরের মেয়েরা ☐ ২) গ্রামের ছেলেরা ☐

৩) শহরের ছেলেরা ☐ ৪) গ্রামের মেয়েরা ☐

- দেয়ালচিত্রের কর্মে কাদের চিত্রণও যথেষ্ট উন্নত ছিলো?

ভূমিজ ও খেড়িয়াদের ☐ গ্রামের ও শহরের ☐

মেয়েরা ও ছেলেরা ☐ মুন্ডা আদিবাসীরা ☐

(খ) এখন তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করো এবং কারণ বলো তুমি কেন ওই উত্তর বেছে নিয়েছ।

- **মিলেমিশে জোড়া মিলাও :**

দলগতভাবে আলোচনা করে স্তম্ভ - ১ এর সাথে স্তম্ভ - ২ এর সঠিক জোড়া মেলাও-

স্তম্ভ-১	স্তম্ভ-২
জেলাতে প্রচুর দেয়ালচিত্রণ হয়ে থাকে।	গ্রামের মেয়েরা
দেয়ালচিত্র এঁকে থাকে।	বীরভূম
আলপনা দিয়ে সাজানো হয়।	বাসগৃহের, প্রাচীরগাত্র
দেয়াল নির্বাচিত করা হয়।	উঠান, গোয়াল বা মরাই এবং মূল বাসগৃহ, সর্বত্র

পঙ্‌ক্তিগুলির উপর আলোচনা

পাঠ থেকে নেওয়া কিছু পঙ্‌ক্তি নিচে দেওয়া হয়েছে। এগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং ভাবো। এগুলির অর্থ তুমি কী বুঝলে? নিজের মতামত শ্রেণীতে আলোচনা করো ও লেখো।

ক) কোন তিথিতে কৃষিজীবীরা কীভাবে তাদের গৃহসজ্জা করে তা লেখো।

খ) 'মোরগ ঝুঁটির' চালচিত্রে আর কী কী নকশা থাকে?

চিন্তাভাবনার জন্য

নিবন্ধটি আর একবার পড়ো এবং নীচের বিষয়গুলির সম্পর্কে তথ্য জেনে নিজের খাতায় লেখো-

(ক) মাটির দেয়াল চিত্রগুলি সাধারণত কোন্ কোন্ উৎসবে আঁকা?

(খ) কোন কোন জাতির দেয়াল চিত্রের সাধারণ লক্ষণ পদ্ম?

(গ) দেয়ালচিত্রের জন্য কোন কোন দেয়াল নির্বাচন করা হয়?

(ঘ) দেয়াল চিত্র করার জন্য কোন্ কোন্ উপাদান ব্যবহৃত হয়?

নিম্নলিখিত শব্দগুলি বর্ণানুক্রমিক অনুসারে লেখো।

লাল, নীল, সাদা, গেরুয়া-

ভাষা অধ্যয়ন

কারক ঃ- বাক্যের ক্রিয়া পদের সহিত অন্যান্য পদের সম্বন্ধকে কারক বলে।
কর্তা কারক ঃ- যে ক্রিয়া সম্পাদন করে সেই কর্তা।
যথা- রাম ভাত খায়।

কর্ম কারক ঃ- কর্তা যাকে উদ্দেশ্য করে ক্রিয়া সম্পাদন করে সেই কর্ম।
যথা- রাম ভাত খায়।

করণ কারক ঃ- কর্তা যার দ্বারা কাজটি সম্পাদন করে তাকে করণ কারক বলে।
যথা ঃ- রাম হাত দিয়ে ভাত খায়।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি হতে বিশেষণ পদ ও ক্রিয়া পদ আলাদা করো।

বুদ্ধিমান, কালো, খাওয়া, বলা, শোনা, বেশ, খুব, বেশি, আস্তে, হাসা, দৌড়ান, হওয়া, করা।

উপযোজন লেখন :

তোমাদের গ্রামে উদ্‌যাপিত হয় এমন একটি উৎসবের বর্ণণা দাও।

প্রশ্ন নির্মিতি :-

শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের একটি অনুচ্ছেদ দিয়ে এমন প্রশ্ন তৈরি করতে বলবেন যে যার উত্তর প্রদত্ত অনুচ্ছেদেই পাওয়া যাবে।

যেকোন একটি দৈনিক সংবাদপত্র থেকে প্রধান খবরগুলি সংগ্রহ করে লেখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

প্রবন্ধ রচনা:-

''পুরুলিয়ার একটি হোটেলে বিশ্রাম নেওয়ার পর সেই সন্ধ্যায় কাছের একটি আদিবাসী গ্রামে গিয়েছিলাম। গ্রামে পৌঁছতেই আমি কাকাকে জানালাম যে এইখানে সর্বত্র দেয়ালচিত্র ও আলপনা দিয়ে সাজানো হয়।''

এই বাক্যগুলিতে দেয়ালচিত্র ও আলপনা এমন আকর্ষণীয় ও সহজ বর্ণনা করা হয়েছে যে মনে হয় আমরা যেন কোনো গল্প পড়ছি।

এই প্রবন্ধে বস্তু, ঘটনা, পরিবেশ ইত্যাদির বর্ণনা করা হয়েছে। এতে লেখক যা কিছু নিজে লিখেছেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন। এই ধরনের প্রবন্ধে ঘটনাবলি একে একে সাজানো থাকে। এতে জীবনের কথা থাকে। ভাষা সহজ হয়। উদাহরণ হিসেবে দুর্গাপূজা, দীপাবলি ইত্যাদি সম্পর্কে লিখে দেখাও।

এই পাঠটি আর একবার পড়ো এবং এর গঠনশৈলীর দিকে মনোযোগ দাও। পাঠটির বিশেষত্বগুলো চিহ্নিত করো এবং শ্রেণিতে আলোচনা করে লেখো। যেমনএই পাঠে দেয়ালচিত্রের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

অনুমান বা কল্পনা থেকে-

- **নিজেরা আলোচনা করো-**

ক) 'চিত্রকলা মানব সংস্কৃতির একটি অভিন্ন অঙ্গ' - এই বিষয়ে তোমার অভিমত লেখো।

(খ) পরিবেশের কোন আদিবাসী লৌকিক জীবনের গৃহ সৌন্দর্যের অলংকার হিসেবে ব্যবহার হয় সে তথ্য সংগ্রহ করে লেখো।

পাঠ থেকে এগিয়ে

নীচের বিজ্ঞাপনটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

ক) বিজ্ঞাপনটি কোন বিষয়ের?

খ) যাত্রাটি মোট কত দিনের?

গ) প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে যাত্রা কোথা থেকে, কোন জায়গা পর্যন্ত উল্লেখ আছে?

ঘ) এই প্যাকেজে কী কী অন্তর্ভূক্ত রয়েছে?

ঙ) এই বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত কোন বিষয়টি তোমার বেশী ভালো লেগেছে এবং কেনো?

পূর্বাঞ্চলের ভ্রমণ

ভারতের পূর্ব অংশে প্রধানত চারটি রাজ্য (পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা) এবং উত্তরপূর্ব অংশে আটটি রাজ্য (অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম, ত্রিপুরা) অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এই সব মিলিয়ে মোট ১২টি রাজ্যকে ভারতের পূর্বাঞ্চলের অংশ হিসেবে ধরা হয়।

- **এইভাবে ভারতের পূর্বাঞ্চলে মোট ১২টি রাজ্য রয়েছে, যার মধ্যে পূর্ব ও উত্তরপূর্ব উভয় অঞ্চলই অন্তর্ভূক্ত।**

মানচিত্রের জন্য দেখো

https://surveyofindia.gov.in/pages/political.map-of-india

"তার মনে হচ্ছিল, যেন সে আশ্চর্যজনকভাবে কোনো টাইম মেশিনে এসে বসে পড়েছে।" তুমি কি আগে কখনও 'টাইম মেশিন' এর নাম শুনেছ? টাইম মেশিন একটি কল্পিত যন্ত্র, যাতে বসে অতীত বা ভবিষ্যতের সময়ের জগতে পৌঁছানো যায়। 'এখনো পর্যন্ত টাইম মেশিন তৈরি করা সম্ভব হয়নি'। তবে অনেক লেখক টাইম মেশিন নিয়ে গল্প লিখেছেন এবং অনেক চলচ্চিত্র নির্মাতা এ বিষয়ে সিনেমা বানিয়েছেন।"

(ক) যদি তুমি একটি টাইম মেশিন পাও, তবে তুমি তাতে বসে কোন্ সময় ও কোন্ জায়গায় যেতে চাইবে এবং কেনো?

(খ) যদি তোমার এমন কোনো জিনিস বানানোর সুযোগ মেলে, যা এখনো পর্যন্ত বানানো হয়নি, তবে তুমি কী বানাবে? কেন বানাবে?

(গ) তুমি কি কখনও কোনো জাদুঘর দর্শন করেছ? জাদুঘর এমন একটি স্থান, যেখানে বিভিন্ন যুগের প্রাচীন জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। অনেক সময় জাদুঘর দর্শনও টাইম মেশিনের যাত্রার মতো মনে হয়।

সুযোগ পেলে তুমি অবশ্যই কোনো জাদুঘর দর্শন করবে এবং সে সম্পর্কে শ্রেণীকক্ষে বলবে।

- **একটু ভেবে বলো।**

ক) মাটির অন্যান্য দেয়ালচিত্রের নাম বলো

খ) তোমার বাড়িতে কোন্ কোন্ দেয়ালচিত্র আছে? তাদের নাম বলো।

গ) ভারতের প্রতিটি অঞ্চলে হাতে তৈরি দেয়ালচিত্র বানানো হয়। তোমাদের এলাকায় তৈরি কোন কোন দেয়ালচিত্র পাওয়া যায়?

ঘ) তোমার নিজের হাতে বানানো কোনো দেয়ালচিত্র সম্পর্কে বলো?

চিঠি

ক) দেয়ালচিত্র সম্পর্কে তোমার বন্ধুকে একটি চিঠি লিখে জানাও।

তোমার বিদ্যালয়ের প্রধানাধ্যাপক মহাশয়ের সাক্ষাৎকার নাও।

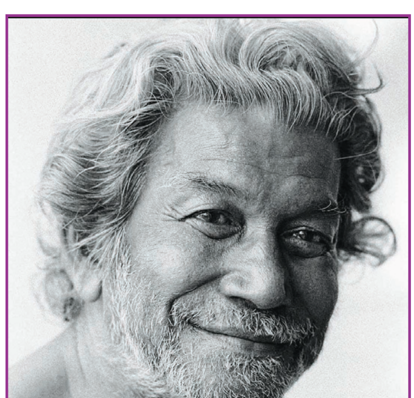

বিখ্যাত চিত্রকর ও ভাস্কর শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ

১০. শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

লেখক পরিচিতি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের জন্ম ১৯ শে সেপ্টেম্বর ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলায়। তাঁর পিতার নাম রাজকুমার সেনগুপ্ত, মাতা গিরিবালা দেবী । পরবর্তী যুগে বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্যিক হয়ে ওঠেন তিনি। লেখার প্রতি অনুরাগ ছিল ছেলেবেলা থেকেই। ছাত্র হিসাবেও তিনি ছিলেন কৃতি। তিনি বিচার বিভাগের বিচারক হিসাবে কৃতিত্বের সাথে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। এর পাশাপশি লেখনীও চলেছে অব্যাহত। তিনি প্রায় শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯৭৫ সালে উত্তরায়ণ কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন। গুণ লেখক হিসাবে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। রামকৃষ্ণ দেবের জীবন কাহিনী নিয়ে তিনি রচনা করেন 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' যা তিনি চারখণ্ডে সমাপ্ত করেন। এছাড়া তিনি 'পরমাপ্রকৃতি সারদামণি অখণ্ড', 'অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ' 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ক্রীড়ারসিক লেখক ক্রিকেট নিয়েও লিখেছেন। তিনি ২৯ শে জানুয়ারী ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

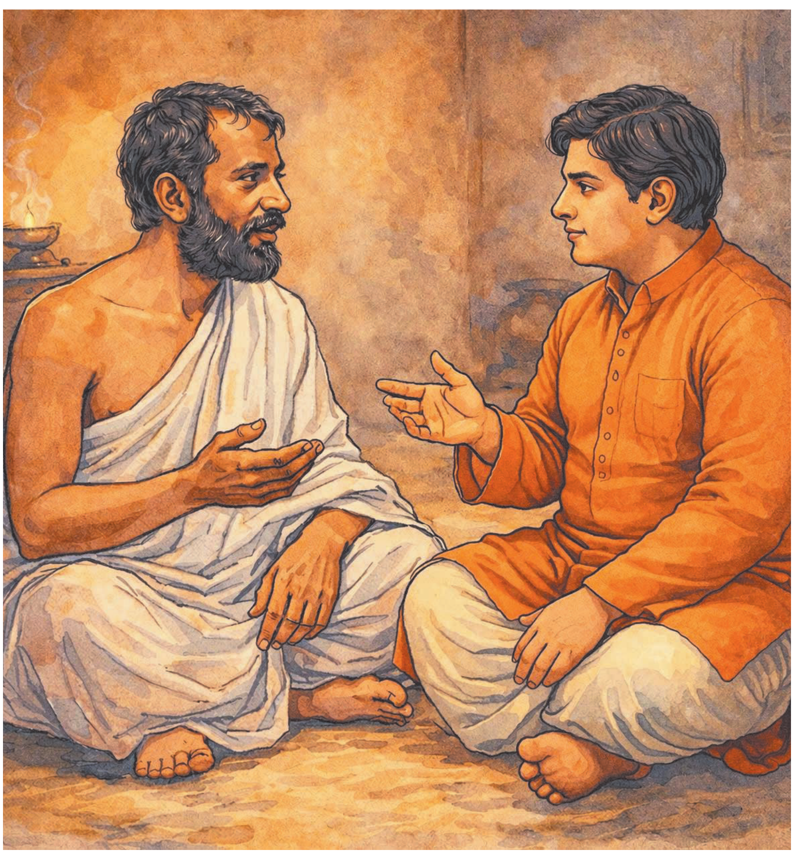

অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, 'কী বলব?'

'মা ভাইবোনের আর কষ্ট দেখতে পারি না।' নরেন বলল প্রায় পরাভূতের মতো 'ওদের কষ্টের যাতে লাঘব হয়, একটা স্থায়ী চাকরিবাকরি হয় আমার, আপনার মার কাছে সুপারিশ করুন।

ঠাকুর তাকালেন স্নিগ্ধ চোখে বললেন, 'আমার মা, তোর কে?'

'পুত্তলিকা প্রস্তরপ্রতিমা।'

নরেন মাথা হেঁট করে রইল বললে, 'আমার কে না কে, তাতে কী আসে যায়? আপনার তো সব। আপনার কথা তো আর ফেলতে পারবে না। একটু বলুন না আমার হয়ে। যাতে টাকাকড়ির একটু মুখ দেখি। মা ভাইবোনের ম্লান মুখে একটু হাসি ফোটাই।'

'ভয়ে, ওসব বিষয় কথা বলতে পারি না।'

পাঠন পরামর্শ : লেখকের পরিচয় বিদ্যার্থীদের কাছে তুলে ধরবেন। সঠিক আরোহ অবরোহের সঙ্গে পাঠটি এক-এক পরিচ্ছেদ পড়বেন এবং বিদ্যার্থীদের পড়তে বলবেন। পরিচ্ছদের বানান এবং শব্দের অর্থ বুঝিয়ে দেবেন। রামকৃষ্ণ এবং নরেনের বিষয়ে বিস্তারিত জানাবেন। নরেনের বিবেকানন্দ হয়ে ওঠার কাহিনী বিদ্যার্থীদের শোনাবেন।

ওসব বাজে কথা ছাড়ুন। নরেন মরিয়া হয়ে উঠল 'আপনাকে বলতেই হবে। নইলে ছাড়ব না কিছুতেই। ঠাকুরের চক্ষুদুটি ছলছল করে উঠল। বললেন, 'ওরে জানিস না, কতবার বলেছি,তোর হয়ে। বলেছি, মা, নরেনের দুঃখকষ্ট দূর কর। নরেনকে টাকা দে।'

'বলেছেন? বেশ, আজ একবার বলুন।'

'তুই গিয়ে বল। কাছে গিয়ে একবার মা বলে ডাক।'

'আমার ডাক আসে না।'

'তারই জন্যে হয় না কিছু সুরাহা।' ঠাকুর তাকালেন তার মুখের দিকে। 'তারই জন্যে তো তোর এত কষ্ট। তুই মাকে মানিস না বলে মা আমার কথাও শোনেন না। শোন' ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলেন 'আজ মঙ্গলবার রাত্তিরে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম কর। তারপর যা চাইবি মার কাছে, মা দিয়ে দেবেন। লুঠ করেও মার ভান্ডার শেষ করতে পারবি নে।'

'সত্যি?'

'তুই দেখই না চেয়ে।'

তবে আর ভয় নেই। আকুল হয়ে রাত্রির প্রতীক্ষা করতে লাগল নরেন। প্রার্থনা করা মাত্রই রাত্রির অবসান হয়ে যাবে। সম্পদে সৌন্দর্যে ভরে উঠবে ঘর-দুয়ার। ক্লেশভার কাঁধে নিয়ে পালিয়ে যাবে 'দারিদ্র'। উচ্ছল দক্ষিণ বাতাসের মতো আসবে এবার সচ্ছলতা।

কত সহজ সমাধান। শুধু প্রণাম আর প্রার্থনা। শুধু স্বীকৃতি আর সমর্পণ ।

উৎকণ্ঠার কণ্টকের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে এল সেই মঙ্গলরাত্রি। ক্রমে এক প্রহর কেটে গেল। ঠাকুর এসে বললেন, 'যা, এবার শ্রীমন্দিরে । প্রাণ ঢেলে প্রণাম কর । তারপর চা প্রাণভরে ।'

যেন নেশা করেছে নরেন, পা টলতে লাগল। কী না-জানি সে দেখবে। কী না-জানি সে শুনবে মার মুখের থেকে। প্রস্তরময়ী প্রাণময়ী হয়ে উঠবে, জড়পুত্তলি হয়ে উঠবে সুভাষিণী।

মন্দিরে আর কেউ নেই। শুধু নরেন আর ভবতারিণী।

কী দেখল নরেন চোখ চেয়ে? দেখল অখিল জগতের জননী প্রেম ও প্রসন্নতার নিত্যনির্ঝরিণী হয়ে বিরাজ করছেন। সৌম্যা সুন্দরী আর্তহারিনী। সহাস্য নয়নোজ্জ্বলা হয়ে সংসারে সমারূঢ়া হয়ে আছেন। কোথাও শোক নেই, দুঃখ নেই, আর অভিযোগ নেই।

ত্রিলোকমোহিনী মূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে নরেন আর কী প্রার্থনা করবে? প্রণাম করে ভক্তিবিহবল হৃদয়ে বলে উঠল, 'মা, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও।'

তন্ময়ের মতো ফিরে এল ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর চঞ্চল হয়ে উঠলেন, 'কী রে, গিয়েছিলি মার কাছে? চেয়েছিলি টাকাকড়ি?'

নরেন বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইল।

'কী রে, বলেছিলি আমার সংসারের দুঃখকষ্ট দূর করে দাও।'

'কী আশ্চর্য, সব ভুল হয়ে গেল। এখন কী হবে?' অসহায়ের মতো মুখ করলো 'যা, যা, ফের যা।' ঠাকুর তাঁকে ঠেলে দিলেন মন্দিরের দিকে। 'গিয়ে ফের প্রার্থনা কর। মনের কথা মাকে না বলবি তো কাকে বলবি? কেন ভুল হবে? মাকে গিয়ে বল, মা, আমাকে চাকরি দে, আরাম দে, স্বাচ্ছন্দ্য দে'

নরেন আবার এসে দাঁড়াল ভবতারিণীর সম্মুখে।.....'

'মা, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও।'

আবার ফিরে এল ঠাকুরের কাছে।

'কী রে, এবার চেয়েছিলি ঠিক্ ঠিক্?'

'পারলুম না। এল না মুখ দিয়ে।'

'সে কী কথা? তুই আনাড়ি, না আকাট?

'মাকে দেখা মাত্রই কীরকম একটা আবেগ আসে।' নরেন বলতে লাগল মুগ্ধের মতো, 'যা চাইব বলে ভেবেছিলুম, তা আর মনে করতে পারলুম না।'

'দূর ছোঁড়া! নিজেকে একটু সামলে নিবি'। ঠাকুর যেন তাঁকে শিখিয়ে দিলেন, 'গোড়াতেই তলিয়ে যাবি নে। সামলে নিয়ে চারদিক বুঝে সমঝে মাথা ঠান্ডা করে চাইবি। যা, আরেকবার গিয়ে চেষ্টা কর, এমন সোনার সুযোগ আর আসবে না।'

নরেনকে আবার তিনি ঠেলে দিলেন। নরেন আবার এসে পৌঁছুল মন্দিরে।....

'আর কিছু চাই না মা, আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও।'

বারে বারে প্রণাম করতে লাগল নরেন।

'কী রে, চাইলি এবার?' ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুর।

'চাইতে লজ্জা করল'। 'লজ্জা করল।' আনন্দে হাসতে লাগলেন ঠাকুর। নরেন বসল তাঁর পদচ্ছায়ে।

শব্দার্থ : অবাক-বিস্মিত, কষ্ট-দুঃখ /যন্ত্রনা, অখিল-সমগ্র, পুত্তলিকা-পুতুল, সুরাহা-সমাধান, পরিচয়-পরিচিতি, সুভাষিণী- যিনি চমৎকার কথা বলেন, নীরব-চুপ থাকা, ত্রিলোক-তিন ভূবন, অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, সন্তুষ্ট-খুশি, ভক্তি-গভীর শ্রদ্ধা, অভিযোগ-নালিশ, সাহায্য-সহায়তা।

পাঠন পরামর্শ : শিক্ষার্থীদের সংলাপটি সরবে পড়তে বলবেন। নরেন মা ভবতারিণীর নিকট কি চাইতে গিয়ে কি চাইলেন তা বুঝিয়ে বলবেন। গল্প গঠনের পদ্ধতি বুঝিয়ে দেবেন এবং নিজের মন থেকে নতুন গল্প রচনা করতে উৎসাহিত করবেন। এমন আরও অনেক মহামানবদের সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের বলবেন এবং তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে প্রেরিত করবেন।

পাঠ থেকে

চলো, এবার আমরা এই পাঠটি একটু আরও বিস্তারিতভাবে বুঝে নিই। সামনে দেওয়া কার্যক্রমগুলো এতে তোমাদের সাহায্য করবে।

আমি যা বুঝলাম

চলো, এবার আমরা গল্প 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন' সম্পর্কে কিছু আলোচনা করি।

(ক) তোমার পড়া ও বোঝা অনুযায়ী নীচে দেওয়া প্রশ্নগুলোর মধ্যে কোনটি সঠিক উত্তর, তার সামনে তারা (*) চিহ্ন দাও

(১) শ্রীরামকৃষ্ণদেব কার পূজা করতেন?

- কালী ☐
- দুর্গা ☐
- রাম ☐
- কৃষ্ণ ☐

(২) ভবতারিনীর কাছে গিয়ে নরেন প্রথমবার কি চাইলেন?

- মা আমায় অর্থ দাও ☐
- মা আমায় ঐশ্বর্য দাও। ☐
- মা আমায় যশ দাও। ☐
- মা জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বৈরাগ্য দাও। ☐

(খ) তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করো, কেন তুমি এই উত্তরগুলোই বেছে নিয়েছ।

শিরোনাম

(ক) তুমি যে গল্পটি পড়েছ, তার নাম অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন' রেখেছেন। তোমরা দলগতভাবে আলোচনা করে লেখো তিনি এই গল্পের এমন নাম কেনো দিয়েছেন?

(খ) যদি তুমি এই গল্পটির অন্য কোনো নাম দিতে, তবে কী নাম দিতে, কেন এমন নাম ভেবেছ, তাও লেখো।

পঙ্‌ক্তিগুলোর উপর আলোচনা

- গল্প থেকে বেছে এখানে কিছু পঙ্‌ক্তি দেওয়া হয়েছে। সেগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং ভেবে দেখো এর অর্থ তুমি কী বুঝেছ? তোমার ভাবনা তোমার দলের সঙ্গে আলোচনা করে নাও এবং নিজের মতামত প্রকাশ করো।

  ''তবে আর ভয় নেই।'' আকুল হয়ে রাত্রির প্রতীক্ষা করতে লাগল নরেন। প্রার্থনা করা মাত্রই রাত্রির অবসান হয়ে যাবে। সম্পদে সৌন্দর্যে ভরে উঠবে ঘর দুয়ার। ক্লেশভার কাঁধে নিয়ে পালিয়ে যাবে দারিদ্র্য। উচ্ছল দক্ষিণ বাতাসের মতো-আসবে এবার স্বচ্ছলতা।

  ''কত সহজ সমাধান। শুধু প্রণাম আর প্রার্থনা। শুধু স্বীকৃতি আর সমর্পণ।''

চিন্তাভাবনার জন্য

গল্পটি আবার একবার পড়ে নাও। নীচের বিষয়গুলোর সম্পর্কে খুঁজে দেখো ও লেখো।

(ক) নরেন কিসের আশায় আকুল হয়ে রাত্রির প্রতীক্ষা করতে লাগলেন?

(খ) নরেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে কেন এসেছিলেন?

গল্পের গঠন

- ''যেন নেশা করেছে নরেন, পা টলতে লাগলো। কী না জানি সে দেখবে। কি না জানি সে শুনবে মা'র মুখের থেকে। প্রস্তরময়ী প্রাণময়ী হয়ে উঠবে, জড়পুত্তলি হয়ে উঠবে সুভাষিনী।
- এই বাক্যগুলো পড়ে চোখের সামনে দৈব নেশায় মাতাল নরেনের ছবি ভেসে ওঠে। এটি চিত্রময় ভাষা। মনোযোগ দিলে এই পাঠে এমন আরও অনেক বিশেষ দিক দেখতে পাবে।

গল্পটি একবার মন দিয়ে পড়ো। এই গল্পে আর কোন কোন বিশেষ বিষয় তোমার চোখে পড়ে? নিজের খাতায় সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

অভিনয়-

- গল্পে নরেন ও শ্রীরামকৃষ্ণের কথাবার্তা সংলাপের আকারে দেওয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে তারা দু'জন কীভাবে কথা বলে। নিজের দল নিয়ে একসঙ্গে প্রস্তুতি নাও এবং গল্পের এই অংশটি শ্রেণীকক্ষে অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করো। প্রতিটি দল থেকে একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী শ্রেণীকক্ষের সামনে এসে এক একটি সংলাপ অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে বলে দেখাবে ।

ব্যাকরণ-

- **পদ পরিবর্তন করো (বিশেষ্য থেকে বিশেষণ)**

ক) সোনা	খ) মাটি	গ) জল
ঘ) দেশ	ঙ) বুদ্ধি	চ) সৌন্দর্য

ক্রিয়া কাকে বলে, উদাহরণ দাও।

নিম্নলিখিত লিঙ্গ পরিবর্তন গদ্য থেকে খুঁজে লেখো।

১) দেবতা   ২) বাবা   ৩) বোন   ৪) চঞ্চলা

নিম্নলিখিত বিষয়ে যে কোন একটির তোমার নিজের ভাষায় সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখো।

ক) পরিবেশ দূষণ   খ) সমাজসেবা   গ) শিক্ষা

- **পাঠ ব্যতিরেক**

পরবর্তী কাহিনী

'শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন' গল্পটি যেখানে সমাপ্ত হয়েছে তার পরবর্তীতে কি হতে পারে তোমার কল্পনার মাধ্যমে লেখো।

ইতিহাসের পাতা থেকে....

যুগপুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের জীবনী

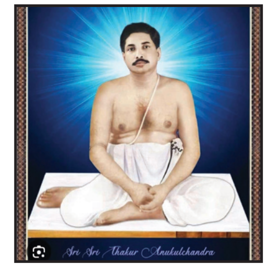

শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র (১৮৮৮-১৯৬৯) ছিলেন একজন বাঙালি ধর্মগুরু, চিকিৎসক এবং 'সৎসঙ্গ' নামক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ১৮৮৮ সালে ১৪ই সেপ্টেম্বরে শুক্রবার বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার হিমাইতপুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে আবির্ভূত হন। তাঁর পিতার নাম শিবচন্দ্র চক্রবর্তী ও মাতার নাম মনোমোহিনী দেবী। ছোট্ট বয়স থেকেই তাঁর অসাধারণ মেধা ও ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি অগাধ ভক্তিশ্রদ্ধার জন্য সবার প্রিয় ছিলেন তিনি। হিমাইতপুরের পাঠশালা ও পাবনা ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা শেষ করে তিনি কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ থেকে হোমিওপ্যাথিতে ডাক্তারি ডিগ্রী অর্জন করেন। কর্ম জীবনে তিনি গ্রামে গ্রামে গরীব, দুঃখী মানুষদের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা দূর করতে থাকেন।

এই সময় তিনি কীর্তনের দল তৈরী করে গ্রামে গঞ্জে কীর্তন করতেন। কীর্তন করার সময় প্রায়ই তিনি ভাবসমাধি হতেন। ভাবসমাধি অবস্থায় তাঁর শ্রীমুখ দিয়ে বিভিন্ন ভাষায় বাণী বের হত। সেই সকল বাণী 'পূণ্যপুঁথি' নামক গ্রন্থে সংকলিত আছে। তখন থেকে সহজভাবে মানুষ তাঁকে ঠাকুর বা ভগবান বলে ডাকতে শুরু করে ও গুরুরূপে গ্রহণ করে।

এই আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁর জীবনের মাধ্যমে 'যজন, যাজন ও ইষ্টভৃতি'র আদর্শ প্রচার করেছেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য সৎ-নির্দেশনা প্রদান করে গেছেন। তাঁর দর্শনের মূলকথা হলো 'মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর', তিনি ছিলেন যুগ পুরুষোত্তম, যিনি সত্যনিষ্ঠা, সৎকর্ম এবং দীক্ষার মাধ্যমে মানুষের সেবা করার নির্দেশ দিতেন। তাঁর শিক্ষা মানবতাবাদী এবং এটি ধর্ম, সমাজনীতি, বিজ্ঞান ও অর্থনীতির সমন্বয়ে গঠিত। তাঁর বলিষ্ঠ বাণী অর্থ, মান, যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হ'য়ো না, সাবধান হও ঠকবে তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেহ তোমার কেন্দ্রও নয়, ঠাকুরও নয় ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা।

মানুষের আধ্যাত্মিক, জাগতিক ও শারীরিক উন্নতি প্রকল্পে তিনি 'সৎসঙ্গ' আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত। এই সংগঠনের মূল ভিত্তি হল শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও সুবিবাহ। Be concentration to living Ideal তিনি বিশ্বাস করতেন শারীরিক সুস্থতার জন্য মানসিক সুস্থতা জরুরী। তাঁর আদর্শ সৎসঙ্গ আশ্রমে তিনি তপোবন বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, কল-কারখানা ও ছাপাখানা আদি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৪৬ সালে ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানে আবার নতুন করে সুন্দর আশ্রম তৈরী করেন। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই সকলেই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এসে সম্মিলিত হয় সৎসঙ্গ আশ্রমে শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণতলে, দেওঘর ঠাকুর বাড়ি। ইষ্টানুরাগী কর্মের মাধ্যমে সুযোগ্য নিষ্ঠাবান আদর্শবান মানুষ তৈরী করাই হল সৎসঙ্গের লক্ষ্য। দেশ ও বিদেশে ঠাকুরের কোটি কোটি ভক্তবৃন্দ তাঁকে গুরুরূপে গ্রহণ করেছে। তাঁর হাজার হাজার মন্দির তৈরি করে তাঁকে ভগবান জ্ঞানে স্থাপনা করে বাঁচা-বাড়ার পথ পেয়েছে। দেওঘর ঠাকুর বাড়িতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাবেশ হয় এবং তারা মহানন্দে আনন্দবাজারে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে ধন্য হয়।

শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ৮২টি বাংলা ও ১২টি ইংরেজি গ্রন্থ রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে পুণ্যপুঁথি, অনুশ্রুতি, চলার সাথী, শাশ্বতী ইত্যাদি।

সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা যুগপুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ২৭ শে জানুয়ারী ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের ঝাড়খণ্ডের পুণ্যভূমি দেওঘরে ইহলীলা শেষ করে পরলোক গমন করেন।

(সংকলিত)

- **উপরের অনুচ্ছেদটি পড়ে তার সারমর্ম লেখো ও পাঁচটি প্রশ্ন তৈরি করো।**

পড়ো ও বলো

১১. ভরদুপুরে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কবি পরিচিতি

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (জন্ম-১৯২৪ সালে, মৃত্যু ২০১৮) জন্মস্থান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি। তাঁর কবিতায় সাধারণ মানুষের জীবন, প্রকৃতি ও সমাজের বাস্তবতা সহজ ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন এবং শিশু কিশোর সাহিত্যেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। সত্যযুগ পত্রিকার সাংবাদিকরূপে কর্ম জীবন শুরু করেন, পরবর্তীকালে আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন, বহুদিন তিনি আনন্দমেলা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন।

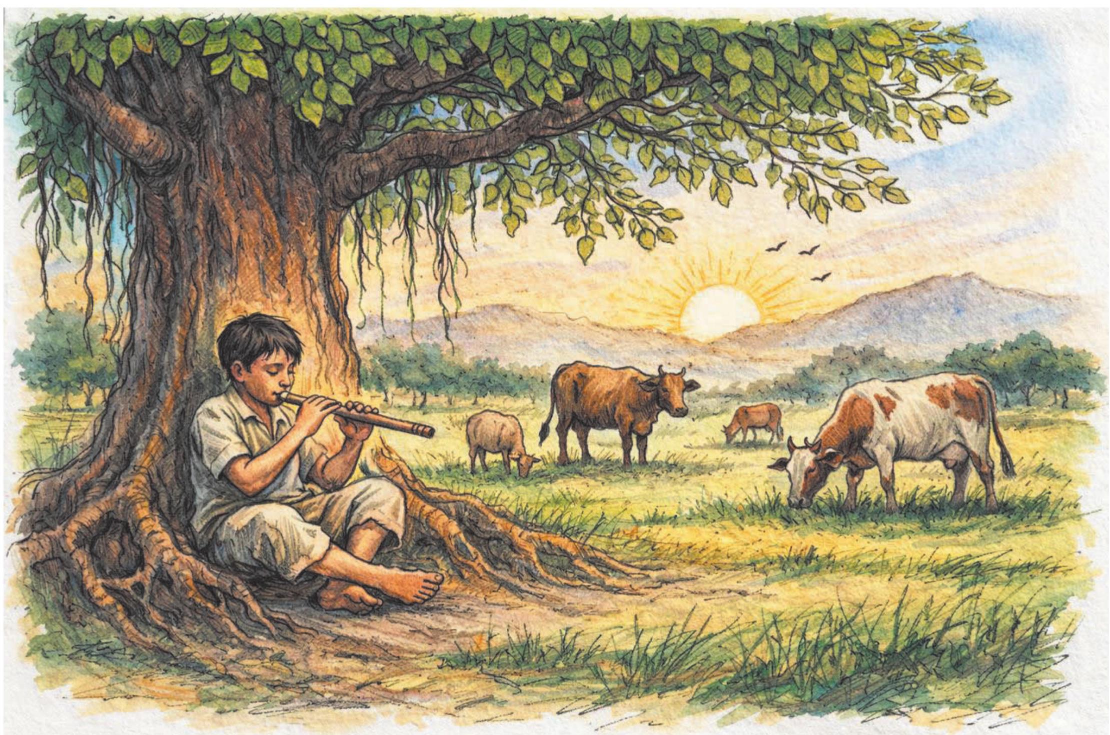

ওই যে অশথ গাছটি, ও তো
পথিকজনের ছাতা,
তলায় ঘাসের গালচেখানি, আদর করে পাতা।
চরছে দূরে গোরুবাছুর,
গাছের তলায় শুয়ে,
দেখছে রাখাল মেঘগুলো যায় আকাশটাকে ছুঁয়ে।

পাঠন পরামর্শ : কবির পরিচয় বিস্তারিত ভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে বলবেন। উপরে দেওয়া চিত্রে একটি কবিতার ভাবার্থ ও সারমর্ম আলোচনা করবেন। শব্দের অর্থগুলি, দুপুর বেলার ধারনা শিক্ষার্থীদের বলবেন। শিক্ষার্থীদের কবিতাটি মুখস্থ করতে বলবেন যাতে তারা কোন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করতে পারে।

খোলের মধ্যে বোঝাই করে
শুকনো খড়ের আঁটি
নদীর ধারে বাঁধা কাদের, ওই বড়ো নৌকাটি।
কেউ কোথা নেই, বাতাস ওড়ায়
মিহিন সাদা ধুলো,
ভরদুপুরে যে যার ঘরে, ঘুমোচ্ছে লোকগুলো।
শুধুই কী আর মানুষ ঘুমোয়,
যে জানে, সেই জানে
আঁচল পেতে বিশ্বভুবন
ঘুমোচ্ছে এইখানে।

অলস দুপুরে মা মাটির ঘরের দাওয়ায় আঁচল পেতে শুয়ে আছে

শব্দার্থ : পথিক - পদচারী / যাত্রী, পরিক্রমণ - চারদিকে ঘোরা, ছায়া - রোদ থেকে বাঁচার আশ্রয়, চরছে - ঘাস খাচ্ছে, গোরু-বাছুর-গরু ও তার বাচ্চা, গাছের তলায় - গাছের নিচে, রাখাল - গরু/ ভেড়া চরানো ব্যক্তি, বাঁধা - আটকানো/ বেঁধে রাখা, বাতাস ওড়ায় - হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে - ঘুমাচ্ছে, মিহিন সাদা ধুলো - খুব সূক্ষ্ম সাদা ধুলো, বিশ্বজন-সারা বিশ্বের মানুষ, আঁচল - শাড়ির প্রান্ত ভাগ।

পাঠন পরামর্শ : কবিতাটি লয়, তাল ও অঙ্গভঙ্গীর সহিত শিক্ষার্থীদেরকে আবৃত্তি করে শোনাবেন এবং ওদেরকেও আবৃত্তি করতে উদ্বুদ্ধ করবেন। অলংকারের বিভিন্ন প্রকার বুঝিয়ে উদাহরণ লিখতে সাহায্য করবেন। অলংকার ব্যবহার করে কবিতা রচনা করতে উৎসাহিত করবেন।

পাঠ থেকে

চলো, এবার আমরা এই পাঠটি একটু আরও বিস্তারিতভাবে বুঝে নিই। সামনে দেওয়া কার্যক্রমগুলো এতে তোমাদের সাহায্য করবে।

আমি যা বুঝলাম

নীচে দেওয়া বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তরের সামনে (✓) দাও -

১) পথিকের ছাতা-

- আমগাছ ☐
- কাঁঠাল গাছ ☐
- অশথ গাছ ☐
- বাঁশ গাছ ☐

২) চরছে দূরে-

- বাঘ - সিংহ ☐
- কুকুর - বিড়াল ☐
- হরিণ - শিয়াল ☐
- গরু - বাছুর ☐

৩) খোলের মধ্যে বোঝাই করে-

- শুকনো খড়ের আঁটি ☐
- শুকনো কলার পাতা ☐
- শুকনো আম পাতার বস্তা ☐
- শুকনো ঘাসের আঁটি ☐

নীচে পাঠ থেকে দেওয়া শব্দ গুলির জোড়া মেলাও

স্তম্ভ - ১	স্তম্ভ - ২
অশথ	মানুষ ঘুমায়
গরু	খড়ের আঁটি
শুকনো	সাদা ধুলো
মিহিন	ছাতা
ভরদুপুরে	বাছুর

এক বাক্যে উত্তর লেখো।

ক) অশথ গাছকে পথিক জনের ছাতা বলা হয়েছে কেন?

খ) রাখালরা গাছের তলায় শুয়ে কী দেখছে?

গ) নদীর ধারের কোন দৃশ্য কবিতায় ফুটে উঠেছে?

ঘ) বিশ্বভুবন কী পেতে ঘুমোচ্ছে?

কবিতা থেকে মিত্রাক্ষর শব্দের জোড়া খুঁজে লেখো।

ক) .... খ) ....

গ) .... ঘ) ....

নীচের শব্দগুলির সমার্থক শব্দ কবিতা থেকে খুঁজে লেখো।

ক) তৃণ ....

খ) গোরক্ষক ....

গ) পৃথিবী ....

ঘ) জলধর ....

বাক্য রচনা করো।

ক) ছাতা ....

খ) রাখাল ....

গ) বাতাস ....

ঘ) নদী ....

পাঠ ব্যতিরিক্ত

প্রদত্ত কবিতায় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দুপুরবেলার সামান্য পটভূমিকার উপর অসাধারণ ও অত্যন্ত মনোরম একটি কবিতা রচনা করেছেন।

ক) ইন্টারনেটের সাহায্যে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিভিন্ন কবিতা পড়ো।

খ) 'সকাল' এই শিরোনামে নিজের ভাষায় একটি কবিতা লেখো।

নিম্নলিখিত অলংকারগুলির উদাহরণ তোমরা দলগত ভাবে আলোচনা করে লেখো-

অ) যমক অলংকার ....

আ) উপমা অলংকার ....

ই) শ্লেষ অলংকার ....

ঈ) অনুপ্রাস অলংকার ....

উ) ব্যতিরেক অলংকার ....

লোক সাহিত্য

ধাঁধা- (উত্তর সহ)

১) আমি কথা বলিনা, কিন্তু অনেক গল্প বলি।
আমার অনেক পাতা, কিন্তু আমি গাছ নই, আমি কে?
উত্তর - বই।

২) আমার মুখ আছে কিন্তু আমি কথা বলিনা, আমার শরীর আছে কিন্তু আমি চলিনা, আমি কে?
উত্তর - ঘড়ি।

৩) আমার অনেক দাঁত আছে কিন্তু আমি কামড়াই না।
বলোতো আমি কে?
উত্তর - চিরুনী।

তোমরাও এরূপ আরও পাঁচটি ধাঁধা লিখে আনবে।

খনার বচন : -

১) মঙ্গলে ঊষা বুধে পা যথা ইচ্ছা তথা যা। (যাত্রার শুভ সময়)
২) আঁতে তিতা, দাতে নুন, উদর ভরো তিন কোন। (সুষম খাদ্য)
৩) আমে ধান, তেঁতুলে বান। (ফসল সম্পর্কে পূর্বাভাস)
৪) যদি হয় সুজন, এক পিঁড়িতে নজন। (মিলে মিশে থাকা)
৫) যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজা পুণ্য দেশ। (মাটির উর্বরতা সম্পর্কিত)

লোককথা

বাঁশিওয়ালা ও ইঁদুর

জার্মানির হ্যামিলন শহরে ইঁদুরের অত্যাচারে ভরে গিয়েছিল এবং মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এক রঙিন পোশাকের বাঁশিওয়ালা এসে দাবি করেন যে তিনি তার বাঁশির সুরে শহরের সব ইঁদুর তাড়িয়ে দেবেন। এবং মোটা অংকের পুরস্কার দাবি করেন। সকলে রাজি হয়ে যায়। বাঁশিওয়ালা বাঁশি বাজানো শুরু করলে সমস্ত ইঁদুর তার পিছু পিছু বেরিয়ে আসে এবং ওয়েজার নদীতে ডুবে মারা যায়। ইঁদুর মুক্ত হলে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বাঁশিওলাকে তার প্রাপ্য পারিশ্রমিক দিতে অস্বীকার করে এবং কম টাকা দিতে চায়। রাগে ও অপমানে বাঁশিওয়ালা আবার বাঁশি বাজান, এবার তার সুরে শহরের সমস্ত শিশু তার পিছু পিছু পাহাড়ের দিকে চলে যায় এবং চিরতরে হারিয়ে যায়।

স্লোগান লেখা

১) জয় জওয়ান জয় কিষান
২) বন্দে মাতরম
৩) ইনক্লাব জিন্দাবাদ
৪) করো অথবা মরো
৫) মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন
৬) স্বচ্ছ ভারত সুস্থ ভারত

- **এ ছাড়াও তোমরা এরকম স্লোগান সংগ্রহ করে একটি খাতায় লেখো।**
- **তোমাদের বিদ্যালয়ে উদ্‌যাপিত গণতন্ত্র দিবস' উপলক্ষে এমন একটি ভাষণ তৈরি করো যাতে যমক, শ্লেষ, অনুপ্রাস ও অন্যান্য অলংকারের উদাহরণ পাওয়া যাবে।**

১২. আমাজনের উৎস সন্ধানে

প্রবোধকুমার সান্যাল

লেখক পরিচিতি

প্রবোধকুমার সান্ন্যাল- জন্ম ৭ জুলাই ১৯০৫ সাল, মৃত্যু ১৭ এপ্রিল, ১৯৮৩ সাল। পিতার নাম রাজেন্দ্রলাল সান্যাল। ত্রিশের দশকে বাংলায় একদল শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রবোধ কুমার এই লেখক গোষ্ঠীরই অন্তর্ভূক্ত এক জনপ্রিয় সাহিত্যিক। একাধারে তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার ভ্রমণ কাহিনী লেখক এবং কিশোর-কিশোরীদের প্রিয় লেখক। আফ্রিকার দূরন্ত সাহারা মরুভূমি অভিযানকে কেন্দ্র করে লেখকের লোমহর্ষক অভিযানমূলক-কাহিনী 'সাহারা অভিযান' আজও বাংলার কিশোর-কিশোরীদের প্রিয় গ্রন্থ।

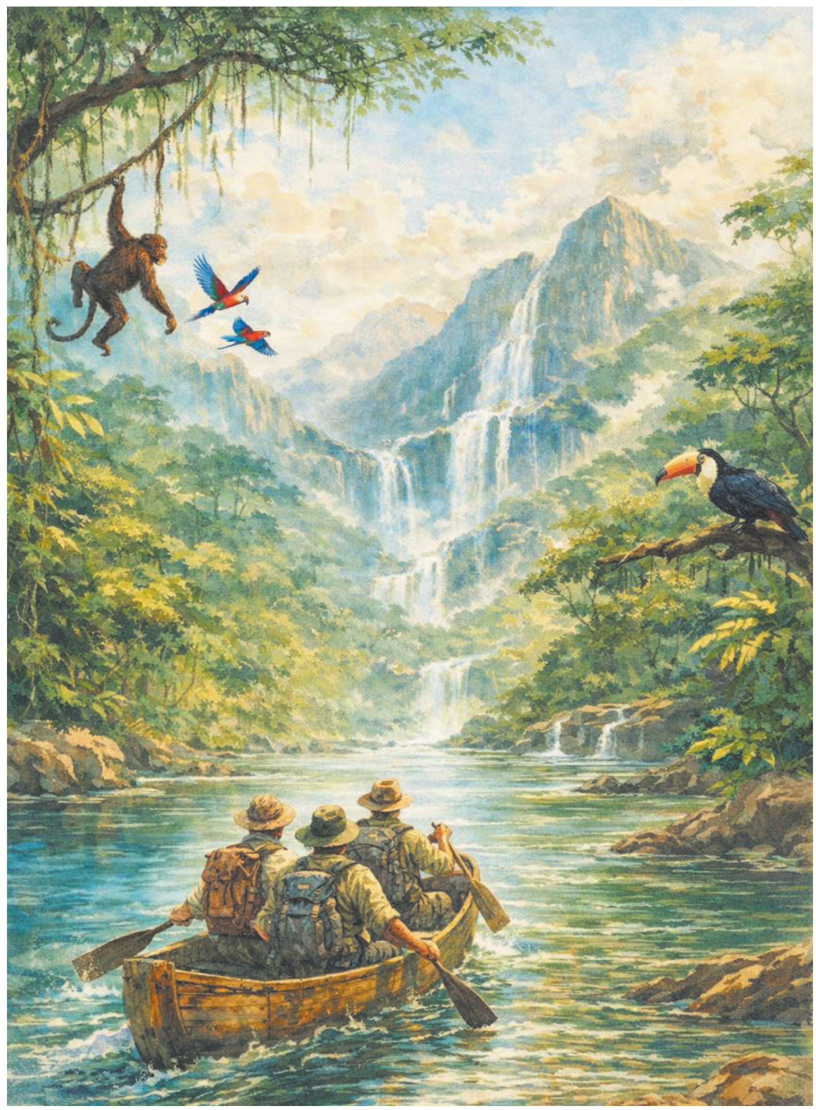

ছেলেটির নাম ডন। তার বাড়ি ছিল পেরু প্রদেশের এক শহরে। শহরের এক ভূগোল সমিতির সভ্য ছিল সে। তার দুটি নীল চোখ ছিল অনাবিষ্কৃত পৃথিবীর স্বপ্নে ভরা। তার মন ছুটে চলত নদী প্রান্তর অরণ্য পর্বত সমুদ্র অতিক্রম করে যেন অজানা কোনো জগতের দিকে। ডনের ছিল সুন্দর বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, অটুট সংকল্প, অলস জীবনযাত্রার প্রতি অসীম বৈরাগ্য। তার প্রাণ কেবলই ছুটে যেত যেদিকে দুঃখ ও দুর্ভোগ, দুর্গম ও দুর্যোগ, অন্ধকার ও কষ্টসহিষ্ণুতা সেদিকে। সেখানেই তৃপ্তি খুঁজে পেত সে।

এই ডন একদা তার ভাই গ্রেগরি ও আর ছয়জন বিশ্বাসী

পাঠন পরামর্শ : শিক্ষার্থীদের লেখকের পরিচয় বিস্তারিত ভাবে জানাবেন। লেখকের লোমহর্ষক ভ্রমণ কাহিনি শোনাবেন যাতে শিক্ষার্থীরা ভ্রমণ কাহিনী পড়তে উৎসাহী হয়। পাঠের এক এক অনুচ্ছেদ পড়ে শোনাবেন। বানান ও শব্দার্থের উপর জোর দেবেন ও শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। পাঠ পড়ে তার সারমর্ম শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।

তরুণকে সঙ্গে নিয়ে আমাজনের পথে বেরিয়ে পড়ে। তাদের চোখে ছিল দুর্গমের স্বপ্নাবেশ। তাদের প্রাণের পিপাসা ছিল অদম্য, তাই কোনো বিপদের কথা তারা ভাবল না। দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যের বিভীষিকা, দিশাহারা আমাজনের রহস্যময় পথ, অনাহার ও মৃত্যুভয়, নরখাদকের আক্রমণ, প্রকৃতির উৎপীড়ন এসব কিছুই তারা গ্রাহ্য করলো না। কল্পনার আকাশে সোনার স্বপ্নের জাল বুনে সেই দুঃসাহসী তরুণের দল উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে পাহাড়-পর্বত, অতিক্রম করে চলেছে দুর্গম অরণ্য। রাতের দিকে গাছের তলায় তারা আশ্রয় নেয়, নরখাদকের ভয়ে আগুন জ্বালাতে না পেরে শীতে ঠকঠক করে কাঁপে। ওরই মধ্যে আবার আছে সহস্র বিষাক্ত ডাঁশের আক্রমণ। এইভাবে ক্লান্ত দেহে দিনের পর দিন তারা চলতে লাগল। অরণ্যের ভিতরে অল্প অল্প করে যখন রাত্রিছায়া নামতে থাকে, ডনের বন্ধুরা যেন দেখতে পায় তাদের ঠাকুমার কাছে শোনা রূপকথার শত শত প্রেতমূর্তি গাছের ডালে ডালে ঘুরে তাদের যেন অবরোধ করছে। চারদিকে যেন ভয়ংকরের করাল ছায়া। আবার দেখা যায়, সহসা সেই অরণ্য যেন আপন ভাষায় মুখর হয়ে উঠেছে বানরের চিৎকারে, বন্য জানোয়ারের গর্জনে এবং নরখাদক পাখির বিকৃত আওয়াজে। এ পথে কোথায় কী আছে, কোন্ দেশে কোন্ রাজ্য, কোন্ নদীর পর কোন্ নদী এ সমস্ত খবরই তো তাদের কাছে অজ্ঞাত। সেই অজ্ঞাতের খবর নেবার জন্যই তো তারা বেরিয়ে পড়েছে ঘরের আরাম ছেড়ে।

নদীর ধারে কাঠকুটো সংগ্রহ করে তারা সব বন্ধু মিলে একটা ভেলা বানাল। অনেক ছোটো বড়ো নদী পার হয়ে চলতে হবে তাদের, তাই ভেলা অপরিহার্য। আহারের সংস্থান হল বুনো কলা। নদীতে প্রচুর মাছ, কিন্তু সঙ্গে ছিপ বা জাল নেই। তা ছাড়া নদীতে তখন প্রবল স্রোত, মাছ ধরা দুঃসাধ্য। খরস্রোতের ধাক্কায় একদিন হঠাৎ তাদের ভেলাটি গেল ভেঙে। ঢেউয়ের আবর্তে পাক খেয়ে সেই ভেলাটি কোথায় ভেসে চলে গেল। সেই বিপদের মধ্যে কাঠের তক্তা আঁকড়ে ধরে বীর বালকের দল স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধে মাতল। এইভাবে রাত্রি প্রভাত হল। নদীর তীরভূমিতে এমন সময় দূরে একদল বর্বর সহসা তাদের লক্ষ করল, বন্য ভাষায় কী যেন চিৎকার করে বলে উঠল। দেখতে দেখতে কয়েকটি সাংঘাতিক বিষ মাখানো তীর তাদের দিকে ছুটে এল। কী ভাগ্য, একটাও তাদের গায়ে লাগল না, ওরা দৈবাৎ বেঁচে গেল। চলতে চলতে এরা আবার একদল জংলি নরখাদককে দেখতে পেয়েছিল। তারা যেন একটু ভদ্র, অর্থাৎ ডনের এই তরুণ দলকে দেখেও কিছু বললে না, অরণ্যের মধ্যে তারা গা ঢাকা দিল। ডনের দল তাদের জন্য কিছু উপহার রেখে দিয়ে অন্তরালে রইল। সেই জংলিরা ফিরে এসে সেগুলি পেয়ে খুশি হল। তাদের সঙ্গে ভাব করে ডন একখানা সালতি নৌকা সংগ্রহ করল।

ডনের নৌকা চলেছে পাঁচশো মাইল নদীপথ পেরিয়ে তারা আমাজানের প্রধান শাখায় এসে উত্তীর্ণ হল। এর আগে এই নদী আর কেউ কোনোদিন অতিক্রম করেনি। কত পর্বত কন্দর, কত জটিল পথ, কত হিংস্র মানুষ ও পশুর আক্রমণ কিন্তু সমস্তকে অস্বীকার করে ডনের দল এগিয়ে চলল তারা। ক্রমে বিশাল আমাজনের বিপুল কল্লোল শুনতে পেল। তারা হতাশ হল না হায়, ভাগ্যের কী কুটিল কটাক্ষ জলের নীচে পাহাড়ের চোরা গুহার আবর্ত তারা কেউ লক্ষ করেনি।

সহসা তাদের সালতিটি খরস্রোতে ঘুরপাক খেয়ে এক পাহাড়ের কানায় আঘাত করল সাংঘাতিকভাবে। সেই ভয়াবহ ক্ষুব্ধ জলস্রোতে তাদের সবাই নদীর তলায় তলিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে সবাই নিশ্চিহ্ন। কিন্তু দেখা গেল, মাত্র দুটি বালক জলের ধাক্কায় পাহাড়ের কিনারা আঁকড়ে ধরে কোনোরকমে আত্মরক্ষা করেছে।

সেই নিরুপায় বন্ধু দুটি পাহাড়ের কিনারায় আত্মরক্ষা করে কাঁদতে লাগল তাদের দলপতি ডনের জন্য ও অন্যান্য সঙ্গীদের জন্য। কয়েকজন ব্রাজিল বাসী সেই বন্ধু দুটিকে দেখতে পেয়ে নিজেদের গ্রামে নিয়ে গেল অসীম সমাদরে।

কিন্তু ডন ! সে আজ কোথায় ! তার গৌরব আজ কে নেবে !

শব্দার্থ : সমৃদ্ধি - উন্নতি/প্রাচুর্য, স্বপ্ন - কল্পনা, বলিষ্ঠ - শক্তিশালী, সাহসী-ভয়হীন, বিরাগ-অনাগ্রহ / অনিচ্ছা, দুর্দশা- খারাপ অবস্থা, দুর্যোগ - বিপদ /প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দলবল - সঙ্গী-সাথী, ঝুঁকি - বিপদের সম্ভাবনা, ভেলা-কাঠ / বাঁশ দিয়ে বানানো নৌকা, আক্রমণ - হামলা, বন্যজন্তু - বনের পশু, চিৎকার - জোরে আওয়াজ, অবশেষে - শেষে।

পাঠন পরামর্শ : শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাহস ও সন্ধান করার প্রতি রুচি নির্মাণ করতে প্রবুদ্ধ করবেন। পাঠনের সাথে সাথে রোমাঞ্চকর কাহিনী এবং দুর্গম পরিস্থিতিতে বিজয়লাভের কথা শোনাবেন। প্রতিবেদন রচনা এবং চিত্রাত্মক তথ্য বুঝতে সাহায্য করবেন। পত্রের বিভিন্ন নিয়মাবলী বুঝিয়ে পত্র লিখতে বলবেন।

পাঠ থেকে

এসো, এখন আমরা এই পাঠটির কার্যকলাপ বুঝে নিই। নিম্নে প্রদত্ত কার্যকলাপ তোমাদের বুঝতে সাহায্য করবে। এসো এই কার্যকলাপ পূর্ণ করি।

আমি যা বুঝলাম

(ক) নিম্নলিখিত প্রশ্নের সঠিক উত্তরের সম্মুখে (✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নাঙ্কিত করো।

(১) ডনের বাড়ি কোথায় ছিল?

- পেরু প্রদেশের এক শহরে। ☐
- মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলী জেলায় ☐
- আমেরিকার ন্যুয়ার্ক শহরে। ☐
- কাশ্মীর প্রদেশের এক শহরে। ☐

(২) মাছধরা দুঃসাধ্য ছিল কেন?

- নদীতে অনেক নুড়ি পাথর ছিল। ☐
- নদীতে মাছ ছিল না। ☐
- নদীতে প্রবল স্রোত ছিল। ☐
- নদীতে অনেক বিষাক্ত সাপ ছিল। ☐

পঙ্‌ক্তির উপর আলোচনা

নীচে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি দেওয়া হয়েছে। এগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো, এর সম্পর্কে চিন্তা করো। নিজে বোঝা ও পড়া অনুযায়ী এর অর্থ বুঝে দলগত ভাবে চর্চা করে খাতায় লেখো।

ক) কল্পনার আকাশে সোনার স্বপ্নের জাল বুনে সেই দুঃসাহসী তরুণের দল উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে পাহাড়-পর্বত, অতিক্রম করে চলেছে দুর্গম অরণ্যে।

খ) সেই বিপদের মধ্যে কাঠের তক্তা আঁকড়ে ধরে বীর বালকের দল স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধে মাতল।

চিন্তাভাবনার জন্য

এই ভ্রমণ বৃত্তান্তটি আর একবার পড়ো এবং নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জেনে নিজের লেখার খাতায় লেখো।

ক) ‘‘এইভাবে ক্লান্তদেহে দিনের পর দিন তারা চলতে লাগল’’ কারা কোথায় এবং কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে তারা পথ চলেছিল?’’

(খ) ‘‘তারা সব বন্ধু মিলে একটা ভেলা বানাল।’’ ভেলা বানানোর কারণ কী?

মিলেমিশে জোড়া মেলাও

পাঠ থেকে কয়েকটি শব্দগুচ্ছ স্তম্ভ - ১ ও স্তম্ভ - ২ এ দেওয়া হয়েছে। দলগত রূপে আলোচনা করে, রেখা টেনে সঠিক জোড়া মেলাও।

স্তম্ভ - ১	স্তম্ভ - ২
ডনের বাড়ি	তাদের প্রাণের পিপাসা
ডনের ভাই	ভেলা বানাল
অদম্য ছিল	পেরু প্রদেশের এক শহরে
কাঠকুটো সংগ্রহ করে	গ্রেগরি

ভ্রমণ বৃত্তান্তের রচনা

- ''সহসা তাদের সালতিটি খরস্রোতে ঘুরপাক খেয়ে এক পাহাড়ের কানায় আঘাত করল সাংঘাতিকভাবে সেই ভয়াবহ ক্ষুব্ধ জলস্রোতে তাদের সবাই নদীর তলায় তলিয়ে গেল।''
- এই বাক্যগুলো পড়ে মনে হয় যেন লেখকের চোখ দিয়েই সেই দৃশ্যটি দেখছি, আমরাও যেন সেই স্থানের ভ্রমণ করছি, যার বর্ণনা লেখক দিয়েছেন।
- এই পাঠটি আর একবার পড়ো এবং এর রচনার প্রতি মন দাও। যদি কোন বিশেষ রচনা তোমার নজরে আসে তার উপর দলগত ভাবে চর্চা করো এবং খাতায় লিখে নাও। যেমন লেখক বলেছেন যে ডন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কীভাবে পৌঁছালো ইত্যাদি।

অনুমান বা কল্পনার মাধ্যমে

ক) 'ডনের ছিল অলস জীবন যাত্রার প্রতি অসীম বৈরাগ্য'। লেখকের এহেন মন্তব্যের কারণ কী?

খ) 'কিন্তু ডন আজ সে কোথায়, তার গৌরব আজ কে নেবে !' তাহলে কি ডনের কোনো গৌরব নেই? যদি নাই থাকে তাহলে এহেন সাহসিকতার অর্থ কী?

নিম্নলিখিত শব্দে নিহিত ছোট ছোট শব্দ খুঁজে লেখো।

১) নরখাদক   ২) আত্মকথা   ৩) জীবনযাত্রা

নীচের শব্দগুলোর সঙ্গে কিছু কার্যকলাপ দেওয়া হয়েছে। এগুলো করার জন্য তুমি অভিধান, গ্রন্থালয় বা তোমার শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাহায্য নিতে পারো।

বিশেষ্যের স্থানে সর্বনামের ব্যাবহার

ছেলেটির নাম ডন। তার বাড়ি ছিল পেরু প্রদেশের এক শহরে। এই পঙ্‌ক্তিতে অধোরেখিত শব্দটির দিকে লক্ষ্য করো। এই বাক্যে এই শব্দটি কার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে? এই শব্দটি ডনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তুমি জানো 'ডন' এখানে বিশেষ্য পদ। যে শব্দগুলো বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম পদ বলে।

নিম্নলিখিত বাক্যে প্রদত্ত সর্বনাম পদ খুঁজে অধোরেখাঙ্কিত করো।

১. তাদের প্রাণের পিপাসা ছিল অদম্য, তাই কোনো বিপদের কথা তারা ভাবল না।

২. এসব কিছুই তারা গ্রাহ্য করল না।

৩. চলতে চলতে এরা আবার একদল জংলি নরখাদককে দেখতে পেয়েছিল।

৪. তারা হতাশ হল না।

পাঠের ভিত্তিতে পরিচয়

- **প্রদত্ত পাঠে পেরু, ব্রাজীল ও আমাজন নদীর উল্লেখ আছে। গ্রন্থালয়ে উপলব্ধ মানচিত্রের সাহায্যে এইদেশ ও নদী চেনো।**

প্রতিবেদন রচনা

- কোনো বিষয় বা ঘটনা শুনে, পাঠ করে বা প্রত্যক্ষ করে যে রচনা সাধারন পাঠকের উদ্দেশ্যে পরিবেশন করা হয় তাকে 'প্রতিবেদন' রচনা বলা হয়। প্রতিবেদন রচনার ভাষা হবে সহজ ও সরল। রচনাটি বাস্তব নির্ভর হতে হবে।

- **প্রতিবেদন :**

চা দোকানির ছেলে বিজয়ের কৃতিত্ব

ফুটপাতের ধারে ছোট্ট চায়ের দোকানের মালিক অজয় দাস। মাসে তার দু-তিন হাজার টাকা রোজগার। তাঁরই ছেলে বিজয়, দৃঢ় মনোবল ও আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে অভাব অনটনকে উপেক্ষা করে নিজের লক্ষে পৌঁছানোর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। লেখাপড়ায় বাবা যেমন উৎসাহ দিয়েছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা তাকে সাহায্য করেছেন, বিনা পয়সায় পড়িয়েছেন। মেধাবী ছাত্র বিজয় ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ায় অত্যন্ত মনোযোগী। মাধ্যমিকে ৭৪৩ নম্বর পেয়ে জেলায় দ্বিতীয় হয়েছিল এবং উচ্চমাধ্যমিকে ৮৩৫ নম্বর পেয়ে পাস করেছিল। পরীক্ষায় সে ইঞ্জিনিয়ারিংএ সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু তা সে গ্রহণ করেনি। তার ইচ্ছা ছিল ডাক্তারি পড়ার। পরের বছর পরিশ্রম ও ইচ্ছাশক্তির ফলে ডাক্তারি পড়ার সুযোগও পায়। ডাক্তার হয়ে সে গ্রামের মানুষের সেবা করছে।
অনেক সজ্জন ব্যক্তি, শিক্ষক, স্বেচ্ছা সেবী সংস্থা বিজয়কে সাহায্য করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তবুও সরকারি সাহায্যের জন্য অজয় বাবুদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

প্রবাদ প্রবচন :

প্রবাদ প্রবচন হল লোক সমাজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার নির্যাস, যা সরল ও চমকপ্রদ ভাবে গভীর সত্য প্রকাশ করে। এগুলো সাধারণত কোন নির্দিষ্ট লেখকের দ্বারা তৈরী না হয়ে কালের বিবর্তনে লোকমুখে প্রচলিত হয় এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থই প্রধান।

উদাহরণ :

- **অভাবে স্বভাব নষ্ট**- কোনো মানুষ অভাবে পড়লে তার স্বভাব বা চরিত্র খারাপ হয়ে যায়।
- **অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী**- সামান্য বিদ্যালাভ করে নিজেকে জ্ঞানী মনে করা, যা বিপদের কারণ হয়।
- **ডাকাবুকো**- দুঃসাহসী বা অতিরিক্ত সাহসী।
- **ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া**- বিপদ মুক্ত হওয়া।
- **ইঁচড়ে পাকা**- অল্প বয়সে পেকে যাওয়া।

বাগধারা :

বাগধারা হলো এমন কিছু শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যা তাদের আভিধানিক অর্থকে ছাপিয়ে বিশেষ কোন প্রসঙ্গ বা পরিস্থিতিতে একটি স্বতন্ত্র, নতুন ও গভীর অর্থ প্রকাশ করে এটি মূলত ভাষার একটি বিশেষ প্রকাশভঙ্গী, যা কথার মাধুর্য আনে।

উদাহরণ :

- **অমাবস্যার চাঁদ**- দুর্লভ দর্শন
- **গোবর গনেশ**- মূর্খ, নির্বোধ
- **টাকার কুমির**- বিশেষ ধনী
- **ইন্দ্র পতন**- বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু
- **কান পাতলা**- সহজে বিশ্বাস করা

পাঠ ব্যতিরিক্ত

নিজের কথা :

- তার প্রাণ কেবলই ছুটে যেত যেদিকে দুঃখ ও দুর্ভোগ, দুর্গম ও দুর্যোগ, অন্ধকার ও কষ্টসহিষ্ণুতা সেদিকে। তোমার জানা এমন অদম্য ইচ্ছাশক্তিযুক্ত ব্যক্তির কথা নিজের দলকে বলো।

চিত্রাত্মক তথ্য (Infographics)

- নীচে দেওয়া চিত্রটি অবলোকন করো। এখানে অনেক তথ্য দেওয়া হয়েছে। একে ‘চিত্রাত্মক তথ্য’ বলে।
- এই চিত্রাত্মক তথ্যের ভিত্তিতে যে কোনো একটি মেলার বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।
- তোমার পছন্দের যে কোন একটি বিষয়ে এই ধরণের চিত্রাত্মক তথ্য তৈরী করো

পত্রলেখন :-

এখানে মহান বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের লেখা একটি পত্র উদ্ধৃত করা হয়েছে। এটা পড়ো। পত্রের নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দলগত ভাবে আলোচনা করে লেখো।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল,
কলিকাতা,
৩০-০৬-১৯৩১

মা,

যদিও ভাবিতেছি কাল ভোরে তুমি আসিবে, তবু তোমার কাছে না লিখিয়া পারিলাম না। তুমি হয়তো ভাবিতেছ, ভগবানের কাছে এত প্রার্থনা করিলাম, তবুও তিনি শুনিলেন না ! তিনি নিশ্চয় পাষাণ, কাহারও বুক ভাঙা আর্তনাদ তাঁহার কানে পৌঁছায় না। আমার পক্ষে ভগবান কি আমি জানি না, তাঁহার স্বরূপ কল্পনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তবু একথাটা বুঝি, তাঁহার সৃষ্টিতে কখনও অবিচার হইতে পারেনা। তাঁহার বিচার চলিতেছে। তাঁহার বিচারের উপর অবিশ্বাস করিও না, সন্তুষ্ট চিত্তে সে বিচার মাথা পাতিয়া নিতে চেষ্টা কর। কি দিয়া যে তিনি কি করিতে চান, তাহা আমরা বুঝিব কি করিয়া !

তোমার নসু,
আলিপুর সেন্টাল জেল,
কলিকাতা।
(সংক্ষিপ্ত)

- **প্রশ্নগুচ্ছ :**

ক) পত্রটি কে লিখেছেন?
খ) পত্রটি কাকে লিখেছেন?
গ) পত্রটি কত তারিখে লেখা হয়েছে?
ঘ) পত্রটি কোথায় বসে লেখা হয়েছে?

তোমাদের গ্রামে কোনো মহাপুরুষদের জন্ম উৎসব উদ্‌যাপিত হয় কি? যদি হয়ে থাকে তার বৈচিত্র নিয়ে দলগতভাবে আলোচনা করো ও শ্রেণী কক্ষে তা প্রস্তুত করো।

১৩. আতিথেয়তা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

লেখক পরিচিতি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে ২৬শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী। গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ শেষ করে কোলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজের পাঠ কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন এবং বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষপদ লাভ করেন। এছাড়া তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষকতা করেন এবং পরে তিনি শিক্ষাবিভাগের ইন্সপেক্টরের পদে কার্যরত ছিলেন। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি বর্ণপরিচয় ১ম, ২য় ভাগ, বোধোদয়, কথামালা, সীতার বনবাস, শকুন্তলা, বেতাল পঞ্চবিংশতি, উপক্রমনিকা ইত্যাদি পুস্তক রচনা করেছিলেন। স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি কেবল বিদ্যাসাগর নন, দয়ার সাগরও ছিলেন। সমাজ সংস্কারক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম আছে। তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলন করেন। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে ১৯ শে জুলাই তিনি পরলোক গমন করেন।

মঙ্গো পার্ক নামে এক ব্যক্তি দেশপর্যটন দ্বারা লোকসমাজে বিলক্ষণ বিখ্যাত হইয়া ছিলেন। তিনি পর্যটন করিতে করিতে আফ্রিকার অন্তঃপাতী বাম্বারা রাজ্যের রাজধানী সিগো নগরে উপস্থিত হইলেন এবং তত্রত্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করিলেন। মধ্যে এক নদীর ব্যবধান আছে উহা উত্তীর্ণ হইয়া রাজবাটীতে যাইতে হইবে। সে দিবস পারঘাটায় এত জনতা হইয়াছিল যে অন্যূন দুই ঘণ্টা কাল তাঁহাকে সেখানে অপেক্ষা করিতে হইল।

পাঠন পরামর্শ : শিক্ষার্থীদের লেখকের পরিচয় ও তাঁর শৌর্যগাথা বলবেন। লেখক কি ভাবে দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর হয়ে উঠেছিলেন তা শোনাবেন, এছাড়া অন্যান্য দুঃসাহসিক ভ্রমন কাহিনী শোনাবেন। পাঠটির সারমর্ম সংক্ষেপে বলবেন।

এই অবকাশে রাজপুরুষেরা রাজার নিকট সংবাদ দিল, মহারাজ- এক হীনবেশ শ্বেতকায় মনুষ্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। শ্রবণ মাত্র নৃপতি আপন এক অমাত্যকে তাঁহার নিকটে পাঠাইলেন। তিনি পার্কের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, আমি রাজকীয় আদেশক্রমে আপনাকে জানাইতেছি আপনি তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে নদী পার হইবেন না। তৎপর অমাত্য কিঞ্চিৎ দূরবর্তী এক গ্রাম দেখাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, আজ আপনি এ গ্রামে রাত্রিযাপন করুন।

পার্ক শুনিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন কিন্তু আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া সেই গ্রামে চলিলেন। পথিমধ্যে রজনী ও ঝড়বৃষ্টি উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি থাকিবার উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিদেশীয় লোক বলিয়া কেহ সাহস করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিল না। সুতরাং তিনি বিলক্ষণ বিপদে পড়িলেন। বিশেষতঃ সেখানে বন্য জন্তুর অতিশয় উপদ্রব। অনাবৃত স্থানে থাকিলে প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব কি উপায়ে নিরাপদে রাত্রিযাপন করিবেন। তিনি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে তিনি অন্য কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া এক বৃক্ষের স্কন্ধদেশে অশ্ব বন্ধন করিলেন। পরে বৃক্ষের উপর বসিয়া রজনীযাপন করিব তাহা হইলে বন্য জন্তুতে আক্রমণ করিতে পারিবে না। এই স্থির করিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় এক বৃদ্ধা কাফরি সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিল ইনি বিদেশীয় লোক, আশ্রয় না পাইয়া ব্যাকুল ও চিন্তান্বিত হইয়াছেন। তখন সে তাঁহাকে তাহার অনুগামী হইতে সঙ্কেত করিল। তদনুসারে তিনি তাহার সমভিব্যাহারী হইলেন।

বৃদ্ধা আপন আবাসে উপস্থিত হইয়া, কুটীরের এক অংশে তাঁহাকে থাকিতে দিল। তাহার কন্যারা গৃহকর্মে ব্যাপৃতা ছিল। সে তাহাদিগকে অগ্রে অতিথি পরিচর্যার আয়োজন করিতে বলিল। তাহারা অবিলম্বে এক বৃহৎ মৎস্য আনিয়া, তাঁহার নিমিত্ত আহার প্রস্তুত করিল এবং পর্যাপ্ত আহার করাইয়া মাদুর পাতিয়া তাঁহাকে শয়ন করাইল। এইরূপে অতিথি পরিচর্যা সমাপ্ত হইলে তাহারা পুনরায় গৃহকর্মে প্রবৃত্ত হইল এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত কর্ম করিতে লাগিল।

কাফরি কন্যারা বোধ হয় শ্রমলাঘবের নিমিত্ত কর্ম করিতে করিতে গান করিতে লাগিল। পার্ক কাফরিভাষা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেন। গান শুনিয়া কাফরিজাতির উপর তাঁহার বিলক্ষণ ভক্তি জন্মিল। দেখিলেন তিনিই তাহাদের গানের বিষয়। গানের মর্ম এই, ঝড় বহিতেছিল বৃষ্টি

পড়িতেছিল। উপায়হীন শ্বেতকায় মনুষ্য ক্লান্ত হইয়া আমাদের বৃক্ষতলে বসিয়া ভাবিতেছিলেন তাঁহার জননী নাই যে দুগ্ধ দেন। স্ত্রী নাই যে আহার প্রস্তুত করিয়া দেন, আইস আমরা শ্বেতকায় মনুষ্যকে আশ্রয় দি। তাঁহার কেহ নাই, তিনি নিরাশ্রয়। কাফরিনারীদিগের দয়া ও সৌজন্য দর্শনে পার্ক মোহিত ও চমৎকৃত হইলেন। সেই রাত্রি তাহারা আশ্রয় না দিলে তাঁহার দুর্গতির সীমা থাকিত না হয়ত প্রাণনাশ পর্যন্ত ঘটিত। রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি গাত্রোত্থান করিলেন, গৃহস্বামিনীর নিকটে গিয়া আন্তরিক ভক্তি সহকারে তাহাকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন এবং তাহার ও তাহার কন্যাদের নিকটে বিদায় লইয়া রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

আফ্রিকার আদিবাসী নৃত্য

শব্দার্থ : পর্যটক - ভ্রমণকারী, রাজধানী - দেশের প্রধান শহর, সাক্ষাৎ - দেখা করা, ব্যবধান- দূরত্ব /ফাঁক, প্রতীক্ষা - অপেক্ষা, অমাত্য - মন্ত্রী/ রাজ কর্মচারী, রাত্রিযাপন - রাত কাটানো, বিপদ - সংকট, নিরাপদ - সুরক্ষিত, কাঠুরিয়া - কাঠ কাটা ব্যক্তি, আহার - ভোজন, পানীয় - পান করার জিনিস, পরিশ্রম - কঠোর কাজ, উপলব্ধি করা-বুঝতে পারা।

পাঠন পরামর্শ : প্রদত্ত পাঠটি সরব পাঠ করিয়ে নেবেন। তৎসম শব্দগুলির অর্থ বুঝতে সাহায্য করবেন। শব্দ ভাণ্ডারের কৃতি পূর্ণ করিয়ে নেবেন। গ্রন্থালয় থেকে আঞ্চলিক ভাষায় লেখা বিভিন্ন পুস্তক পাঠের জন্য ওদের উদ্বুদ্ধ করবেন।

পাঠ থেকে

এসো, এখন আমরা এই পাঠটির কার্যকলাপ বুঝে নিই। নিম্নে প্রস্তুত কার্যকলাপ তোমাদের বুঝতে সাহায্য করবে। এসো এই কার্যকলাপ পূর্ণ করি।

আমি যা বুঝলাম

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরের সম্মুখে তারা চিহ্ন (*) বানাও।

১. মঙ্গো পার্ক কে ছিলেন?

- একজন ব্যবসায়ী ছিলেন ☐
- একজন দেশপর্যটক ছিলেন ☐
- একজন সেনাপতি ছিলেন ☐

২. বাম্বারা রাজ্যের রাজধানীর নাম কি?

- টোকিও ☐
- সিগো নগর ☐
- প্যারিস ☐

• পঙ্‌ক্তির উপর আলোচনা

পাঠ থেকে বেছে কিছু পঙ্‌ক্তি নীচে দেওয়া হল, এগুলিকে পড়ো, বোঝো এবং চিন্তা করে তার অর্থ ভেবে সে চিন্তাভাবনা শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করো এবং লেখো।

(ক) ‘‘বিশেষতঃ সেখানে বন্য জন্তুর অতিশয় উপদ্রব, অনাবৃত স্থানে থাকিলে প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।’’

(খ) ‘‘কাফরিনারীদিগের দয়া ও সৌজন্য দর্শনে, পার্ক মোহিত ও চমৎকৃত হইলেন।’’

• মিলে মিশে জোড়া মিলাও

পাঠ থেকে কয়েকটি শব্দ ও শব্দগুচ্ছ স্তম্ভ ১-এ দেওয়া হয়েছে, তাদের সাথে সম্পর্কিত শব্দগুচ্ছ স্তম্ভ২-এ দেওয়া হয়েছে, দলগত ভাবে আলোচনা করে সঠিক জোড়া মিলাও, প্রয়োজনে (গ্রন্থালয়, আন্তরজাল) শিক্ষকদের সাহায্য নাও।

স্তম্ভ ১, শব্দ	স্তম্ভ ২, সন্দর্ভ
মঙ্গোপার্ক	নৃপতির বিশ্বস্ত মন্ত্রী
বৃদ্ধা কাফরি	হীনবেশ, শ্বেতকায় মনুষ্য
অমাত্য	কাফরিকন্যা

চিন্তা ভাবনার জন্য

(ক) আফ্রিকায় ভ্রমন করতে গিয়ে মঙ্গোপার্ক কিরূপ বিপদে পড়েছিলেন?

(খ) কাফরী কন্যারা কীভাবে অতিথি সৎকার করেছিলো তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

(গ) কাফরি কন্যারা যে গান গাইছিল সেই গানের মর্মার্থ লেখো।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শব্দ ব্যবহার

ক) শব্দের অর্থ লেখো।

১) ব্যতিরেক .... ২) কিঞ্চিৎ ....

৩) কিয়ৎক্ষণ .... ৪) অনাবৃত ....

খ) বানান শুদ্ধ করে লেখো।

১) রাজধানী .... ২) রাজপুরুষ ....

৩) রজনী জাপন .... ৪) গৃহস্বামিণী ....

গ) স্ত্রী লিঙ্গ কি হবে তা লেখো

১) রাজা - ....

২) পুত্র - ....

৩) বৃদ্ধ - ....

৪) গৃহস্বামী - ....

ঘ) পার্ক শুনিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন, এই বাক্যে উদ্বিগ্ন শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ উৎ + বিগ্ন হয়।

ঙ) এই পাঠ থেকে এমন শব্দ খুঁজে সন্ধি বিচ্ছেদ করো।

চ) বাক্য গঠন করো

১) পর্যটন - ....

২) রাজধানী - ....

৩) নৃপতি - ....

৪) অতিথি - ....

নিম্নলিখিত শব্দ গুলি বর্ণানুক্রমিক ক্রমে লেখো।

আমাজন, অদম্য, অনাহার, আক্রমণ

....

পাঠ ব্যতিরিক্ত

নিজের কথা

(ক) পাঠে 'মঙ্গো পার্কের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য চরিত্রদেগুলির নাম লেখো।

(খ) নীচে দেওয়া তথ্য অনুসারে তুমি তোমার অভিভাবক অথবা কোনো আগুন্তকের সঙ্গে গভীর কথোপকথনের মাধ্যমে তাদের বিষয়ে জেনে নাও যে তাদের পছন্দের রং, ভোজ্য পদার্থ, গান, বাল্যকালের স্মৃতিচারণ, প্রিয় জায়গা ইত্যাদি কী কী ছিল।

উদাহরণ-

১.আপনার জন্মস্থান কোথায়?

২.আপনার পছন্দের গান ও বইয়ের নাম কি?

গ্রন্থালয় অথবা আন্তরজাল(Internet) থেকে

- তুমি গ্রন্থালয় থেকে 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী' খুঁজে পড়ো।
- অন্যান্য বাঙালী সাহিত্যকারদের সম্বন্ধে পুস্তক, যেমন তাদের লেখা পত্র, আত্মকথা, জীবনী পড়ো এবং তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নাও।

শব্দের কথা-

- তুমি অতিথিকে কি বলে সম্বোধন করো? অন্য ভাষায় অতিথির জন্য সম্বোধন এবং অতিথিদের জন্য শব্দ খোঁজো।
- কোনো সাম্যতা আছে? যদি হ্যাঁ তাহলে কি?

আজকের শব্দ ধাঁধা-

নিম্নলিখিত শব্দ ছকে পাঠ থেকে ছয়টি সর্বনাম দেওয়া হয়েছে, সেগুলিকে খুঁজে নিয়ে রেখাঙ্কিত করো।

আ	ম	রা	মো
মা	তা	তা	দে
দে	হা	হা	র
র	কে	রা	র

স্মৃতির জানালা থেকে

খুকু ও খোকা

অন্নদাশঙ্কর রায়

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ কর?
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ কর?
তার বেলা?

ভাঙছ প্রদেশ ভাঙছ জেলা
জমিজমা ঘরবাড়ি,
পাটের আড়ত ধানের গোলা
কারখানা আর রেলগাড়ি
তার বেলা?

খুঁজে দেখবার জন্য

বিশ্ব বিখ্যাত পর্যটকদের রোমাঞ্চকর অন্বেষণ বিষয়ে জানতে গ্রন্থালয় থেকে বই খুঁজে পড়ো এবং নিজে কিছু পঙ্‌ক্তি লেখো।

....

....

....

....

....

....

অনানুষ্ঠানিক প্রশ্ন :

ক) তোমাদের এলাকার সবাই কেমন আছে?

খ) পাড়ায় নতুন কী খবর?

গ) বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে তোমার কেমন লাগে?

ঘ) তোমার মতে ভালো সমাজ গড়তে কী করা দরকার?

ঙ) আশেপাশের মানুষের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কেমন?

চ) সমাজের কোন বিষয়টি তোমার সবচেয়ে বেশী ভালো লাগে?

আফ্রিকার বন্য প্রাণী

১৪. বাংলা ভাষা

অতুলপ্রসাদ সেন

কবি পরিচিতি

অতুলপ্রসাদ সেন ছিলেন ব্রিটিশ ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত একজন বিশিষ্ট বাঙালি গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। তিনি একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদও ছিলেন। তার জন্ম হয় ২০ অক্টোবর, ১৮৭১ সালে ঢাকায়। মৃত্যু ২৬ আগস্ট ১৯৩৪। রবীন্দ্রনাথের অনুগামী হলেও তার সংগীতের নিজস্বতা ছিল। সেকারণেই তিনি বাংলা সংগীত জগতে একটি আলাদা আসন লাভ করেন। তার সংগীত সংকলন গুলির মধ্যে ‘কাকলি’, ‘গীতিপুঞ্জ’ ও ‘কয়েকটি গান’ প্রধান। ‘মোদের গরব মোদের আশা’ গানটি মাতৃভাষার প্রতি কবির মমত্ববোধের পরিচয়বাহী।

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ-মারি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে,
তোমার বোলে,
কতই শান্তি ভালোবাসা!
কি যাদু বাংলা গানে!
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা!

পাঠন পরামর্শ : শিক্ষার্থীদের কবির পরিচয় বিস্তারিত ভাবে বলবেন। কবিতাটি ভাবার্থ ও সারমর্ম আলোচনা করবেন। কবিতাটি পাঠের পর সারসংক্ষেপ বলতে বলবেন। বিশিষ্ট নামগুলি সম্পূর্ণ ভাবে বলবেন ও তাদের সংক্ষেপে পরিচয় করে দেবেন।

বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন্,
হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন-
ঐ ফুলেরই মধুর রসে,
বাঁধলো সুখে মধুর বাসা!
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে,
আনলো মালা জগৎ জিনে!
তোমার চরণতীর্থে আজি,
জগৎ করে যাওয়াআসা!
ঐ 'ভাষাতেই নিতাই গোরা,
আনল দেশে ভক্তিধারা,
আছে কৈ এমন ভাষা,
এমন দুঃখশ্রান্তিনাশা?
ঐ 'ভাষাতেই প্রথম বোলে,
ডাকনু মায়ে 'মা, মা' বলে;
ঐ 'ভাষাতেই বলবো হরি,
সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা!
মোদের গরব, মোদের আশা,
আমারি বাংলা ভাষা!

শব্দার্থ : গরব-গর্ব, অহংকার, আশা - প্রত্যাশা, শান্তি - প্রশান্তি, বোল - কথা, মাতৃভাষা - (বাংলাভাষা) / নিজের দেশের ভাষা, নাচে বাউল- বাউলরা নাচে, গান গাওয়া - সঙ্গীত পরিবেশন, বাউল - বাংলার এক ধরনের লোক গায়ক, বিদ্যাপতি - পদকর্তা, হেম - হেমচন্দ্র (কবি), রস - স্বাদ/অনুভূতি, চরণ - পা, ডাকুন - ডাকা, সাধ - ইচ্ছা হলে, জিনে-জয় করে।

পাঠন পরামর্শ : শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত গানটি তাল, লয় ও সুরের সহিত গেয়ে শোনাবেন। মাতৃভাষার মর্ম বুঝিয়ে সবাইকে মাতৃভাষায় কথা বলতে প্রেরিত করবেন। কবিতায় উল্লেখিত মহাপুরুষদের সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য ওদের বলবেন। ছক পূর্ণ করতে সাহায্য করবেন।

আমি যা বুঝলাম

ক) প্রদত্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর কোনটি? সঠিক উত্তরের সামনে তারা (*) চিহ্ন দাও।

১) ঐ ভাষাতেই মধুর রসে- এখানে 'মধুর রস' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক) মধু পান	☐	খ) মিষ্টি খাবার	☐
গ) বাংলা ভাষার মাধুর্য	☐	ঘ) প্রকৃতির রূপ	☐

২. কবিতায় বাংলা ভাষার মাধ্যমে মানুষ কী ভাগ করে নেয়?

ক) রাগ	☐	খ) ভয়	☐
গ) দুঃখ ও ক্লান্তি	☐	ঘ) যুদ্ধ	☐

খ) এখন তোমার বন্ধুদের সাথে আলোচনা করো এবং বলো কেন তুমি এই উত্তরগুলো বেছে নিয়েছো?

- **মিলেমিশে জোড়া মেলাও-**

- এখানে কবিতা থেকে নির্বাচিত কিছু শব্দ দেওয়া হল। তোমরা দলগত ভাবে আলোচনা করো এবং সঠিক অর্থের সাথে জোড়া মেলাও। তুমি অভিধান, ইন্টারনেট অথবা তোমাদের শিক্ষকদের সাহায্যে এটি করতে পারো।

শব্দ	অর্থ গদ্যরূপ
মোদের	বীণা
বীণে	কথায়
গরব	আমাদের
বোলে	গর্ব

- **পঙ্‌ক্তিগুলির বিশ্লেষণ**

নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি আলোচনা করো এবং খাতায় তাদের অর্থ লেখো।

''ওই ভাষাতেই নিতাই গোরা .... এমন দুঃখশ্রান্তি নাশা?
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন .... বাঁধলো সুখে মধুর বাসা।''

নীচের পদ চিনে লেখো ও পরিবর্তন করো

- জগৎ..
- মধুর ....
- দুঃখ ....

বিপরীত শব্দ লেখো

- আশা ....
- দুঃখ ....
- শান্তি ....
- ভালোবাসা ....

বাক্য রচনা করো:-

- বাংলা ....
- চাষা ....
- ভাষা ....
- আশা ....

পঙ্‌ক্তির সাথে পঙ্‌ক্তি মেলাও

নীচে কিছু কবিতার পঙ্‌ক্তি স্তম্ভ - ১ এবং স্তম্ভ - ২ এ তাদের অর্থ দেওয়া হল। সেগুলো সঠিকভাবে জোড়া মেলাও।

কবিতার লাইন স্তম্ভ - ১	অর্থ স্তম্ভ - ২
'ফুলেরই মধুর রসে বাঁধল সুখে মধুর বাসা।'	বাংলা ভাষাতেই বাংলার শিশুরা প্রথম মা বলে ডেকে ওঠে।
কী জাদু বাংলা গানে গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে	বাংলা ভাষার মধুরতায় মানুষের মনে সুখ ও আনন্দের বাসা গড়ে উঠেছে।
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে ডাকনু মায়ে 'মা' 'মা' বলে	বাংলা গানে এক বিশেষ মুগ্ধকর শক্তি আছে। গান গাইতে গাইতে মাঝি নৌকা চালায়।

ব্যাকরণ

(১) শব্দ ছক্-

প্রদত্ত ছক থেকে ফলের নাম খুঁজে লেখো।

না	তা	ক	ছ	জ	বা	লা	ম
আ	না	র	স	শ	ম	ষ	হ
ম	কাঁ	ঠা	ল	ক	খ	গ	উ
ত	তা	থি	লে	স	বে	দা	জা
জা	র	ঝা	বু	কু	দা	ব	না
ম	হা	ক্ষ	পু	ম	না	যা	র

(২) শিক্ষক শিক্ষিকা গানের বোল দিয়ে শিক্ষার্থীদের অন্তক্ষরী খেলতে বলবেন।

(৩) নেশামুক্তি অভিযানের অন্তর্গত প্রভাতফেরীর জন্য আবশ্যক স্লোগান তৈরী করো।

যেমন - "নেশা করবে যে
অসময় মরবে সে।"

পাঠ ব্যতিরিক্ত

গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

- এখানে বাউলরা গান গেয়ে নেচে আনন্দ প্রকাশ করে। কৃষকরা গান গাইতে গাইতে ধান কাটে। তুমি কি কখনো কৃষকদের মাঠে ধান কাটতে দেখেছ? যদি দেখে থাকো তাহলে সেই অভিজ্ঞতা নিজের ভাষায় লেখো ।

দূরদর্শন / মোবাইল / রেডিওর মাধ্যমে খবর শোনো এবং দলগত ভাবে আলোচনা করে তোমার মতামত প্রকাশ করো।

রবীন্দ্র নৃত্য হলো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্ট গীত ও নাটকের সঙ্গে যুক্ত এক বিশেষ নৃত্যধারা। এতে কোমল ভঙ্গি, হাতের মুদ্রা ও আবেগপূর্ণ অভিব্যক্তির মাধ্যমে নৃত্য পরিবেশন করা হয়। শান্তিনিকেতনে এই নৃত্যের বিশেষ চর্চা দেখা যায়।

পরিশিষ্ট - ১

লিঙ্গ পরিবর্তন

পুংলিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ
মহাশয়	মহাশয়া
প্রথম	প্রথমা
অনাথ	অনাথা
প্রিয়	প্রিয়া
নদ	নদী
দেব	দেবী
সিংহ	সিংহী
মামা	মামী

পুংলিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ
কাকা	কাকী
বেটা	বেটী
সেবক	সেবিকা
চাকর	চাকরানী
পাঠক	পাঠিকা
পাচক	পাচিকা
ধনবান	ধনবতী
ভগবান	ভগবতী

শুদ্ধ - অশুদ্ধ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অনুমানিক	আনুমানিক	পরিক্ষা	পরীক্ষা	মধুসুদন	মধুসূদন
অনুগত্য	আনুগত্য	বুদ্ধিজিবী	বুদ্ধিজীবী	কৌতুহল	কৌতূহল
নিশিথ	নিশীথ	ভাগিরথী	ভাগীরথী	অন্তর্ভুক্ত	অন্তর্ভূক্ত
বিভিষিকা	বিভীষিকা	বাল্মিকী	বাল্মীকি	ব্যাবসায়	ব্যবসায়
মিমাংসা	মীমাংসা	চক্ষূরোগ	চক্ষুরোগ	অধ্যাবসায়	অধ্যবসায়

বাগধারা ও তার অর্থ

১. নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা - নিজের অযোগ্যতা ঢাকতে অজুহাত দেওয়া
২. চোখে সর্ষেফুল দেখা - ভীষণ ভয় পাওয়া
৩. গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল-কাজ হওয়ার আগেই আনন্দ করা
৪. একঢিলে দুই পাখি মারা - এক কাজে দুই লাভ হওয়া
৫. হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা - নিষ্ক্রিয় থাকা
৬. জলে কুমির ডাঙায় বাঘ - চরিদিকে বিপদ
৭. আকাশ কুসুম কল্পনা - অবান্তর চিন্তা
৮. নাক কাটা যাওয়া - সম্মান নষ্ট হওয়া
৯. একচোখা - পক্ষপাত করা
১০. উত্তম-মধ্যম - প্রচন্ড প্রহার

প্রতিবেদন রচনা

প্রতিবেদন রচনা কী? :

কোন বিষয় বা ঘটনা শুনে বা পাঠ করে বা প্রত্যক্ষ করে যে রচনা সাধারন পাঠকের উদ্দেশে পরিবেশন করা হয় তাকে 'প্রতিবেদন রচনা' বলে। প্রতিবেদন রচনাকে ইংরেজিতে Reporting বলা চলে।

প্রতিবেদন রচনার বৈশিষ্ট্য :

যেহেতু ব্যাপকভাবে প্রতিবেদনটি প্রচারিত হবে সেহেতু প্রতিবেদন রচনার ভাষা হবে প্রাঞ্জল এবং সর্বজন বোধ্য। তাতে কোন আলংকারিক বাক্যবিন্যাস থাকা চলবে না। প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রে কল্পনার কোনো স্থান নেই অর্থাৎ রচনাটি বাস্তব নির্ভর হতে হবে। বিষয় .বা ঘটনার গুরুত্ব অনুযায়ী প্রতিবেদনটি পরস্পর এমন ভাবে সাজাতে হবে, যাতে প্রতিবেদনটি পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। প্রতিবেদনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, সত্যকে যথাযথ পাঠকের কাছে তুলে ধরা এবং পাঠককে বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

লেখকের মতামত প্রতিবেদনে থাকতেও পারে কিন্তু সেটা তেমন জরুরি নয়। পাঠক যাতে প্রতিবেদন পাঠ করে একটা নির্দিষ্টি এবং প্রত্যাশিত আদর্শে পৌঁছাতে পারে, প্রতিবেদনের মূল লক্ষ্য হবে সেটাই।

প্রতিবেদন প্রধানত বিষয়ধর্মী বা ঘটনা ধর্মী হয়ে থাকে। ঘটনাধর্মী প্রতিবেদন মূলত অন্তধর্মী। এছাড়া এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য - ঘটনাটি যাকে বা যাদের কেন্দ্র করে ঘটেছে তার বা তাদের প্রতিক্রিয়া, সাধারণ মানুষজন তথা প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিক্রিয়া এবং আমলা বা সরকারি মহলের প্রতিক্রিয়া সব কিছুই অতি অবশ্যই থাকতে হবে ঘটনাধর্মী প্রতিবেদন রচনার মধ্যে। তবে

প্রতিবেদক (ছাত্র-ছাত্রী) প্রতিবেদন, রচনায় সরাসরি কোনো মন্তব্য করবে না সিদ্ধান্ত নেবে না বরং মন্তব্য ও সিদ্ধান্তের ভারটা সুনিপুনভাবে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। প্রতিবেদন রচনায় একটি শিরোনাম দিতে হয় এবং সেটি আকর্ষণীয় হওয়া দরকার। শিরোনামের ঠিক নীচে মাঝামাঝি জায়গায় অথবা প্রতি বেদনের শেষে একেটু নীচে ডানদিকে প্রতিবেদকের নাম লিখতে হয়। লক্ষ্য রাখবে, প্রতিবেদন লেখার সময় মূল বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, এমন কোন বিষয়কে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। প্রতিবেদনের দীর্ঘতা কতটা হবে, অর্থাৎ কত শব্দের মধ্যে নির্দিষ্ট থাকবে, তার কোনো সীমারেখা নেই। তবে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুযায়ী কমবেশি ২০০ থেকে ২৫০ শব্দের মধ্যে প্রতিবেদন রচনা করা ভালো।

এছাড়া প্রতিবেদকের আর একটি বিশেষ লক্ষ্য থাকে সেটা হল পাঠককে অনিবার্যভাবে প্রতিবেদনের বিষয় বা ঘটনার প্রতি যার পর নাই আগ্রহী করে তোলা - কখনও ভাষার নৈপুণ্যে কখনও ঘটনার অন্তর্গত তথ্যের চমক দিয়ে। সার্বিক ভাবে বলতে গেলে, পাঠক পড়বেন না কিন্তু প্রতিবেদক পাঠককে পড়তে বাধ্য করাবেন এমনই একটা লক্ষ্য নিয়ে লেখাই একনিষ্ঠ প্রতিবেদনের যথার্থ ধর্ম হওয়া উচিত।

সমাস

সমাস কথাটির মূল অর্থ সংক্ষেপ। অর্থাৎ একাধিক পদকে এক সঙ্গে মিলিয়ে একটি মাত্র পদে সংক্ষিপ্ত করা। ‘ময়ূরের কন্ঠের মতো কণ্ঠ যার’- এই কথার সংক্ষেপ বা সমাস হল ‘ময়ূরকণ্ঠী’। এভাবে একাধিক পদকে জুড়ে ছোটো করে নিয়ে এলে শুনতে ভালো লাগে, কম সময় লাগে এবং বেশি কথা বলার পরিশ্রমটাও লাঘব হয়। একাধিক শব্দ বা পদকে মিলিয়ে ছোটো করে নিয়ে আসার এই কাজটাকেই সমাস বলে। অর্থাৎ-

পরস্পর অর্থ সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদের একপদীকরণের নাম সমাস।

- **সমস্তপদ** ঃ সমাসে একাধিক পদ মিলিত হয়ে যে একটি পদ গঠিত হয় তাকে সমস্তপদ বলে। যথা-বীণা পাণিতে যার - বীণাপাণি - বহুব্রীহি সমাস।

- সমস্যমান পদ ঃ যে পদগুলির সমবায়ের সমস্তপদ গঠিত হয় তাদের প্রত্যেকটি পদকে সমস্যমান পদ বলে। যেমন 'বিদ্যোৎসাহী' সমস্তপদ কিন্তু বিদ্যায় উৎসাহী এ দুটি সমস্যমান পদ। সমস্তপদকে ভাঙলে সমস্যমান পদগুলি পাওয়া যাবে।
- ব্যাসবাক্য ঃ সমস্তপদকে ব্যাখ্যা করলে যে রূপ পাওয়া যায় তাকে ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহ বাক্য বলে। যেমন 'বীণাপাণিতে যাহার' এটি ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহ বাক্য।
- পূর্বপদ ঃ সমস্ত পদের মধ্যে যে পদটি আগে থাকে তাকে বলে পূর্বপদ। যেমন 'বীনাপাণি'। এই সমস্ত পদের পূর্বপদ 'বীণা'।
- উত্তরপদ ঃ সমস্তপদের মধ্যে যে পদটি, পরে থাকে তাকে বলে উত্তর পদ। যেমন 'বীনাপাণি'। এই সমস্ত পদের উত্তর পদ 'পাণি'।

সমাসের প্রকার ও তার তালিকা ঃ অব্যয়ীভাব সমাসকে বাদ দিলে সমাস সাধারণত পাঁচ প্রকার। যথা- ১. কর্মধারয়, ২. তৎপুরুষ, ৩. দ্বন্দ্ব, ৪. বহুব্রীহি, ৫. দ্বিগু। এছাড়া আছে নিত্য সমাস, অলুক সমাস ও বাক্যাশ্রয়ী সমাস।

কর্মধারয়	তৎপুরুষ	সাধারণ দ্বন্দ্ব	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি	দ্বিগু
সাধারণ কর্মধারয়	কর্মতৎপুরুষ	বিশেষণের দ্বন্দ্ব	ব্যতিহার বহুব্রীহি	তদ্ধিতার্থক দ্বিগু
উপমিত কর্মধারয়	করণতৎপুরুষ	সর্বনাম পদের দ্বন্দ্ব	সহার্থক বহুব্রীহি	সমাহার দ্বিগু
উপমান কর্মধারয়	নিমিত্ত তৎপুরুষ	ক্রিয়াপদের দ্বন্দ্ব	নঞ বহুব্রীহি	
রূপক কর্মধারয়	আপাদান তৎপুরুষ	অলুক দ্বন্দ্ব	সংখ্যাবহুব্রীহি	
মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	সম্বন্ধ তৎপুরুষ	সমার্থক দ্বন্দ্ব		
	অধিকরণ তৎপুরুষ	বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব		
	নঞ তৎপুরুষ			
	উপপদ তৎপুরুষ			
	ব্যাপ্তি তৎপুরুষ			
	ক্রিয়া বিশেষণ তৎপুরুষ			
	উপসর্গ তৎপুরুষ			

পরিশিষ্ট - ৩

• ভারতীয় সংস্কৃতিক দর্শন :

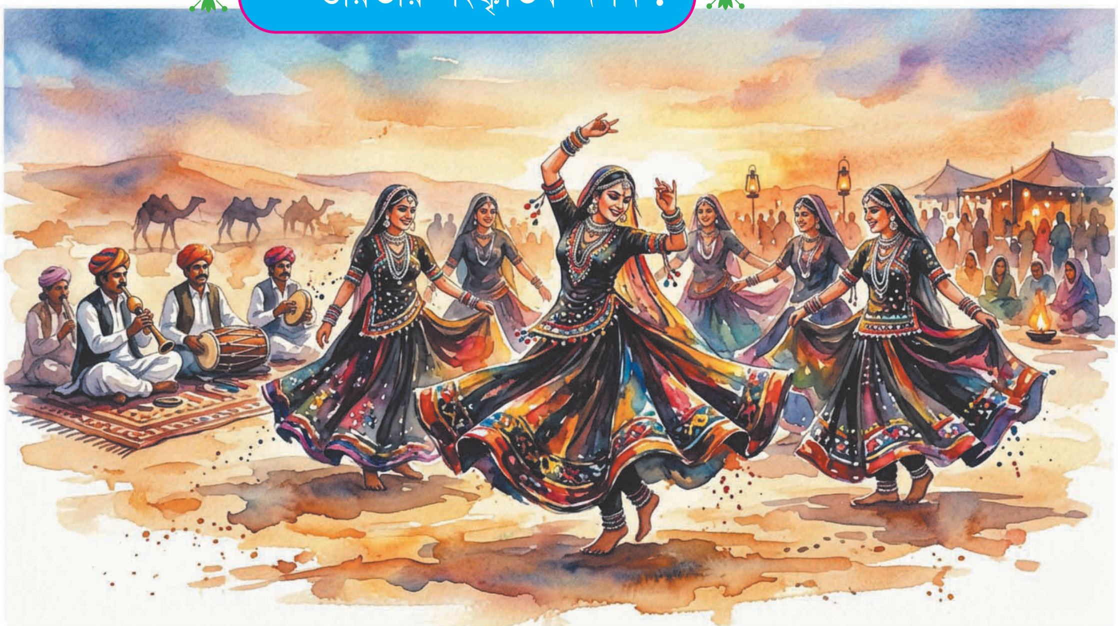

১. কালবেলিয়া রাজস্থানের প্রসিদ্ধ (সপেরা) জনজাতির এক পারম্পারিক উত্তেজক লোকনৃত্য। এটি অনন্য নাগিন নৃত্য'র জন্য প্রসিদ্ধ।

২. 'রাফ' জম্মু কাশ্মীরের এক প্রমুখ পারম্পারিক লোকনৃত্য। এটি মুখ্যত কাশ্মীরের মহিলাদের দ্বারা বসন্তের আগমন, রমজান ইদ ও ফসল কাটার উৎসবের সময় এই নৃত্য করা হয়।

পাঠন পরামর্শ : উপরে দেওয়া লোকনৃত্যের চিত্রটি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে চর্চা করবেন। আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যের লোকনৃত্য বেশভূষা, খান-পান, ভাষা, উৎসব প্রভৃতির সম্বন্ধে চর্চার মাধ্যমে জানাবেন।

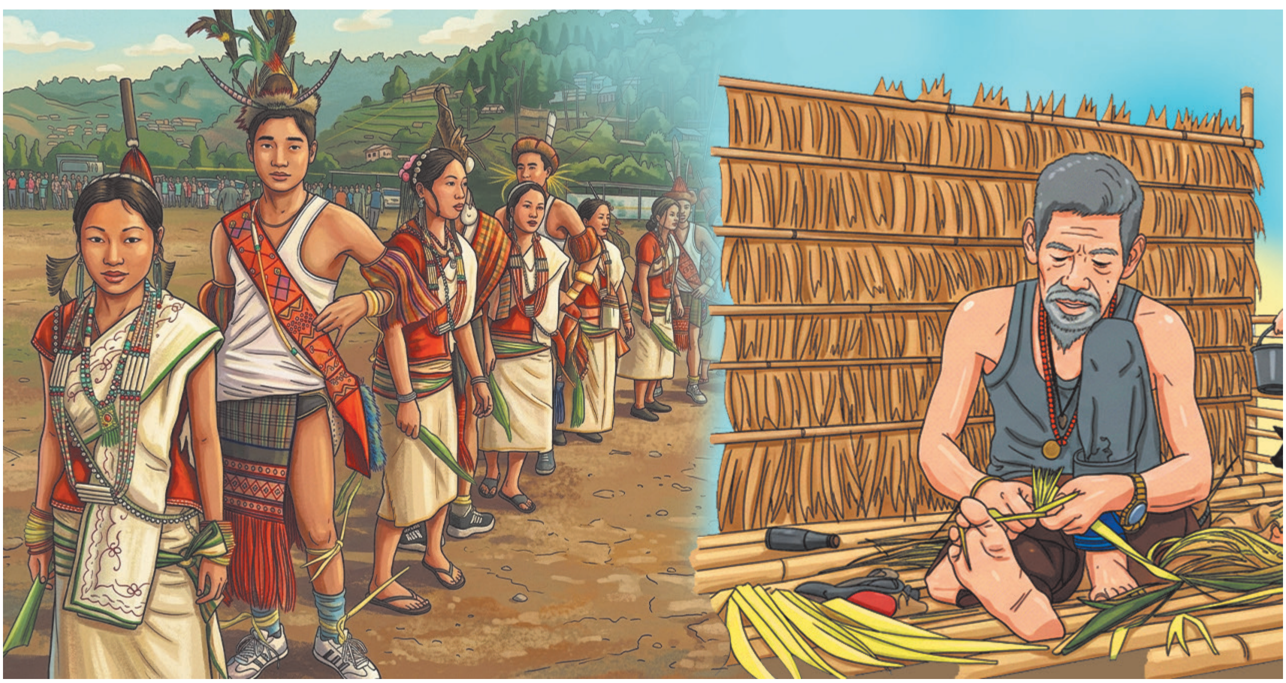

কাওড়ী অট্টম তামিলনাড়ুর এক প্রসিদ্ধ ও ভক্তিময় লোকনৃত্য। এটি মুখ্যত ভগবান মুরুগন (কার্তিকেয়) কে সমর্পন করা হয়।

ঘুমুরা নৃত্য উড়িষ্যার কালাহান্ডি জেলার এক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ পরম্পরাগত লোকনৃত্য। এটি প্রধানত পুরুষ নর্তক দ্বারা 'ঘুমুরা' নামক বাদ্য যন্ত্র দ্বারা বাজিয়ে এই নৃত্য করা হয়।

পাঠন পরামর্শ : 'ভারতে বিবিধতাতে একতা।' এর উপর চর্চা করবেন। বিভিন্ন উৎসবে এই ধরনের নৃত্য করার গল্প বলার জন্য উৎসাহ দেবেন। লোকনৃত্যের সঙ্গে গান, পত্র-পত্রিকায় লোক নৃত্য সম্বন্ধিত সংবাদ প্রভৃতির চর্চা করে শিক্ষার্থীদের নিজের মত ব্যক্ত করার সুযোগ করে দেবেন।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা,

যদি কেউ তোমাকে অনুচিত ভাবে ছোঁয় অথবা স্পর্শ করে যাতে তুমি অস্বস্তিকর বা খারাপ অনুভব করো, তাহলে চুপ থেকো না। এমন পরিস্থিতিতে তোমার জন্য নীচের কথাগুলো জানা জরুরি। ...

১. নিজেকে দোষ দিও না।

২. যাদের ওপর তুমি বিশ্বাস করো, তাদেরকে এই ঘটনার কথা বলো।

৩. তুমি POCSO e-box/ পক্সো ই-বক্সের মাধ্যমে তোমার অধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনে অভিযোগ জানাতে পারো।

যখন কেউ তোমাকে অনুচিত ভাবে স্পর্শ করে, তখন তোমার খারাপ লাগতে পারে। তোমার অস্বস্তি বা ভয় লাগতে পারে। তুমি নিজেকে অসহায় মনে করতে পারো কিন্তু খারাপ লাগার কোনো কারণ নেই যেহেতু এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য তোমার কোনো দোষ নেই।

এই বোতামটি চাপো।

POCSO e-box এটা NCPCR@gov.in এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

যদি তোমার বয়স ১৮ বছরের কম হয় এবং তুমি কোনো কারণে নিরাপদ বোধ না করো অথবা এধরণের সমস্যাজড়িত ছেলে বা মেয়েকে জানো, তাহলে তুমি ১০৯৮ (দশ নয় আট) নম্বরে ফোন করতে পারো। এটা করলে তোমার এবং তোমার বন্ধুর জীবন আরও নিরাপদ হতে পারে।

CHILD LINE
1098
NIGHT & DAY

চাইল্ড লাইন - ১০৯৮ - : এই নম্বরটি ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে এবং এটি একটি জাতীয় হেল্পলাইন নম্বর যা মহিলা এবং শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের সহায়তায় পরিচালিত হয়।

এক উন্নত সমাজের দিকে।
Towards a new dawn

শিক্ষার্থীদের তাদের বয়স অনুযায়ী শারীরিক এবং মানসিকভাবে সঠিক স্পর্শ এবং ভুল স্পর্শ চেনার জন্য দিকনির্দেশনা করবেন।

राज्यगीत

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ।।धृ।।

भिती न आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा
अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा
सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिव शंभू राजा
दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ।।१।।

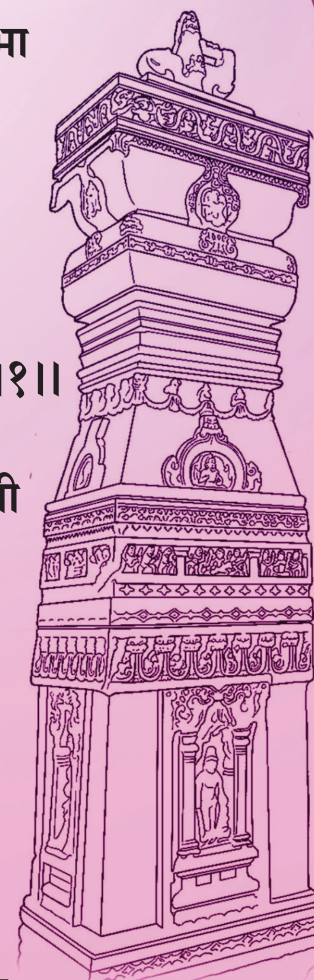

काळ्या छातीवरी कोरली, अभिमानाची लेणी
पोलादी मनगटे खेळती, खेळ जीवघेणी
दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला
निढळाच्या घामाने भिजला
देश गौरवासाठी झिजला
दिल्लीचे ही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा ।।२।।

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে ৪১১০০৪

बालभारती इयत्ता सहावी (बंगाली माध्यम)

₹ 78.00